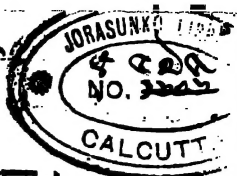




৭৫৫৫



রোমিও-জুলিয়েত । না ৩১৪

( ছায়া )

না-১১৬

বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার ।

কম অপরাধ, পদ পরশি তোমার ॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত ।

কলিকাতা

২৩১৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে,

আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১৩০১

মূল্য ১০ আনা মাত্র ।





---

कलिकाता

२० नं० सुकीया स्ट्रीट,

“कलिका यन्त्रे”

श्रीशरदचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा मुद्रित ।

---

## ভূমিকা ।

এই পুস্তক-খানি, সেক্সপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়া-আলো, তাহার অনুবাদ নহে । বাঙ্গালী ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে ভাষাতত্ত্বের রস কি মাথায় কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, নোংরাচার ও ধর্ম-তানাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ অভিকর্ষের ও বশ হতো না যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে এতখানি অকর্ষিতকর হইল। সেই জন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়া-আলো অনুবাদ করিয়া এই নাটক খানি প্রকাশ করিলাম । আমার মনে ন কোনও স্থান পরিভ্রমণ বা পরিবর্তন করিয়া বই-রাখি, কোথাও হু একটা নূতন গর্তাও পরিবেশিত করিতে হইয়াছে । দুই পুরুষদিগের নাম ও কথাবাহী দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের ও তাহাদের বিবাহ উদ্ভি-এত ভাব, মূল যেখানে সেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে বসে না। মাধ্য-চেঁচা করিয়াছি । কথ্যতঃ সেক্সপিয়রের নাটকের গঠন ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া, তাহা দেশীয় হাঁতে মানিয়া, দেশীয় পাঠকের চরিত্রবৃত্ত পরিবার প্রকাশ পাইয়াছি । কতদূর সত্যকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না । তবে আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অনুসরণ না করিলে, কোনও বিদেশীয় নাটক, বাঙ্গালীসাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং তাহা না হইলেও বাঙ্গালী সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না । এইরূপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালী সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা ।

এই উপাখ্যানাংশে মূলের গল্পটি এইরূপ। ইতালী দেশের অন্তর্গত “ভেরোনা” নামক নগরে, মহা ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী দুই সম্ভ্রান্ত বংশ বাস করিত। এক গোষ্ঠির নাম “ক্যাপিউলেত,” আর এক গোষ্ঠির নাম “মন্ত্যাগিউ”। ইহাদের মধ্যে পুরুষ পরস্পর বৈরতাব চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি, উভয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি বা ভৃত্যের পরস্পরের সহিত পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইত। ইহাদের দৌরাণ্ডো সহরতুচ্ছ লোক তিস্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে “ক্যাপিউলেত” গোষ্ঠির কর্তা, বৃদ্ধ “ক্যাপিউলেতের” জুলিয়েট নামে এক কস্তা, ও “মন্ত্যাগিউ” গোষ্ঠির কর্তা, বৃদ্ধ “মন্ত্যাগিউয়ের” রোমিও নামে এক পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া মন্ত্যাগিউয়ের ভ্রাতৃপুত্র বেনতোলিও তাহার সহিত একত্রে থাকিত, এবং ক্যাপিউলেতের গল্পীর ভ্রাতৃপুত্র তৈবলুত ও, ক্যাপিউলেত পরিবারভূক্ত হইয়া থাকিত। বেনতোলিও ধীর প্রকৃতির লোক এবং রোমিওর বড় বন্ধু। মার্কুশিও নামে রাজার একজন জ্ঞাতি ও রোমিওর পরম স্নেহদ ছিল। তৈবলুত অতিশয় উদ্ধতস্বভাব এবং রোমিওর মহাশত্রু। ঐ ভেরোনা নগরে সাধুদিগের একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের অধিকারী বা মোহান্তের নাম “ফ্রাইয়ার লয়েল”। তিনি রোমিওর আশৈশব পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপদেশদাতা। ইনি একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ ও ভৈবজ্ঞাতিজ্ঞ ছিলেন। ইহার নানাবিধ ঔষধি সংগ্রহ করা ছিল।

দৈববশতঃ, রোমিও ও জুলিয়েটের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। ইহাদের পিতামাতা এ প্রণয় কখনো অনুমোদন করিবেন না জানিয়া, তাহারা গোপনে বিবাহ করা স্থির করেন, এবং ফ্রাইয়ার লয়েলের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন করিয়া লয়েন। ঐ সময়ে

তবলত, কিসে রোমিওর সহিত বিবাহ বাধে, তাহারই অহুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে ছিল, এবং ঐ গোপন বিবাহের অনতি বেলষেই তাহার উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ যত্নবান হয়। প্রথমে রামিওকে না পাওয়ার, তাহার বন্ধ মার্কুশিওর সহিত "ডুরেল" হুছে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রিত করে, এবং তাহাতেই মার্কুশিওর মৃত্যু হয়। তাহার কিছুক্ষণ পরেই রোমিওর সহিত মার্কাং ওয়ার, তৎক্ষণাৎ দুইজনের মধ্যে বন্দবুদ হইয়া রোমিওর অজ্ঞাবাগে তৈবলতের প্রাণবিরোগ হয়। এই অপরাধে, রাজা রোমিওকে মার্কা নগরে নির্বাসিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং রোমিওকে অগত্যা নির্বাসনে বাইতে হয়। এদিকে, জুলিয়েতের পিতা মাতা জুলিয়েতের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঐ ডেরোনা নিবাসী প্যারিশ্ নামক জনৈক আচা যুবকের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া অতি সম্বর বিবাহকার্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। জুলিয়েতের একবার বিবাহ হইয়াছে, সে আবার কিরূপে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে ভাবিয়া, উন্নততার ন্যায় সাধু ফ্রেয়ার লরেন্সের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বলেন যে তিনি যদি এ বিপদে রক্ষা না করেন, তবে সে আত্মহতিনী হইবে। জুলিয়েতের নিভাস্ত জেদে, ফ্রাইয়ার লরেন্স একপ্রকার আরোকের শিশি দিয়া, বিবাহের পূর্ব রাত্রে ঐ আরোক পান করিতে বলিয়া দেন, এবং আরও বলিয়া দেন যে ঐ আরোকের গুণে তাহার গাঢ় মুচ্ছা হইবে, দেড় দিন দুই দিন কাল ঐ মুচ্ছা থাকিবে, এবং মৃত্যুর সকল লক্ষণ সর্বদা প্রকাশ পাইবে। তদুপরি জনেরা তাহাকে মৃত ভাবিয়া, তাহার গোর দিয়া বাইবে। ইতি মধ্যে ফ্রাইয়ার লরেন্স গুপ্তচর পাঠাইয়া রোমিওকে মার্কা হইতে আনাইয়া, তাহার সঙ্গে জুলিয়েতকে সেইখানে পাঠাইয়া দিবেন। পরে, কৌশল ক্রমে, তাহাদের শিখা রাজা বন্ধ বান্ধবগণকে পূর্ব



বিবাহের কথা অবগত করিয়া, সে বিবাহে তাঁহাদিগকে সম্মত করাইবেন। শেষে, রাজার আদেশ নইয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিবেন। জুলিয়েত সেই উপদেশ অনুসারে কাণ্ড করে। কিন্তু দৈবগতিকে ফ্রাইয়ার লরেন্সের পত্র রোমিওর হস্ত-গত না হওয়ার, এবং রোমিওর চাকর তাহাকে জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার, তিনি মাথুয়া হইতে অতি সঙ্গর আসিয়া দেপেন, যে সত্যই জুলিয়েত মৃত ও কবরস্থ। দেগিবা নামে রোমিও তৎক্ষণাৎ বিষ ভরণে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে মুচ্ছা ভঙ্গে জুলিয়েতও, রোমিওকে মৃত দেখিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেত ও মন্তাগিউ, কন্যা ও পুত্রের, ভয়ানক শোকাবহ মৃত্যু-দৃশ্যে স্তম্ভিত, পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, আপনাপন কুলপরম্পরাগত বৈরনির্ঘাতন ও বৈষ হিংসাদি একেবারে বিসর্জন দিয়া, পরস্পরে সৌহার্দ্যে মিলিত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

ইহাই এই উপাখ্যানের স্থূল কথা। বলা বাহুল্য, যে গোরস্থানের দৃশ্যটির পরিবর্তে আশানের দৃশ্য সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। আর আর বাহা কিছু অদল বদল করা হইয়াছে, তাহা পুস্তক পাঠেই প্রকাশ পাইবে, সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই পুস্তক কিয়দূর ছাপা হইতে না হইতে, — নি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি, এখনো সুস্থ হইতে পারি নাই। সুতরাং প্রক্ অনেকাংশই দেখিতে পারি নাই, তজ্জন্ত অনেক স্থলেই ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গেল। প্রক্ দেখিবার সময় বাহা পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহাও করিতে পারিলাম না।

খিদিরপুর

বাং ১৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল।

ইং ১লা মার্চ ১৮৯৫ সাল।

শ্রীহেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।



# নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নাম ।

পুরুষ ।

রাজা ।—বরগানগরের রাজা ।

সারথী ।—উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক, রাজার মাসভূতো ভাই ।

কপলত } চিরশত্রুভাবাপন্ন  
ও } দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের  
মস্তাগো } কর্তাদ্বয় ।

কপলত-বরস্ত ।

মস্তাগো-বরস্ত ।

রোমিও । মস্তাগোর পুত্র ।

মরকেশ ।—রোমিওর বন্ধু এবং রাজার জ্ঞাতি ।

বেহুবল ।—রোমিওর বন্ধু এবং মস্তাগোর ভ্রাতৃপুত্র ।

তৈবল ।—কপলত-পত্নীর ভ্রাতৃপুত্র ।

মধুরানন্দ ।—মঠের অধিকারী গোঁসাই বা মোহান্ত ।

গুহাবাসী ।—মঠের অনেক বাবাজী ।

বল্লভ ।—রোমিওর ভৃত্য ।

শস্তো }  
গিরে } কপলতের দুইজন পাইক ।

ভূতোর বাপ । খাজী-অহুচর ।

৮০

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নাম ।

পুরুষ ।

অভিরাম }  
ও } মন্তাগোর দুই ভৃত্য ।  
রাধব }

হনুকেরা ।

বেদিনী, বাদ্যকর, বাউলের দল ।

পারশের দুইজন ভৃত্য ।

বরনাবাসিগণ । অস্ত্রাস্ত্র ব্যক্তি ও দাসদাসিগণ । নগররক্ষক ।

ঐক্যতানবাদক ।

দৃশ্যস্থান ।—বরণা ও মাধুরা নগর ।

স্ত্রী ।

মন্তাগো-পত্নী ।

কপলভ-পত্নী ।

কপলভের মাতা ।

সোহাগ, সুতার, সুভাব প্রভৃতি কপলভের

বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকগণ ।

জুলিয়েত । কপলভের কন্যা ।

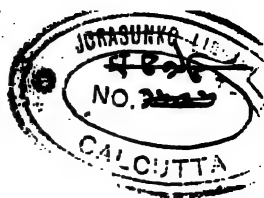
জুলিয়েতের খাদ্যী ।



## শুদ্ধি-পত্র ।

পঙ্ক্তি ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
১।	তোমার, ও তোমার	হে আৰ্য্য, হই পক্ষের
২	বিপক্ষ ভৃত্যগণ }	হই ভৃত্যগণ }
১০	এতো	আতো
৩	প্রেম বিধ কর্ত্তরোধী	প্রেম, বিধ—কর্ত্তরোধী
৫	কপলত	মধুরানন্দ গোস্থামী,
ঐ	মস্তাগো	বৈদ্যরাজ
ঐ	মরকেশ	পারশ .
২	ক'রে	করে
শেষ পঙ্ক্তি	আগে গলে প'রে }	আগে গলে প'রে কাঁসি, }
	কাঁসি চিনি তার	গরে চিনি তার
২	পাচীর	পাচীল
১৫	করে	ক'রে
২	রোষো	রোষো
২	লাহন	লাহন
১৬১৭	বাই ।	বাই ও বেরে, }
	ও বেরে, কোথা গো তুই	কোথা গো-তুই ? }
১	বর	বরে,
শেষ পঙ্ক্তি	তাহরে	তাহারে
৮	বে	বে

পৃষ্ঠা ।	পঙ্ক্তি ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
২১	৩	খত্তর	জালক
২৮	৪	(পরিধান করক্ বা না)	(পরিধান করক্ বা,
ঐ	১৭	বেঁচে নেই আর ?	বেঁচে নেই আর ।
ঐ	১২	ঐ	ঐ
১০১	৭	বস্ত তার	বস্ত, তার
১০৫	৩	হয়েছে	হয়েছ ?
১১১	৪	বলি আগে	বলি, আগে
১১২	শেষ পঙ্ক্তি	সাম্বনা সুধা	সাম্বনা-সুধা
১৩৫	১৮	পূর্কাকাল ?	কাকাল
১৪৭	২২	বে	বে
১৪৮	১	কথা	কথা
ঐ	১৩	বমে	বমে
১৬১	৭	মে।	মে
১৬৭	১৬৭	রাজার শব	রাজার আজ্ঞা
১৬৮	২০	কতই মম	কতই আর
১৭০	১২	বাবো	বাবো
১৭৪	২০	দেখো,	দ্যাখো,
১৭২	২৩	দেখো—দেখো	দ্যাখো দ্যাখো



N.B.B.

Acc. No. 5358

Date 6.12.91

Item No. 12/12 3281

Micro

Don. by

রোমিও-জুলিয়েত ।



প্রথম অঙ্ক ।—প্রথম দৃশ্য ।

( বরুণা নগর,—সাধারণের গমনাগমনের স্থান । )

চাল তলওয়ার প্রকৃতিতে সজ্জিত

শব্দো ও গিরের প্রবেশ ।

শ। দেখ গিরে ! কেন বল্‌চি, এবার আর সইব না—  
গানের আলা বড় আলা ।

গি। হঁ—ঠিক্‌ বেন ঢাকাই আলা ।

শ। না হে না, আমি তা বল্‌চি না ; বল্‌চি কি যে, এবার  
রংগেচি কি—আর হেতেন্‌ চেলেচি ।



গি। চালবে ?—না নিজে চলবে।

শ। দেখিস্ দেখিস্—তেতেচি কি, মেয়ে বসেচি।

গি। বসেচো বটে,—বসতেই ত দেখি, তাত্তে ত দেখিনে।

শ। মস্তাগোর গুটীর একটা বেরাল দেখলেও আমার গা রগুরগ্ ক'রে ওঠে, খির হয়ে আর দাঁড়াতে পারি নি।

গি। তবে কি দৌড় দিস্ না কি ?—খির হয়ে দাঁড়ি থাকাই ত মরদের কাজ।—বড় বড় জাঁদরেন্ টাঁদরেন্দেরে কাজই ত খির হয়ে সকলের পেছনে নাকে দূরপিন্ লাগি দাঁড়িয়ে থাকা।—তারা কি হেতেন্ ছোঁয় ?

শ। ষ্যা শালা,—তুই কোনো কাজেরই নোস, কেব ভরেই মরিস্।

গি। বলি, বক্ড়া ত আমাদের মনিবে মনিবে,—আমাদের কি এতো মাথাব্যথা ? আমরা চাকর বই ত নই।

শ। ও কিরে—ও কি কথা ? দেখিস্ এবার, আমি কেমন খড়িবাজ্—মেরে মদ ছেলে, এবার আর কারো মাথা থাকে না।—হেতের খোল, ঐ দেখ্ মস্তাগোর দলের ছ'জন লোক আস্চে।

গি। আমার হেতের তো খোলাই আছে, তা আঙবাড়িহে না না—বক্ড়া বাধা গে না—আমি তোর দোসর হব—এখন।

শ। ও গিরে,—পালাচ্চিস্ না কি—কিরে দাঁড়ালি যে ?

গি। তর কি ? কোনো তর নেই বাবা.—আমার জহে তোকে ভাবতে হবে নে।

শ। ভাবনা তো তোরই জন্তে রে।

গি। আমি বলি কি, ওরাই আগে মৃত্যু করুক ; এখনকার দিনে আইন্ অদালত বাঁচিয়ে চলা ভালো ।

শ। কাছে এলেই কিন্তু আমি ভেংচোব,—শালারা যা হতে হয় করুক ।

গি। ও বেটারা আবার করবে কি ?—হেকমৎ তো ভারী ! কাছে এলেই আমি বুড়ো আঙ্গুলটা দেখাব।—সে অমারি যদি মর, তো বেটারা বড় বেহারা ।

### অভিরাম ও রাঘবের প্রবেশ ।

অভি। তুই কি আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্চিস্ ?

শ। হাঁ, তা দেখাচ্ছি ত ।

অভি। জবাব দেনা—আমাদের ?

গি। (চুপে চুপে শব্দের কাণে) হাঁ ব'লে আইন্ অদালত বাঁচবে ত ?

শব্দো। (গিরের প্রতি অহুচ্চরয়ে)—উঁ হঁ।—(প্রকাশে) তোদের দেখাচ্ছি কে ব'লে ?—দেখাচ্ছি ত বটে । কি, একটা ঝকড়া বাধাবি না কি ?

অভি। ঝকড়া কেন বাধাবো ?—আমি তেমন ঝকড়াটে নই ।

শ। শোন্ বলি,—চান্ ত আমি তোরা সঙ্গে এক হাত আছি । তুইও বত বড় মনিবের চাকর, রোমিও তাই—তা জানিস্ ?

অভি। তার চেয়ে ত বড় নয় ।

শ। কি বলি ?

গি। (চুপে চুপে শব্দের কাণে)—বলনা, তার চেইছে  
বড়।—ঐ দেখ্ আমাদের মনিবগুটীর একজন সঙ্গার আস্চে ।।

শ। বড় না তো কি ? তোদের মনিবের চেয়ে আমাদের  
মনিব ব—হ—ৎ বড় ।

অভি। ঝুট্ বাৎ ।

শ। কি বলি ? খোল্ হেডের—মরদ্ হোস্ ত এখা  
খোল্। গিরে দেখিস্—খুব্ হ'সিয়ার ।

গি। শব্দো, তোর সেই ওস্তাদি চালটে ছাড়িস্ নে ।

( দুইজনের হেডের চালনা । )

বেলুবলের প্রবেশ ।

বেহু। থাম্ পাজিরা—থাম্ বল্চি ।

( নিজের তলোয়ার দ্বিগে দুইজনের হাত থেকে

তলোয়ার ছট্কাইয়া দেওয়া । )

ডেবলের প্রবেশ ।

তৈ। বেশ্—বেশ্; এই যে চাবা ভুবোদের সঙ্গে তলো  
য়ার খেলা হ'ছে ? বেশ্—বেশ্ বেলুবল্, সাহস থাকে ত আমার  
দিকে কেন্ ।—দেখ্, তোর যন্ত্র এসেছে ।

বেহু। আমি এদের থামাচ্চি—শান্তি রক্ষা কচ্চি । অস্ত্র খাপে  
তোলো, আর না.হর ত আমার সঙ্গে যোগ দিবে এদের থামাও ।

তৈ। শান্তিরক্ষা ?—কচু রক্ষা ! হাতে লাদা তলোয়ার,  
আবার শান্তিরক্ষা ! তোর ও কথার ধু!—তোর্ যুখে ধু !  
তোর্ বস্তাগোর গুটীর যুখে ধু !—সামান্—

( দুই জনে অস্ত্র চালনা । )

( ক্রমে উত্তর গোঞ্জির আরো অনেকানেক ব্যক্তিকে দাঙ্গার যোগ

দিতে দেখিয়া, কুড়ুল কোদাল লাঠী সড়কি লইয়া

নগরবাসিগণ সেইখানে উগাহিত )

নগরবাসিগণ । মার্ বেটোদের—মার্ মার্ !—তাই সব  
গা—মোস্তাগো আর কপলতের ছই দলকেই ঠেগা—মার্—  
ম্—হাড় পিষে দে ।

বৃদ্ধ কপলত ও তাঁর বয়স্কের প্রবেশ ।

কপ । কিসের গোল্‌হা ?—কে আছিন্‌ রে, দেতো—  
আমার তলোয়ার খানা—দেতো ।

ক-বয়স্ক । ওহে—বটি—বটি—খঞ্জের বটি !—তলোয়ার কেন ?

কপ । কে আছিন্‌—তলোয়ার—তলোয়ার আন্‌—কেউ  
নচিন্‌নে, ঐ যে দেখ্‌চি প্রাচীন মস্তাগো আমাকে দেখিয়ে  
লোয়ার ঘুরুচে ।

মস্তাগো ও তাঁর বয়স্কের প্রবেশ ।

মস্তাগো । হা ছরাছা কপলত !—( বয়স্কের প্রতি ) আমাকে  
হাড় বন্‌চি—দে ছেড়ে ।

ক বয়স্ক । তুমি আর শত্রুর কাছে এক পা এগুতে দ্বিবে না ।

অনুচরগণ সঙ্গে স্বয়ং রাজার প্রবেশ ।

রজা । এ বিদ্রোহী-প্রজাবল শাস্তিকরকারী  
প্রতিবেশীরকে অসি রঞ্জিত এদের—  
ওনিবে না—কত্ব কি ইহারা রাজ্যদেশ  
ইয়া রে, ও পণ্ডবতাব নর-অবরব,

হৃদয় উৎসের রক্তে প্রবাহ ছুটায়  
 নিবাহিতে ক্রোধবহি সদা তৃপ্ত যারা,—  
 শোন্ বলি—এ আজ্ঞা লজ্জলে রক্ষা নাই।  
 আজ হ'তে তোদের—ও রুধির রঞ্জিত—  
 অস্ত্র বত, হস্ত হ'তে ফেল্ নিক্ষেপিয়া  
 দূরে ধরাতলবক্ষে।—শোন্ বলি আর  
 এ আজ্ঞা লজ্জনে দণ্ড যেন। তিন বার  
 এইরূপে মুখের কথায়—অশরীরী  
 ভাষার সংযোগে—তোমাদের হৃ'জনার  
 দলভুক্ত জনগণ হয়ে উত্তেজিত  
 হরিল। এ নগরের শান্তিময় সুখ ;—  
 রাজপথ জনাকীর্ণ প্রাচীন স্থবিরে,  
 পরিহরি বয়োচিত বেশ পরিচ্ছদ,  
 সাজি নিজ জীর্ণ প্রহরণে—জীর্ণ বধা  
 নিজ দেহ—আসি দেখা দিলা যুদ্ধ-বেশে।  
 রাজবস্ত্রে সেকূপে আবার অগ্রসর  
 হও যদি পুনঃ কেহ কলহ বিবাদে  
 ভাবিতে শান্তির সুখ,—নিশ্চিত তা হ'লে  
 হবে প্রাণদণ্ড তার। এবার নির্ভরে  
 করো সবে নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান।  
 কপলত, এস তুমি আমার সহিত ;  
 তুমিও মস্তাগো আজি অপরাহ্নে আসি  
 হৈও উপস্থিত—শ্রীমণ্ডপে—ধর্ম্মাসনে  
 আমাদের অধিষ্ঠান যেনা,—সেই খানে

শুনাইব আরো কিছু আদেশ আমার ।  
 অস্ত্র সবে যাও নিজ নিজ নিকেতন,  
 প্রাণদণ্ড দণ্ডে যদি ভর থাকে মনে ।  
 (মন্তাগো, তস্ত বরস্ত এবং বেহুবল ভিন্ন  
 আর সকলে নিষ্ক্রান্ত)

ম্তাগো । বেহুবল, জানো যদি বলো, পুনরায়  
 কে জাগারে দিল এই স্বন্দ পুরাতন ?  
 ছিলে, কি নিকটে এর স্মৃচনা যখন ?  
 বেহু । তোমার, ও তোমার বিগত ভৃত্যগণ,  
 আসিবার আগে মম, কলহেতে মাতি  
 অস্ত্র চালাইতেছিল ; দেখিয়া যেমনি  
 খুলি নিজ তরবারি স্বন্দ নিবারিতে  
 অগ্রসর হই আমি, সহসা তখন  
 মহাক্রোধী তৈবল আসিয়া দেখা দিল ।  
 ক্ষণমাত্রে তরবারি নিক্ষেপি তাহার,  
 দুর্ভাগ্য ভংগনে মোর দিক্কারি শ্রবণ,  
 শব্দ শব্দে বায়ু বিদীর্ণ করিয়া,  
 অস্ত্র ঘুরাইয়া ঘন মস্তক উপরে  
 যুদ্ধে সম্ভাবণ কৈলা মোরে । অচিরাতঃ  
 অগত্যা আমিও অস্ত্র চালাই তখন,  
 পার্শ্ব-নিম্ন-পূরঃ-পুণ্ড প্রহার কতই—  
 খেলাই হ'লেনে ক্ষণ মুহূর্ত্ত তিতরে,  
 দাত প্রতিঘাতে শব্দ—অস্ত্রের কন্ধান  
 কত লোক ক্রমশঃ হ'লেনে দিল ঘোঁগ

হেনকালে স্বয়ং ভূগতি আসি সেখা  
নিবারিয়া দিল স্বন্দী হ'ভাগে ভাঙ্গিয়া ।

ম-বরত । রোমিও কোথায় ?—তারে ত দেখিনে হেথা,  
ভালই করেছে সে এ স্বন্দে নাহি থাকি ।

বেহু । হে আর্থা, অগতসেব্য সবিতা যখন,  
অতীব প্রত্নাবে আজ, পূর্কাসার কোলে,  
সুবর্ণের বাতারন খুলি আপনার  
আড়ে নিরখিতেছিল অগতের পানে,  
দণ্ড হই তারো আগে, মনের অস্থখে,  
উঠে গিয়াছিল আজ ভ্রমিতে বাহিরে,  
নগরের উপপ্রান্তে পশ্চিম প্রসরে,  
যেথা উড়ুঘর বৃক্ষরাজি মনোলোভা  
বিরাজিত কুঞ্জরূপে । ভ্রমিতে ভ্রমিতে  
হেরি অকস্মাৎ সেখা একা রোমিওরে ।  
দেখে তার নিকটে চলিহু । অমনি সে,—  
সতর্ক আছিল যেন, অতি দ্রুতগতি  
লুকাইল গুহ্য অন্তরালে । হেরি তাহা,  
অহুসার আর তার না করি তখন ।  
নিজ মনোভাবে বুঝি চিন্তগতি তার,  
নিভৃতে ব্যাপ্ত ছিল প্রাণের চিন্তায় ।  
চলিলাম অন্তদিকে, তিনিও তখন  
স্বইচ্ছায় গেলা চলি অন্ত কোনো পথে ।

মন্তাগো । আরো অন্ত বহু দিন একরূপে প্রভাতে  
অনেকে দেখেছে তারে ভ্রমিতে সেখায়,

মিশাইয়া নেত্রাসার প্রভাত নীহারে,  
 সুদীর্ঘ নিশাসধমে করি গাঢ়তর  
 প্রভাতী নীরদমালা ; কিন্তু সূর্য্য বেই—  
 অগত প্রফুল্লকর কর প্রসারিয়া  
 উষার পালক হ'তে সরাইয়া দেন  
 চাক্ষুষ্য প্রাবরণ তাঁর, তখনি সে  
 গৃহমুখ হয় পুনঃ ত্যজিয়া আলোক ;  
 ধীরগতি প্রবেশে মন্দিরে আপনার ;  
 রুদ্ধদ্বার থাকে সারা দিন ; বাতায়ন-  
 দ্বার রুদ্ধ, গবাক্স সকলি রুদ্ধপথ,  
 রজনীর ভ্রমসার আঁধারি দিবস ।  
 ইথে বুঝি ছদি তার আচ্ছন্ন ভিমিরে  
 ছুশিক্ষা হতাসে কোনো ; হিত উপদেশে  
 এখন না পারি যদি নিবারিতে তার,  
 বিবমর ফল হবে শেষে ।

বেহু ।

হেতু এর

জানেন কি কিছু ?

মস্তাগো ।

জানি নাই, জানিতেও

পারি নাই কেন সে এমন ।

বেহু ।

আপনি কি

ক'রেছেন চেষ্টা জানিবার ?

মস্তাগো ।

নিশে আমি

করেছি কতই চেষ্টা, করেছে হৃদয়ে

কত বহু অহুযোগ, কিন্তু সে আপনি



মন্ত্রদাতা আপনার, হৃদয়ের কথা  
 খোলে না কাহারো কাছে, গোপনে আপন  
 মনে রাখে লুকাইয়া, থাকে মোনভাবে ।  
 যথা কীটদংশ হ'লে কুম্ভ-কলিকা  
 ফোটে না—খোলে না পাতা, না ছাড় সৌরভ  
 সমীরণ কোলে আর, না উৎসর্গে  
 আর তার সৌন্দর্য্যমাধুরী সূর্য্যকরে ।  
 পারো যদি জানিবারে কেন সে এমন,  
 কি হুঃখে হৃদয় তার এত জরজর,  
 যত্নে তবে দেখি প্রতিকার ।

বেহু ।

অই যে সে !

অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ এবে দাঁড়ান সকলে ।  
 নিশ্চয় জানিব আজ কেন মনোভার,  
 নহিলে সে নহে মোর—আমি নহি তার ।

মস্তাগো ।

পারো তো বড়ই ভাল।—এসো-হে এখন,  
 হেথা আর থাকা নয়, চলো, সরে যাই ।

( নিবৃত্ত । )

রোমিওর প্রবেশ ।

বেহু । প্রাতঃ নমস্কার ।

রো ।

সে কি, এখনও সকাল ?

বেহু । এই তো ন'টা ।

রো ।

হবে ! দিন, হুঃখীর ত যার না ।—

কে গেলো হে, অতো তাড়াতাড়ি,—বাবা বুঝি ?

বেহু। হ্যাঁ রোমিও, কিসে হুঃখ এতোই তোমার,  
দিন যে আর যায় না ?

রো।                      তা না পেয়ে, যার  
দিন শীঘ্র যেতো।

বেহু।                      পিরীতের একা নাকি ?

রো।—ঠিক্‌রে গেছে ভাই!

বেহু ।                      ফের কেন আন না টেনে ;

যো। সে যে রাজী নয় !

বেদু।                      সে কি, তাও কখনো হয় ?  
দেখতে কোমল প্রণয়, ~~এই~~ ভেতর কড়া তার !  
তবে কি কাঠের পুঁতুল ?

আবু ভাই, সে ঠাকুরটা

একে কাণা, তার অনন্য, তাতে বজগতি,

তবু ইচ্ছা যে পথে তাতেই নিয়ে যাব।

মধ্যাহ্ন কোথায় হবে ?—একি কাণ্ড হেথা !

কিসের এ রক্তপাত ? কি বিগ্রহ হেন ?

না না, আর হবে না বলিতে তার—জানি

সে সকলি। হায়, এ কি প্রেমের উদ্যান ?

হিংসার মশান এ যে প্রেতের মশান !

অহো ! প্রেম হিংসাময়, তুইই কি আঁরাধা ?

କଳହୀ ଅମର, ଓରେ, ଅମରୀ କଳହ

তুইই হৃদয়ের ধন ? তুই যে অসাধ্য ?

अग्नि शूद्र चित्तवेग आकाशं उद्धृत

ଅଗ୍ନି, ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ଭବ ସୁଖଭାରସୁତ !

অগ্নি, মনোমরীচিকা সত্যের স্বরূপ !  
 তন্মাম তন্মাম বাজ—প্রাণের বিজ্ঞপ !  
 অগঠিত আবর্জনা স্মৃতি দর্শন !  
 শীশার লবু কার্পাস, ধূমের জলন !  
 শীতায়ি, সুস্বাস্য রুখ, নিজাজাগরণ !  
 নহে তাহা দৃষ্ট বাহা—অঘট-ঘটন !  
 এই প্রেমে মজে আমি প্রেমিক হয়েছি ?  
 না চাহি সে ছদ্ম ছিল কহিহু সঠিক ।—  
 হাঁস্চ না যে বড় !

বেহু ।                      হাঁস্চ কি হে, কারা পাছে ।

রো ।      কারা কেন ?

বেহু ।                      দেখে তোর প্রাণের বাতনা !

রো ।      বেহুবল, প্রণয়ের দোষই এই জেনো,  
 নিজ প্রাণে যতক্ষণ লুকাইয়ে রয়,  
 ততক্ষণ তারপ্রস্তু নিজেরই হৃদয় ;  
 সে হৃৎখের ভাগী যদি অন্ত কেহ হয়  
 চাপের উপরে চাপে—সে খেদ ছড়ায় !  
 আমার ব্যথার তুমি ব্যথিত যে হলে,  
 শতগুণ হৃৎখ মম বাড়াইয়া দিলে ।  
 প্রণয়-ধূঁয়ার সম শোকের নিখাসে  
 আরো গাঢ়তর হয়,—যুচাও সে খাসে—  
 তখন প্রণয় ধ'রে উজ্জল বরণ  
 প্রণয়ী নয়নে জলে দীপ্ত-হতাসন ।

কিবা যদি অবরোধে উচ্ছ্বাসিত হয়,  
 প্রেমীর নরনরীয়ে পারাবার বর !  
 ধীরের ক্ষিপ্ততা প্রেম, বিষ-কণ্ঠরোধী,  
 অথবা জীবনপ্রদ মধুর ঔষধি !

প্রণয় ইহারি নাম—আসি হে এখন্ ।

বেহু । ধীরে হে, আমিও সঙ্গে করিব গমন,  
 রোমিও, যে ফেলে যাও, কি দোষ এমন ?  
 রো । রোমিও কে ? কোথায় সে ?—আমি তো সে নই !  
 দেখো গে কোথা সে এবে ক’রে হই হই ।

বেহু । বল ভাই, এ খেদ কেন ? কারে ভালবাসো ?

রো । কারে ভালবাসি ?—তবে বলি রসো রসো ।  
 বলতে ত পারি না, ভাই, কান্না পায় খালি ;—  
 হা হতোশ্ শুন্তে চাও—বলো, তাই বলি ।

বেহু । হা হতোশ্ কেন ভাই, বলোনা সে কে ?

রো । উইল্ কন্তে বলা যেমন মুমূর্ষে, সহসা—  
 যেমন কঠোর তার কাণে সেই ভাবা—  
 আমাকেও তেমনি হে, সে নাম জিজ্ঞাসা ।  
 শুনবে তবে,—সে একটা কামিনী ।

বেহু । আগেই

এঁচেছি তাতো—বলেছি—প্রেম বধনি ।

রো । বেহুবল, সাবাস্ তোকে, বলিহারি মাই ।

তীরন্দার বটে তুই ! জিজ্ঞাসি এখন্

বুঝে কি পেরেছ—সে হুন্দরী কেমন ?

রো । সে আর কঠিন কিহে ?—আমার রোমিও

স্তন্যর যেমন, সেও স্তন্যরী তেমন ।  
 এ কি আর বুঝতে বাকি,—পড়েই ত আছে ।  
 রো । এ তাগ্ লাগেনা ভাই, তীর হ'ঠে গেছে !  
 অন্তের সমান তারে ভেবোনা কখনো ।  
 মন্থ-বাণের লক্ষ্য নহে সে রমণী,  
 হার মানে তার কাছে কন্দর্প আপনি ।  
 গার্গীর সমান বুদ্ধি, শকুন্তলা সমা,  
 মধুরভাষিণী বামা, সাধবী শুদ্ধমতি,  
 সতীত্ব-কবচে ঢাকা সে চাক-মুগ্ধতি !  
 অন্তের ফুলশরে অক্ষত সে দেহ,  
 অবশে না দেয় স্থান প্রেম-নাগ সেহ,  
 প্রণয়-কটাক্ষে প্রতি-কটাক্ষ না হানে,  
 মূনিমনোলোভা স্বর্ণ ঠেলে লোষ্ট্র জানে !  
 রূপে ধনী বড় ধনী,—দরিদ্র বিচারি,  
 মরিলে সে ধনে কেহ নহে অধিকারী ।  
 বেহু । তবে কি চিরকৌমার্য্য প্রতিজ্ঞা তাহার ?  
 রো । সে পণ করেছে সত্য, কিন্তু কল তার—  
 বৃথায় হইবে নষ্ট এ সৌন্দর্য্য তার ।  
 সৌন্দর্য্য ধনের যদি না থাকে দায়াদ  
 কৃপণের দীনতা সে সন্ধারে বিবাদ ।  
 যেমন স্তন্যরী ধনী তেমনি প্রবীনা—  
 বুঝিতে পারিবে পরে বৃথা এ কল্পনা !  
 বুঝিবে তখন—মোরে এ নৈরাশ্রে কেলে  
 স্থখী সে হবে না কভু প্রেমে পারে ঠেলে !

কি দারুণ পণ ! আশে দিবে না সে স্থান  
 প্রণয়ের মোহসুখ !—ভাই, মৃত্যুবাণ  
 সেই পণ ছদরে আমার ! শুনুলে তো হে  
 আমার সে প্রণব আখ্যান ?

বহু ।

ভোলো তারে,

কথা রাখো মোর ।

রা ।

ভাই, ভুলিব কেমনে,

পরা দেখাইয়া দাও—স্বতি প্রকালনে  
 শক্তি নাই !

বেহু ।

হেরো আরো সুরূপা মলনা,

রূপে তার তুলনা করিয়া তুলা ধরি ।

রো ।

সে তুলনা হ'লে পরে সেই জরী হবে ।

যতই খুঁজিব, হার ! যতই দেখিব,

নিরূপমা ব'লে মনে তারেই মানিব !

কি সুখী রমণীমুখ-অবগুষ্ঠ যত,

পরশি চাক ললাট সুখ ভুঞ্জে কত !

বরণে দেখিতে কালো অবগুষ্ঠ চর,

লুকাইয়া রাখে কিন্তু চন্দের ছটার ।

প্রকান্তে যে দেখে তার দৃষ্টি হয় হারা,

ভুলিতে কি পারে সে—যে হয় দৃষ্টিহারা ?

পরমারূপসী নারী হেরিলে নয়ন,

খোঁজে কি সে তা হ'তে রূপসী কোন্ জন ?

সৌন্দর্য্য দর্শনে, হার ! এই যদি ফল,

ধাক্কু গুষ্ঠনে ঢাকা সে চাককমল !

এখন বিদায় হই ;—তুমি পারিবে না  
 শিখাইতে জুলিবারে হৃদয়বাতনা ।  
 বেহু । প্রণয় পাঠের শুরু আমি তব হব,  
 সে শিক্ষা শিখাবো—নয় চিরঞ্জী রব ।

( উভয়ের প্রস্থান )

## ১ম অঙ্ক ।—২য় দৃশ্য ।

( বরুণা নগর । )

কপলত-বয়স্ক ও পারশের প্রবেশ ।

পারশ । মহাশয়, কি আদেশ করিলেন তিনি—  
 আর্ধ্য কপলত মহোদয়—আমার সে  
 প্রার্থনার ? তিনি কি সম্ভবত কষ্টাদানে ?  
 সে এসঙ্গে কোনো কথাই হয়েছিল কি ?

ক-বয়স্ক । অনেক অনেক বার, পারশ, সে কথা  
 হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, শেষ উক্তি তাঁর  
 বলি শুনো অবিকল তাঁহারই কথায়—  
 “বালিকা এখনও কষ্টা, জানে না সে কিছু  
 স্বীতি নীতি সংসারের ; হয় নি বয়স  
 আরো পূর্ণ চতুর্দশ ; বাউক আগ্রহ  
 কেন্দ্র শরভের কাল আরো ছুইবার

দেখারে গৌরব তার পন্নবকুহনে,  
তখন বিবাহযোগ্য হবে কস্তা মম—  
সম্পূর্ণ যৌবন লভি,—তখন সে কথা ।”  
পারশ । তার চেয়ে ছোট ছোট কত বে বালিকা  
হইতেছে ঘরে ঘরে পুত্রপ্রসবিনী !

ক-বরশ । সে তর্ক করিতে কি হে ছেড়েছিলাম আমি ;  
তাহার উত্তর তাঁর—“সে সব বালিকা  
তেমতি শুকায়ে গেছে—যথা শুকলতা ।  
একমাত্র আছে সেই, গেছে আর সব  
আশার আশ্রয় মম, সেই কস্তাধন  
আছে মাত্র ধরাভলে ! পারশেরে ব’লো;  
প্রেমভিক্ষা করে তার কাছে, পারে যদি  
সম্মতি লভিতে তার, আমিও সম্মত ;  
আমার সম্মতি তার রুচিরই কিঙ্কর ।  
সে যদি সম্মত হয়, কেনো সে সম্মতি  
আমার স্বীকার বাক্য স্থির হুনিচ্চর ”

পারশ । যথা আজ্ঞা তাঁর ।

ক-বরশ ।

আর এক অহুরোধ

আছে হে তাঁহার শোনো—আজ নিশাকালে  
হবে নিকেতনে তাঁর, চিরপ্রথা মত  
বসন্ত-উৎসব-ক্রীড়া ; বহুজন তার,  
প্রিয়তম তাঁহার বান্ধব বন্ধু-বান্ধব,  
হবে নিমন্ত্রিত সবে ;—তাঁর অহুরোধ  
একান্ত আগ্রহ সহ বলেন আমার—



তোমাকে নিশিতে আজ আসিতে হইবে ।  
 আনন্দবাজার তাঁর তবে পূর্ণ হবে ।  
 এসো ভাই, ইহাতে আমারও অনুরোধ,  
 ঠেলো না এ ব্রিমজ্ঞ রেখো মোর কথা ।  
 সে সুহর্ষে আজ নিশি দেখো কত নব  
 নক্ষত্র উদয় হবে নিশিতমঃহর,  
 ক্রিতি স্পর্শ করি চারু চরণপন্নবে,  
 পালাবে তখন তমোরাশি, বধা ধঞ্জ  
 হেমন্ত পালার দূরে বসন্তে নিরখি ।  
 তখন, যেমন সুখী যৌবন প্রমোদে  
 যুবকযুবতিগণ, আজ নিশি সেখা  
 তেজতি আনন্দ তুমি ভুঞ্জিবে অবোধে  
 উৎফুল্লকামিনীকুল-কুলদল মাঝে ।  
 দেখো সবে,—তনো সবে—এক্ এক্ করি,  
 সকল হইতে যেবা গুণে গরীয়সী  
 হৃদয় আকাশে তুলে লৈও সেই শশী ।  
 অনেকে অনেক রূপ গুণ নেহারিবে,  
 হৃদয়ে ধরিতে শুধু একটাই পাবে ।  
 এসো ভাই একান্তই অনুরোধ মম ।

( পার্শ্ব ও কপলত-বরত নিঃসৃত । )

একখানা কাগজ হাতে একজন হরকরার প্রবেশ ।

হর । না, দিকি, যার যার নাম লেখা, তাকে খুঁজে বেঁ  
 য়ো ।—সকলের কাজেরই একটা ধরাবাঁধা আছে,—মুচি

হাজ্ গজকাটা নিরে, দর্জির কাজ্ কাঠের ছাঁচে, জেলের কাজ্  
হুলিতে—আর পটোর কাজ্ কাটা জানে;—কিন্তু আমার  
হাজ্, তাদের খুঁজে বের করা, যাদের নাম এইতে লেখা।—  
গা আক্কাটা আকুঁরে বেটা কি যে আচ্ড়েচে, মাথামুণ্ড কিছুই  
তার ঠিক কর্তে পাচ্চিনে। দেখি, একজন লিখিয়েপড়িয়েকে  
জিগণ্ডস্তে হলো ।

(এ দিক ও দিক পরিভ্রমণ)

রোমিও ও বৈশুবলের প্রবেশ।

বৈশু । কেপ্লে না কি ?

রোমি । কেপিনি, কিন্তু হেরাহেরি।—পাগুলাগারদে পূরে  
সপাসপ্ বেত্ লাগালে যে আলা, সে এর কাছে কোথা লাগে ?  
এই বেলা সরি।—বৈশুবল, নমস্কার ।

হর । বাবুজি, তুমি লেখাটেকা পড়তে পারো ?

রো । হাঁ, আমার হৃৎকর দশা বিবেচনা করে কপালকুটী  
কতক্ মতক্ বুঝতে পারি ।

হর । হ'তে পারে সেটা মুখস্থ আছে । বলি লেখা পড়া  
শিখেছ ?—হাতের লেখা পড়তে পারো ?

রো । হ্যাঁ খুব পারি—বদি সে ভাবাটা—আর তার অক্ষর-  
ক'টা জানা থাকে ।

হর । সুখে থাকো বাবু,—বেঁচে বসে থাক—ঠিক কথাই  
বলেচ ।

রো । নারে না—দাঁড়া, দে কাগজ্ খানা—(কাগজ লইয়া  
পাঠ) মহামহিম মাথার-পালক্ স্তব্ধ মহারাজ মুলুক্কা, অবর-

দত্ত সবলোট বাহাহুর, মহামান্ত গোলাম-গাধা, রাজাবাহা  
 চান-দেহেনা, রায়বাহাহুর জরজরকার, রায়বাহাহুর ঢালা  
 চোত, মীরমুর্দা হুজুরঠাণ্ডা, খাঁ বাহাহুর খগরদেহেনা, অ  
 রেবেল্ হাজিরবন্দা, মহামহোপাধ্যায় চাটুসক, বখাবোগা কপা  
 মন্দ ও মহিমাবর কপিলত, কান্তকর মর্তোগো, কল্যানীর মরক  
 চিরজীবী তৈবল, আরো—আরো ।

( কাগজ ক্রাইয়া দিয়া )

এ তো অনেকগুলি ভদ্র ভদ্র লোকের নাম দেখ্‌চি ।  
 কার বাড়ী নিমন্ত্রণ হে ?

হর । আমাদের বাড়ী ।

রো । তোমাদের ত বটে, তবু কে সে ?

হর । আমার মনিব মোশর ।

রো । তাইতো, আগেই সেটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল ।

হর । তা নাই ক'লে জিজ্ঞাসা, আমিই বল্‌চি । আমা  
 মনিব মহা ধনাড্ডা কপলত মহাশয় ।—তুমি মোস্তাগোদলে  
 কেউ যদি না হও ত বেইও, লুচিমোণ্ডা একপেট খেয়ে বেঁ  
 পারবে—ঢালাও জিনিস—দেদার দে—দেদার দে—খেয়ে কুরো  
 কে ? বাবুজী এখন আসি, স্নুখে থাকো ।

( হরকরা নিষ্কান্ত )

বেহু । রোমিও, আজ বে'ও হে, ভারী পক্ষ সেধা ।

বসন্ত-উৎসব পর্ক বহুদিন হ'তে

হর কপলত গৃহে মহা আড়ম্বরে—

আনন্দ-বাজার আজ বসিবে সেখানে ।

আগিবে কতই সেধা সুরূপা সূন্দরী,

বরণার সুবিখ্যাত মহিলা মণ্ডলী  
বিরাজিবে সেখা আজ্ বেষত্ববা পরি ।  
অরঞ্জিত চক্ষে চেয়ে দেখে সে সবারে  
দেখাব বাদেব আশ্রি—দেখে, মোহ যাবে ।  
তার পর মনে মনে করিও বিচার,  
তাদের তুলনা ধরি. প্রেরসী তোমার  
কোথা দূরে পড়ে রবে বৃথিবে তখন ।  
রাজহংসী সম তব চিত্ত সরোবরে  
খেলায় যে—কণিকে সে দেখাবে বারসী !

রোমিও ।

সত্যের আকর মম এই নেত্রভারা,  
হেন মিথ্যা তাহে যদি কভু ব্যক্ত হয়,  
তবে অশ্রুধারা—এতদিন বহে বাহা  
ধারার আকারে, অধিক্রমে যেন শেষে  
প্রবেশে হৃদয়ে মম চিত্ত মনঃ দহি ।  
অশ্রুস্রোতে এত কাল ডোবে নাই বাহা,  
সে তারা অনল তাপে দগ্ধ যেন হয় ।  
প্রিয়া হ'তে নারীকুলে গরীয়সী কেহ  
থাকে যদি, এ ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিতের মাঝে,  
কিবা সর্বদর্শী স্বর্বা না দেখেছে বাহা—  
তা হলে এ নেত্রভারা যেন ধসে বাহা !

বেহু ।

মিছা ও বড়াই !—কাছে ছিল না ত কেহ  
পরমা সুন্দরী, তাই মনে করো তারে  
তাহারি তুলনা নিজে সেই ; কিন্তু আজি  
নিশাকালে দেখাবো তোমার যে ক'জন,

তাঁদের তুলনা করে তুলা যদি ধরো,  
 নিরুপমা মনে ক'রে ভাবিছ বাহার,  
 তখন ভাবিবে কেন ভাল বলি তার !  
 রো । চলো, সঙ্গে যাবো তব—মিছা এ বড়াই—  
 আমার প্রিয়তম সখা নারী আর নাই ;  
 যে রূপ দেখিয়া সখা পোড়ে এ নয়ন  
 সেইরূপই দেখে ফিরে যুড়াবে এখন ।

( উভয়ে নিকৃষ্ট )

## ১ম অঙ্ক ।—৩য় দৃশ্য ।

( কপলতের বাটীর একখণ্ড । )

কপলত-জননী ও খাত্তীর প্রবেশ ।

ক-জননী । নাতনী কোথা গ্যা ?—ভেকে দে ।

খাই । আমার মাথার দিক্বি, কর্তামা, এমন মেয়ে আর  
 হবে না । কেমন ঠাণ্ডা—কেমন বীর—বেন পোষা পাখিটা  
 চোদ্দ বছর বয়েন্ হ'তে গেলো, এখনো বেন আমার হুকুমে  
 চলে ।—তাই ত, কোথা গেলো ?—আহা ঠাকুর দেবতার  
 বাঁচিয়ে রেখো ।—ওমা জুলিয়ে, কোথা গেলি গা ?

জুলিয়েতের প্রবেশ ।

জু। কেও ডাকে ?

ধা। তোমার ঠাকুর মা ডাকছেন।

জু। কেনো ঠান্দিদি, এই যে আমি এখানে।—কি বল্‌চো ?

ক-জননী। বল্‌চি কি,—ধাই, একবার তুই সম্‌ তো, আমার আড়ালে গোটা হুই কথা কই।—না, ধাই, আর কিরে আর। এ কথা তোমো শোনা দরকার।—জানিস্‌ তো, নাত-  
নীর আমার বয়েস্‌ হয়েচে।

ধাই। ওর বয়েস্‌ আমি আর জানিনে ? আমি চুলচিরে হিসেব করে দিন ক্যাণ পল্‌ পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি।—ওর নাড়ী নক্সোর, কি না জানি।

ক-জননী। চোদ্দ পেরইয়েচে—কি ?

ধাই। ওমা ! সে কি গো—কোথা যাবো গো—চোদ্দ পেরইয়েচে কি ?—সে আবার কি কথা—আমার আরো চোদ্দটা দাঁত কেন পড়ে থাক্‌ না—( স্বগত ।—চাট্টে বই আর নেই কিন্তু )—আহা জুলির আবার বয়েস্‌—শিবচতুর্দশী কবে ?

ক-জননী। এই গোনের দিনের ওপর আর ক'দিন নাকি বাকি আছে।

ধাই। বাট্—বাট্—বেঁচে থাক্‌, সেই শিবচতুর্দশীর দিন ওর চোদ্দ পূর্বে।—আহা, আমার হৃসোর বেঁচে থাক্‌লে সেও ওয় বয়স্‌ পেতো !—পোড়া মুখো বম কি তা রেখেচে ? আমার হৃসোর আর ও, একদিনের ছোট বড়ো গো।—সে দিন কি

ভোলবার গা ! ওগো এই শিবচতুর্দশীর দিনে ওর চোদ ব' পুরবে । আহা, ভূঁইকম্প গেছে আজ বারো বছোর হুঁ হুঁ জুলিয়ে ত তখন সবে এই মাই ছেড়েচে,—সে কি ভোলবার দি গা—কত্না মা, আমার বেশ মনে হচ্ছে, আমি মেইয়ের বোঁটা নিমের পেলেগ্ দিগে পুকুর পাড়ে বসে রোদ পুউচ্চি—ক' তখন বিদেশে হাওরা থাকেন—আমার কি তেমনি ভোলা মন ত্না—তা কি বল্চিহু—হ্যাঁ বটে বটে, পুকুর পাড়ে বসে ক্রো পোরাক্ছিহু, এমন্ সমর জুলি বেই কাচে এসে মাইটা ধ'রে মুড় পুরেচে, অমনি ধু ধু করে হুহাত দিগে মাইটা ঠেলে ফেলে এ মুখটা এমনি বিকট সিকট কন্তে লাগলো বে, দেখে আঁ হেসেই খুন । এমন্ সমর হঠাৎ কাছের সেই পাররার টোং, হুঁদাড়্ হুঁদাড়্ করে নড়ে উঠলো—তার নীচেই বসে আমি— আর সবাই পালাও পালাও কন্তে কন্তে কে কোথায় ছুটলো তার ঠিকানা নাই ।—সে হলো আজ বারো বছর । জুলি তখন একলাই ছুটোছুটি কন্তে পাঁত্তো । নানা, বালাই—পড়ে পড়ে হয়ে ছপা চারুপা হাঁটুতে পাঁত্তো । আহা, বাছা তার আগের দি এমনি মুখ ধুবে পড়ে গিছলো বে, কপালটা একবারে খেঁতো মেতো—হয়ে গিছলো । আহা, বাট্ বাট্—বাছা আমার ক' কান্নাই কাঁদলে গো ; কিন্তু তখনি আমার বুড়ো কত্নাটা—লোকটা বড় রসিক ছিলো গো—বুকে না তুলে নিয়ে কত আদা রই কলে । কত রসিকতাই কন্তে লাগলো—আর মাঝে মাঝে “বিবিজান্ আমাকে মনে ধরে কি” বলে দ্বিগুন্তে লাগলো ।— কি অভাগিয়া মা, মেয়েটা তাতে বলে কি না—“হু” ।

ক-জননী ।—ও ধাই একটু থামনা—চের্ বকেচিস্ মা ।

ধাই।—গিন্নি মা খাম্‌চি—খাম্‌চি, হাসি রাখতে পাচ্চিনে  
যে, ওগো সে কথাটা বেই মনে পড়ে, অমনি বেন হাসিতে  
ক্লিট্টা ফুলে ওঠে। হাঁ! গা কি নজ্জার কথা—মেরেটা আদো  
আদো করে কেবল উঁ আঁ কতে পাত্তো—তা সেই বুলিতেই  
রল্লো কিনা—“উঁ”। ওমা—কোথা যাবো!

ক-জননী। একটীবার খাম্‌, ধাই,—একটীবার খাম্‌।

ধাই। এই নেও—আমি খাম্‌লুম্‌!—এখন ঠাকুর দেবতার  
আলীক্সাদে বেঁচে বহে থাক্‌। কিন্তু বাবু অনেক ছেলে মাহুব  
করেছি, এমনটী আর চখে পড়েনি—এমন কুটকুটে চাঁদের  
কণাটী আর কখনো দেখতে আসেনি।—বাট্‌ বাট্‌—মা বটী  
বাঁচিয়ে রাখো!—এখন ওর বেটা বেটী দেখে মতে পাল্লোই  
আমার সকল সাধ মেটে।

ক-জননী।—ও ধাই, আমি সেই কথাই বলতে এসেছি।  
জুলি!—এখন তোর মনের ভাবটা ভেঙ্গে বল দেখি।

জু। ঠান্‌দিনি, এ তো ভারী সম্মানের কথা! কিন্তু এ কথা  
একদিনও ত আমি শ্রব্ণেও ভাবিনি।

ধা। ওমা, বলে কি!—সম্মানের কথা কিগো? ও জুলিয়ে,  
তুই ত আমার হৃৎ খেয়েই মাহুব হয়েছিন্—তুই এ বুড়ুমি  
শিখলি কোথা?

ক-জননী। তা, বাই হোক্‌ দিদি, এখন তো সে কথাই  
ভাবতে হবে। এই বরণালহরে কত বড় বড় পুরস্কারে তোমার  
চেয়েও কত ছোটো ছোটো মেরেদের কবে যে হয়ে গৈছে—এখন  
ভারা সব খোকার মা, আর দিদি তুমি এখনও আইবুড়ো!—  
তা সে সব থাক্‌, এখন সাহসিখে একটা কথার জবাব দেও



দেখি,—এক কথাতেই বলি—পারশ তোমাকে বিবাহ ক’রে  
 চায়, তুমি তাতে কি বলো,—তাকে মনে ধরে কি?—পারশ  
 ছেলে অতি ভাল, সর্বগুণের আধার বলেই হয় ।

ধাই । পারশ!—পারশ বে কত্তে চায়?—এ যে বড়  
 ভাগ্যিগির কথা! সমস্ত পিন্ধিবীটা খুঁজলেও তার বে যোড়  
 মেলা তার । ও মেয়ে, তোর বড় ভাগ্যি—বড় ভাগ্যি গো  
 জা দ্যাখ্, দেখতে বেন ঠিক একটা মোমের পুতুল—মোমে  
 পুতুল গো ।

ক-জননী । বরগার বসন্তে কোটে না হেন ফুল !

ধা । তা, ফুলই ভাল!—আহা বেন একটা কোটা ফুল ।

ক-জননী । কি বলো, তারে কি তোর মন নিতে চায় ?

দেখিস্, কি সুপুরুষ, আজ নিশাকালে ।

প্রফুল্লবোবন দেহে চল চল চলে ;

সে দেহ—তুলিতে বেন আঁকিয়া তুলেছে !

নাক্ মুখ চোখ ভুরু পটে বেন লেখা,

প্রতি অবরবে তার লাবণ্যের রেখা ।

বদন রেখার ভাব বা না কোটে ভাল,

নয়ন ছটার তার করেছে উজল ।

হৃদয় পুস্তকখানি সোণার মলাটে

বাধালে, অধিক আরো শোভা তার ঘটে ;

সেইরূপ তারে যদি তুমি পতি করো,

শোভাতে শোভা মিশিলে শোভা হ’বে আরো !

তাহার গুণের ছটা তোমাতে ভাতিবে,

তোমার বে শোভা, তাহা তোমারই থাকিবে ;

তাই বলি পারশেরে করো আপনার ।

চুপ্ ক'রে যে,—বলনা কি—পারবে দিতে হার ?

জু। পারি কি না দেখি আগে,—দেখে, ভালবাসা

হয় যদি হলো তবে । কিন্তু তাও বলি—

সইছার সে দিকে না কটাকট হেলি ।

চাকরাণী । ও গিরি মাঠাকরণ—একবার হেথা এসো,

নিমন্তরে মেয়েরা সবাই এসে গেছে ; আগুন পাতা পাত্ পাতা

সকলি হয়েছে ; মা ঠাকরণ তোমার তরে ছট্ কট্ কন্তেছে ;

আর ভাঁড়ারী মিন্লে ধাইকে গাল মন পেড়ে বাড়ী কাটিয়ে

দিচ্ছে । ও গো বড্ড তাড়াতাড়ি—দাঁড়াতে পাচ্চিনে আর—

এসো নীগ্গির করে ।

ক-জননী । বা বল্গে বা আরয়া এলুম ব'লে ।

( চাকরাণী নিদ্রান্ত । )

ও নাতনি—সেই অরি আঁটা কাঁচুলিটা পরে নেনা ।

ধাই । বা মা, বা, প'রে আর ।—আহা, সুখের নিশি সুখেই

পোহার যেন ।

( সকলে নিদ্রান্ত । )

## ১ম অঙ্ক—৪র্থ দৃশ্য ।

বরুণা নগরের রাজপথ ।

( নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে একদল বাউল ও সেই সঙ্গে )

রোমিও, মরকেশ ও বেগুবলের প্রবেশ ।

রোমিও । ভাই, একটা মশাল দেও, ভাই নিয়ে যাই,  
মনটা বড় বিগড়ে আছে, নাচগাওনার নাই ।

মর । ভাই তো বটে, সেজাৎ আমার ! সেটা হবে নাই,  
যুগযুগ হুপূর পারে দিয়ে নাচন্ পাওন চাই ;—  
এই দাড়ি গোঁপ মুকোন্ পরো—একতারা বাজাও ।

রো । না, ভাই, সত্য বল্‌চি—বুকে পাখন্ বেন চাপা,  
হাত্‌ পা বেন বাঁধা সব—একগাও সঙ্গে না ।

মর । প্রেমমত্রে সিদ্ধ তুমি কামের কর সাধনা,  
মত্‌ পড়ে ডানা নেড়ে উড়ে কেন বাওনা ?

রো । প্রেমে অঙ্গ জরজর থরথর কাঁপে—  
ডানার ভন্‌ দিতে গেলে পড়ে বাবো পাঁকে ।  
কাণে কাণে ডুবে আছি, আরো দিলে চাপ,  
তল্‌ইরে বাবো রসাতলে বন্দ হবে হাঁপ ।

মর । প্রেম্‌ কি এতো ভারী নাকি ? আমার ছিল জানা,  
খুব্‌ হাল্‌কা পাত্‌লা প্রেম বেন পরাগ পানা ।

রো । প্রেম কি কোমল ভাই ? ঠেকে শিখে জানি  
যেমন কঠিন প্রেম নীরস ভেমনি ।

উৎকট প্রেমের রোগ ভুগেছে যে জন  
সেই জানে প্রণয়ের কণ্টক কেমন ।

মর । প্রেম যদি কড়া হয়—তুমিও কড়া হও,  
কণ্টক ফুটার প্রেম—তুমিও ফুটাও,  
তা হলেই প্রেম কেনো হবে পরাজয় ।—  
দেও তো মুকোস্ একটা মুকটা ঢেকেনি ।

( মুকোস্ পরণ )

আর কারে বা ভয় —মুখে মুক্ দি'ছি ঢাকা,  
লজ্জা সরম্ ভরম্ বত এতেই পলাতকা ।

বেহু । যে যতো পারিস্ এখন্ তাকা আঁকা বাঁকা ।  
এই যে কটক্—ওহে শীগ্গির ঢুকে পড়ো,  
ভিতরে ঢুকিয়ে পরে সব হৈও জড় ।

রো । ওহে, আমার ছেড়ে দেও, কেনো গোবধ্ করো !  
না হয়—এ বেশ ছেড়ে ভদ্রলোকের মত  
যাচ্চি চলো একলা আমি—কিন্তু বাউলে সাথে  
এমন্ করে পারব্ নাকো ভিতরে সঁধুতে ।

( বলতে বলতে ভিড়ের ঠেলার কটক পার )

মর । জঁস্ ! এ যে ভারী ভিড়্—এই বেলা বাই সরে ।  
মাব্দরিয়া—বেগোন পাড়ি—বাতাস্ জোরে চলে,  
মাজির্ পোলা হাল্ ছেড়েনে আলা আলা বলে  
প্রেম করেছে, ডুব্জল্ দেখে এখন কেন্ ভয় ?  
পাতাল্ কত দূরে দেখো—বলো প্রেমের জয় ।—  
আমলো বা, কি কচে সব—জুড়ে দেব না কেন ।

- রো। ভাই, মন কিছুতেই সন্মতে না আমার।
- মর। কেন, শুনি বলো, দেখি কারণটা কি তার ?
- রো। রেতে একটা স্বপন দেখে মনটা আছে তার।
- মর। স্বপন্ তো আমিও দেখেছি।
- রো। কি স্বপন্ তোমার ?
- মর। স্বপন্ আবার কি ? স্বপন্ তো ঝুটোই সব।
- রো। না হে না, মিছে নয় যদি নিশি ভোরে  
স্বপ্ন দেখো নাক্ ডাকিয়ে আধা ঘুমের ঘোরে।
- মর। কাল রাত্রে তবে তোমার “খুদেগিল্লি” ধরে।
- রো। বাও বাও, আর কাজ্জনি অতো রক্ত করে।
- মর। না রোমিও, সত্যি বল্চি—আমার শোনা আছে  
বড় বড় দাড়িওয়ালো মোল্লা কাজির কাছে।  
বালখিল্য পরি একজাত থাকে মধ্যাকাশে ;  
রাত্রি দিন খেলা করে বাতাসে বাতাসে।  
সন্ধ্যাকালে—ভোর-রেতে শিশির-ভেজা মাঠে—  
কচি কচি ঘাসের উপর ডোরা ডোরা কেটে—  
হাতে হাতে ধরাধরি দলে দলে মিশে  
ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা বড়ই ভাল বাসে।  
আঙ্গুলের পর্ক মত ক্ষুদে ক্ষুদে তারা,  
কৌতুক করিতে ধরে কতই চেহারা।  
কখনও বা কুঁড়ী ফুলের পোকাটা যেমন  
হল ক’রে দেখা দেয় তাহারি মতন,  
কিবা ভূঁড়ে জমীদারের আংটা শোভা-কর  
চুলের মতন ক্ষুদে যেমন নামের অক্ষর

তেমনি ধারা হয় কখনো !—কিন্তু এখনকার  
 বন্ধ বিবির শিথির যথা টিপের বাহার ।  
 তাদের রাগী “খুদেগিন্নি” চড়ে দিব্য যান,  
 মশকের চৌ ঘুড়িতে চলে সে বিমান,  
 টাদের কিরণে তাদের হৃদয় কেঁটন,  
 রথের কাটামো তাঁর আঁসফলের খোলা,  
 মাকড়সার ঠ্যাঙ্গে চাকার পুটে গুলি খাসা,  
 গন্ধাকড়িদের ডানা রথের ছাপোর,  
 মাকড়সা জালের সূতো ঘোড়া ঘোড়া ডোর,  
 উইচিংড়ীর সুরো তার ঘোড়ার চাবুক ;—  
 কেমন বিমান থানি ভাবো হে ভাবুক !  
 “খুদেগিন্নি” হাসি খুসি বড় ভালবাসে,  
 স্বাক্ষিকালে যুমন্ত লোকের কাছে আসে,  
 রথে চড়ে ঘুরে বেড়ায় নাকের ডগায়  
 নিদ্রিত অমনি কত স্বপ্ন দেখে তার ।  
 কখনো বা কুতূহলে ঘোর নিশি হ’লে  
 প্রেম পাগ্লাম পুরুষ মেয়ে ভুলায় কত ছলে !  
 মগজে স্নস্নহি দিয়ে অঙ্গুলি বুলায়  
 অগ্নি তাদের প্রেমের স্বপ্নে তুকান্ বয়ে যায় !  
 যুমন্ত যুবতী কাছে কখনো বা গিয়ে  
 সহলে চুম্বুড়ি দেয় অধর ছুঁয়ায়ে,  
 সোহাগে তাদের মুখে আন কি ধরে হাসি,  
 সারা রাতই চুম্বুড়ির স্বপ্ন রাশি রাশি !  
 খোসামুদে বাবুদের হাঁটুতে কখন

উঠিরে হুস্‌হুড়ি দিরে দেখার স্বপন,  
 তখনি দাঁড়ারে উঠে নমাজ পড়া পারা  
 সেলাম্ কুর্গাস্ কন্ত যুড়ে দেয় তারা ।  
 কখনো আবার উকিল্ কোন্স লির হাতে,  
 ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কুত্ দেয় তাতে  
 অগ্নি তাদের পড়ে বার তোড়া গোণার ধূম,  
 দাঁত কপাটী খানিক্ পরে যেমনি ভাঙে ধূম !  
 কখনও বা উমেদারের নাকের ডগার  
 উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে খাশ্‌গড় কসার,  
 ঘূমের ঘোরে অগ্নি তাদের স্বপ্নে লাগে গাঁদি—  
 আইগীর খেলাৎ পদ্ সনদ্ উপাধি !  
 আবার কখনো গিয়ে অতি সাবধানে  
 গুরু পুরুৎ পূজারির টিকি ধরে টানে,  
 অগ্নি তারা ধড়্‌ফড়িয়ে কাছা দিরে উঠে  
 কেউবা পুঁজি করে হাতে, কেউবা বসে পাঠে,  
 কেউবা ক'সে বণ্টা নাড়ে, নৈবিদ্বি সাজার  
 কেউ ফলারে বসে বার', কেউ বসে পূজার ।  
 কখনও বা চুপি চুপি সেপাই শাস্ত্রী কাছে  
 বাড়ে উঠে কুত্ দিরে কাণের কাছে হাঁচে ।  
 অগ্নি তারা স্বপ্নে দ্যাখে কউজ্ নকর  
 দম্‌কুচ্‌ ছাউনি হল্লা ঘোড়ার দড়্‌বড়্‌  
 কাণে শোনে জরচাক্ বাজে, বন্দুকে কাওরাজ্,  
 কোলাকতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানে আওরাজ্,  
 তাড়া তাড়ি উঠে বসে বাড়ে বুলোর হাত

চতুর্থ দৃশ্য]

রোমিও-জুলিয়েট

CALCUTTA

দ্যাখে নুও আছে কি না হ'য়েছে নিপাত ;  
“সীতারাম” ক'রে ক'রে আবার চিতপাং।—

হবে বুঝি সেই পরিটা তোমার ধরে ছিল।

রো। আর কাত্তনি চুপ্ কর. ভাই, ঢের জ্যাটামি হলো,

মর। কেনো ভাই যশেরই ত টীকে কচ্চি আমি।—

শোনো বলি স্বপ্নগুলো অসার চিন্তা খালি,

অলস চিন্তের শুধু ধুলি আবর্জনা,

বাতাস হতেও শূন্য—চঞ্চল—অস্থির,

এই বা বহিছে দেখ উত্তর কেনেতে

হিমালী মাধিয়া অঙ্গে, তখনি আবার

ক্রোধে অন্ধ, গোটা কত কুংকার ছাড়িয়া

আসি উপস্থিত হর কুমের বেখানে

মাধিয়া শিশির বিন্দু বহিতে হিম্মোলে।

বেহু। তাই'ত হে—বে বাতাস, আমরাই বা উড়ি!—

ও দিকে যে আহাতিদি শেষ হয়ে গেলো ;

শেষটা কি শুধু পেটেই বাবে ?

রো।

সে কি হে,

এরি মধ্যে কি ?—না, ভাই, মন সচেতনাক।

মনে হচ্ছে কি একটা ছুঁটনা যেন

ঘটবেই ঘটবেই আজ। তিখি লগ কাল

দেখে মনে হয় যম এ বসন্তোৎসব

হবে সাদা জীবনের সঙ্গিতে আমার !

এ সময় তলে খেলে যে আনু তরঙ্গ

ফুরাবে অকালে তাহা—অপমৃত্যু শেবে



সুগার। কিন্তু যিনি আমার এ মেহ-  
 তরণীর কর্ণধার, তিনিই আপনি  
 চালাবেন সুবাতাসে সে তরণী সঙ্গ।  
 মর। চলো হে মদেয়া—মন্দিরের লাগাও বা,—  
 বাজাও একতারা।

( মুখে তদনুকরণ, এবং যুজ্জুর নৃপুৰ পায়ে  
 'দিগে সকলের নৃত্য ও গান )

( পরে সকলেই নিভাত । )

## ১ম অঙ্ক—৫ম দৃশ্য ।

কপলতের অন্তর মহল ।

( কপলত-পত্নী ও দাসীর প্রবেশ । )

ক-পত্নী।—ও বামা, খাওয়া দাওয়া ত শেষ হলো, এখন  
 বেখানে বসে যেয়ে গান বাজনা শুন্বে, সে আরগসি  
 সামান্য কোম্পানী হ'তে ক'ত দেয়, একবার দেখে আর নতুন  
 দাসী।—বিছানা টিছানা পেতে, মধ্যমলের আজিম বিছিয়ে  
 সব গোচ্ গোচ্ ক'রে এই আসি আস্টি। কোনো কিছু  
 কেউ বেধু'ত ধরবে, তার বো-টি নেই। কারো-ছেলেপিছ  
 কাঁদলে মার তাদের শোবার আরগা পছন্দ কোরে এসেছি।

ক-পত্নী । —আর, ফুলের মালা ঝাড়াটারা ওলো ঝোলানো হয়েছে তো ?

দাসী । —ওগো, সব ঠিক ঠাক হয়েছে,—সেখানে গেলে ফুলের বাসে গা-টা বেন এলিয়ে পড়ে ।

ক-পত্নী । আত্ম দান, গোলাপ্‌গাস, সেণ্টবোভল ও পার্‌ফুমের আস্‌বাব্‌ ওলো কেতামত সব রাখা হয়েছে তো ?

দাসী । মা ঠাকরণ, কিছু ভাবতে হবে না—যাহ বা দরকার, কোনো জিনিসটাই ফাঁক পড়েনি ।

ক-পত্নী । পান্‌জল্‌ খাবার আস্‌বাব্‌, রূপোর বাটাবাটা গেলাস্‌ সন্‌পোস্‌, ডিপে ডাবল্‌ ওলো ভুলিস্‌ নে তো । সহরের বড় বড় ঘরের মেয়েরা আস্‌তে কেউ আর বাকি নেই,—দেখিস্‌ কেউ বেন নিল্‌বান্‌কা করে না ।

দাসী । মা ঠাকরণ, কিছু ভেবোনা ;—বাহী কখনো হিজিপিঞ্জি লোকের বাড়ীতে চাকরানীগিরি করে নি,—আর এই বাড়ীতেই আমি যে বড়ইয়ে গেছ—আমাকে কি আর ও সব শিকুতে হবে, না বলতে হবে ?—ওগো আমি খোড়্‌কে গাছটা পঙ্‌জস্ত ভুলিনি ; সেখান্‌কার ষিটি সব ঠিক ঠাক আছে, হপা কাকেও নড়্‌তে হবে না ।

ক-পত্নী । কোনো কিছুতে যদি এক্‌চুলের তকাৎ হয়, তো টের পাবি ।—ও স্ববাস্‌,স্বভার, স্বভাব্‌—তোরা সব কোথা গো, গান্‌ বাজনা কি শুন্‌বিনে,—আর ওখানে কেন ?—যাও না বা, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমাদের জায়গার যাওনা ।—বাহিরের চকের পূবের বারাণ্ডার মেয়েদের বৈঠক হয়েছে ।

নেপথ্যে । বাই—গো—বাই ।

( সুবাস, সুতার, সুভাব্ প্রভৃতি পুরস্কার  
ও দাসিগণের প্রবেশ । )

সুতার ।—মা, এই চন্দ্র ।—আর নো আর সব আর ।

( অভ্যাগত মহিলাগণের প্রতি )

এসো বোন এসো, এসো মা এসো, এসো এসো ন-পা  
বো এসো ;—রাজা খুঁজি কোথায় গো—এসো না ; এই  
এ দিকে পথ ।

( ক্রমে সকলে নিঃশব্দ । )

কপলভ-জননীর প্রবেশ ।

ক-পল্লী । মা, তুমি জুলিকে নিয়ে ঘেরে-বৈঠকে বাও, আর  
হাতে এখনো ঢের কাজ, আমি যেতে পাচ্চিনে—তুমি গিয়ে  
দেখাশোনা আদর অপেক্ষা করো—যে যেমন, দেখো,  
কারো ঘেন বস্ত্রের জুটি হয় না ।

( নিঃশব্দ । )

একটি পর্দা পতন ও সেই সঙ্গে অন্য একটি উত্তোলন ।

( ত্রীলোকদের বৈঠক । তড়িকামিনী, নিশিবামিনী  
সুতার, সোহাগ, সুভাব্ প্রভৃতি । )

তড়িকামিনী । ও সোহাগ, বলি, বড় বাহার যে—বস  
বস্ত্রের ওড়না বড় উড়িয়েছ !

সো । বটে বটে, আমার ত আর অমন নিটোল চো  
কিটকট, ( Fitout ) অ্যাক্ট নেই,—আর তার বয়েসই  
কই ? আমাদের এখন ওড়না চাদর ঢাকাচুকিই ভালো ।

কাঞ্চনমালা । আর অমন পকেট বড়ি, বড়ির চেনের বাহারই বা কার ?—সোহাগ, সে কথাটাও বলিস্ ।

তড়িদামিনী । সত্যিই তো, তোরা এ ক্যাসন্ পাৰি কোথা, এ হালি আমদানি, হঠাৎ বাবু হুতুম্‌হাদা বাবুদের ক্যাসন্ ।

কাঞ্চন । তবে আর সামলা গাম্‌লাটা বাকি থাকে কেনো ? সেইটে হলোই তো ঠিক্ উকিল্ এটর্নীদের সাজ্ হয় ।—আর দশটাকা কামাতেও পারো, মিন্‌সেগুলোকে অতো নাকানি ছুনি খেতে হয় না, ঘরে বসেই হুটী হুটী খেতে পার ।

সোহাগ । আর তার সঙ্গে চোগা চস্মা—তা হলোই চুড়ন্ত হয়,—মজলিস দরবার পর্যন্ত ফেরা য়োরা চলে—

তড়িদামিনী । তা, মিছে কি ? তা হ'লে তো আর তোদের মতন ছবুড়ি চারবুড়ি গরনাগাঁটা পরে বসে থাকতে হয় না । হ'পা চলবার যো নেই, পা ফেলিই কমন্ কমন্ কম্—পাড়া শুদ্ধ চমকে ওঠে ।

কাঞ্চন । তা গরনা যদি না পরবে—অ্যাকেট শেমিজ্ গারে দেবে, বড়ির চেন পকেটে ঝোলাবে, তবে এখানে কেন ? ঐ মিন্‌সেদের মজলিসে মিন্‌লেইতো হয় ।—নিশি, তুই কি বলিস্ ; তুই যে একটা কথাও কচ্চিস্‌নে ।

নিশিামিনী । আমি আর কি কথা কবো ? আমার অ্যাকেট্ শেমিজ্‌ও নাই, আর গরনা গাঁটাও নাই ।

সোহাগ । ক্যান্‌লো—তোরা ভাতারকে বলতে পারিস্‌নে ; সে মিন্‌সেরই বা কি আকল, একালে কতো রিকম্ রকম্ হয়েছে, তার দশখানা তোকে দিতে পারে না ।

নিশি । দিদি, তোমার ঐ দ্যাখন্‌বাহার হার ছড়াতো ক' পড়েছে ?

সোহাগ । কি এমন পড়েছে, হাজার দেড়েক কি হ হাজারই হবে ।

নিশি । (দীর্ঘ নিশ্বাস) ।—তা বোন্, আমার জিহ্বা কোথা পাবেন্ ।

সুভাষ । ঐ জুলি আসচে ।

( সকলের সেই দিকে দৃষ্টি । )

কপলভ-জননী ও জুলিয়েতের প্রবেশ ।

তড়িকামিনী ।—ও ঠান্‌দিদি, তুমি যে এখানে রাত জাগন্তু এয়েছ ? ছটো গান শিখবে না কি ?

ক-জননী । আর বোন্, গান শেখবার কি আর দি আছে ।—না ভাই, আমি জুলির পাহারা, ওর মা আস্ত পাল্লো না, তাই আমি এসেছি ।

তড়ি । জুলি কি কচি খুকি, যে কেউ ওর কোমরপা কেটে নেবে, না ওর কোনো বাইটাই হয়েছে, ছটকে পালাকে তা ঠান্‌দিদি, তাই যদি হয়, তুমি কি ওকে আটকাতে পারবে

ক-জননী । আটকাবো আর কি ? আজকাল যে দি পড়েচে ।—কে, লো—তড়িকামিনী না কি ?—না ভাই, যে সাজ হয়েছে ।—এখন ঘোড়ার ওঠো ।

তড়ি । ঠান্‌দিদি, তা ভেবেচো কি ঘোড়ার উঠবো না

ক-জননী । উঠবে বই কি দিদি, ঘোড়ার কি, বেদেদের দড়ি উঠবে, বাশবাঁজি করবে, ডিগ্‌বাঁজি খাবে, আরো কত কি করবে

সকলে । ঠান্দিদি বেশ বলেচে—বেশ বলেচে ।

নিশি । ( জনান্তিকে ) দেখলি ভাই, সেকলে লোক ।

ক-জননী । ওমা, বলে কি !—বোঁড়ার চড়বে ? যে দেশের ব্যাটাছেলেরাই বোঁড়ার চড়তে গলদ্বন্দ্ব হ'য়, সে দেশের মেয়েরা বোঁড়ার চড়বে ? ধরি দেশের মেয়ে : তা আমাদের আর দেখতে হবে না ।

তড়িদ্দামিনী ।—ঠান্দিদি গো, বাই ভাবোনা—মনকে সেটা ঠার, দেখবে মেয়ে চড়বে বোঁড়ার—কদিন সে আর ।

( যবনিকা পতন, অন্য দিকে যবনিকা উখিত । )

নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রবেশ ।

কপলত । আস্তে আস্তা হয়—আহ্নন্ আহ্নন্ ; এই বে এ দিকে স্থান আছে । আহ্নন্ সকলে, ভাল হয়ে বহ্নন্ ।—উঃ কি গ্রীষ্মই আশ্র ।—ওরে ব্যাটারা তোরা কি কচ্চিস্, এদিক্কার এই দেয়ালগিরিগুলো জেলে দেনা ।—টানো—জোরে টানো, ব্যাটারা দড়িতে হাত্ দিরেচে কি অহ্ননি মরেচে । টান্ জোরে টান্ ।

ঐক্যতান বাদক ও বাউলের দলের প্রবেশ ।

সরো—সরো, পথ ছাড়ো—এঁদের আস্তে দেও ;—আসর বোড়া ক'রো না ।—( স্বগত )—হায়, এককালে আমিও বাউল সেজে কত নেচেছি, এখন আর সে দিন কোথা !—গেছে—গেছে—সব ফুরিয়েচে ।—( প্রকাশ্যে )—এসো এসো দাদা এসো । ( জনৈক আগন্তকের প্রতি । )—ক্যায়ন্ দাদা, মনে পড়ে কি ?

এককালে কত আনন্দই করা গ্যাছে। সেই শেষবারে  
কথাটা মনে আছে কি ? বলো দেখি—সে কদিন হলো ?

আগন্তক। হরি হরি, সে আজ কি—৩০ বছরের কম নয়।

কপ। আরে বলো কি,—না না—অতো হবে না  
সেতো সেই কমলকিশোরের বয় বছর, হৃদ পঁচিশ হবে।

আগন্তক। পঁচিশ কিহে—বেশী—বেশী। এই-তার ছেলের  
বে পঁচিশ পেরিয়ে গেছে,—তিরিশের কম নয়।

কপ। কি বলচো হে ?—এই ছ বছর বই ত নয় তাঁ  
ছেলের ওহিয়তি আমাদের হাত থেকে গেছে।

( এক্যতান বাদন ও বাউলের নৃত্যগীত )

( পরে সকলে নিদ্রান্ত )

## ১ম অঙ্ক—৬ষ্ঠ দৃশ্য ।

( বৈঠকখানার পার্শ্বের কামরা । )

রোমিও ও একজন পরিচারকের প্রবেশ ।

রো। ওহে, এ বাড়ীটা কত দিনের—ভারী ত জম্বালো  
বাড়ী !

পরিচারক।—তা আমি বলতে পারবো না, মোশর ।

রোমিও । ( স্বগত )

আহা কি স্থল !— কিবা গঠনপ্রণালী ;  
উন্নত প্রসস্ত কিবা গৃহ-পরিমাণ !  
স্বস্তগুলি সারি সারি উঠেছে কেমন ?  
সরল সালের প্রার ; চিত্রিত বিচিত্র  
কারুকার্যে স্বন্দদেশ কিবা মনোহর !  
প্রাচীর শরীরে অঁকা মানিক হীরকে  
লতা পাতা ফল পুষ্প সুকৃতি সুখদ ।  
বাহিরে অন্তর হ'তে কি শোভা দেখিতে—  
শূন্তে যেন চিত্রপট ভাসিছে কিরণে !  
বিভাবরী কালে চন্দ্রকিরণে যখন  
ভাসে অট্টালিকা-দেহ, মনে হয় যেন  
কোনো স্বকালর কিছা পরি-নিকেতন !

তৈবলের প্রবেশ ।

তৈবল । এ কি ! এ কার্ গলা ? কণ্ঠস্বর শুনে  
মনে যেন হয় কোনো মস্তাগো-সন্তান !  
কে আছিহু রে, তরবারি এনে দেতো মোর ।  
এতো স্পর্ধা এতো তেজ এতই সাহস  
ছদ্ম বেশে এ পুরীতে করেছে প্রবেশ,  
আমাদের রীতিনীতি পদ্ধতি ঠেলিয়া !  
বাক্‌ছল বিজ্ঞপ কোতুক পরিহাস  
বাসনা মানসে ধরি ।— মস্তাগোর বংশ  
যদি কেউ হোস্‌ তুই— তোর রক্ত দেখিবই আভ,



নিলা নাহি তার, - নাহি পাতকের লেশ ।

কে আছিল রে - তোর মৃত্যু মোর হস্তে, লেখা ।

( ভৃত্য কর্তৃক তরবারি আনয়ন ও হস্তে প্রদান । )

কপলতের প্রবেশ ।

কপ । কি হে এত রাগ কেন ?

তৈ । দেখুন, মহাশয়,

কি আশ্চর্য্য ! ব্যাটা এক ক্ষমত্ব অন্ত্যজ

মস্তাগো বংশজ হেয়, - ব্যাটা কি না হেথা

চিরশত্রুপূরে দস্তে করেছে প্রবেশ

বিজ্ঞপিতে আশ্রিকার নিশির উৎসব ।

ক । এ যুবা রোমিও না ?

তৈ । এ সেই ছুঁছুঁই ত ।

ক । ওহে, ও তৈবল, কাস্ত হও - যাক্ যেতে দেও ।

ওর চালচলন তো দেখ্‌চি মন্দ নয় ।

সত্য কথা বলতেই কি - বরণা ভিতরে,

ওগের বাধান ওর শুনি সৰ্ক ঠাই !

এ হেন যুবার ( পাইলেও বরণার

সমূহ বৈভব অর্থ ) নারিব হিংসিতে ।

সাবধান, কেহ এর অনিষ্ট ক'রোনা ।

আনন্দ উৎসব দিনে গালন উচিত

সাধু আচরণ সদা ।

তৈ । এরি যোগ্য বটে

সে ভদ্রতা ! - আমার হবেনা সহ তাহা ।

ক । তুই ত ভারী বে-আদব ।

তৈ । বাই বলুন, আমি

কখনও তা পারব না—কখনই না ।

ক । তৈবল, আবার—ফের ?—চুপ্ কল্লি ।—দ্যাখ্  
আমি বল্চি আমার হুকুম্ মানতেই সে হবে ।  
এ বাড়ী আমার জানিস্—আমি কর্তা এর ।  
বরদাস্ত কর্তেই হবে ;—কি ? তুই তা পারবি না ?  
তবে কি হাতাহাতি করবি নাকি ?—হতভাগা !  
বরদাস্ত হবে না !—বটেই তো !—রক্তারক্তি হোক,  
তা হ'লে আর পারকে তোকে ?—

তৈ । খুড়ো ! হলে কি গো ?

এ ভারী লজ্জার কথা ।

ক । ফের্ বেগ্নিক্—ফের্ !

তুই ত বড় বেহারী ?—অ্যা তুই হলি কিরে ?

এ নয় সুধারী তোর—অবাধ্য হুন্দতি,

পাবি কল হাতে হাতে জানিস্ নিশ্চয় !

আমার কথার চোপ্‌রা—সম্মুখে দাঁড়ারে ?

কাল্‌ধর্মে বটে তা এ,—তোর দোষই কি !

ভাল চাস্ তো এখনো বা—চুপ্ করে থাক ।

( নিদ্রাত । )

তৈ । ধরতর বহে মম ক্রোধের সরিৎ,

ইচ্ছা বিপরীত তার—ধৈর্য্য অবরোধ !

হুই দিকে হুই স্রোতে শরীর কাপার,

এ স্থান ছাড়াই ভাল ; - কিন্তু বিষমর  
হবে এই অনাহৃত শত্রুর উদয় !

( নিষ্কান্ত । )

( যবনিকা পতন—অন্য দিকে যবনিকা উত্তোলিত । )

## নৃত্যগীতের স্থান ।

### পরিচারকদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম পরিচারক । ওরে, যে হুদোপেটা শালা কোথা গেল  
রায়া ? সবই কি একলা আমাকে কত্তে হবে না কি ? - হ্যা ! কে  
আবার একটা কাজে হাত দেবে। শালা, - ফকর দালালিছে  
খুব ।

২য় পরি। ওকি হে, তদর কথা কও, - তদরনোকে,  
চাকোর, নোকে শুন্লে বলবে কি ?

১ম পরি। ঐ মাজ্ কেদেরাগুলো ওখান থেকে সরাজে  
ভাই, বাওলেরা নাচবে, একটু আরগা কাক রাখা চাই। - দ্যা  
তোর জন্তে আমি ছথানা পাতের ছটো মাহের মুড়ো সরিছে  
রেখেছি। আর মাঝ খান থেকে অম্নি আর একটা কাজ সে  
আসিস্। দরওয়ানজীকে বলিস্ বে মুকি আর বিছ এলে বে  
পথছেড়ে দেয়। - ও রায়া ও অগা, ও মান্কে, কোথ  
গেলিরে - সব, একবার হেথা আরনা।

২য় পরি। ওহে তোমাকে কে একজন খুজ্চে - ঐ ওদিকাই  
বারাণ্ডার। লোকটা তদর নোক গোচ্, - অনেককণ ধ  
দাড়িরে আছে।

১ম পরি। এখন কোন্ দিক্ রাখি বন্।—হেথা একবার—  
সেথা একবার করে করে দম্ বেকুলো বে।—ভালা মদ সব  
এই ত হয়েছে, এইবার পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে শুড়ুক  
কোঁকো আর কি।

কপলতের প্রবেশ।

কপ। (অতুচরদিগের প্রতি।)—ভালা যোর ভাই সব—  
হাত চালিয়ে নে।

(নিদ্রান্ত।)

(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের দলের সকলকার

ব ব স্থান গ্রহণ।)

(এখন ঐক্যতান বাদন,—তার পর বাউলের নাচ গান ;

গরে সকলে নিদ্রান্ত।)

১ম অঙ্ক—৭ম দৃশ্য।

(বাহির ও অন্তর বাটীর সংযোজক বারাতা—  
লণ্ঠনে ক্ষীণ আলোক)

রো। আহা ! কিবা দেখিলাম রূপ ত সে নর !  
রূপে যেন সে মণ্ডল আলো করে জ্বলে !  
নিশির প্রবেশে যথা কিরণের দল  
কিবা ভ্রামাজীর কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল

শোভাকর—তেমতি সে রমণীও  
 রমণীমণ্ডলে শোভা করে ! আহা সেই  
 ধরণী হ্রলত রূপ নরভোগ্য নর !  
 তুবারধবল দেহ কপোতী যেমন  
 দেখা দিলে কাকীদলে, তেমতি সে নারী  
 শোভা ধরে সন্নিবী কামিনীদল মাঝে !  
 থাকি এই ধানে আমি আরো কণকাল  
 চেয়ে আশাপথ পানে—দৈবে সে বদ্যপি  
 আসে এই পথ দিয়া, লভিব সাক্ষাৎ ।  
 হবে কি সৌভাগ্য হেন,—দেখি কিবা ঘটে ।  
 প্রেম বে এমন আগে জানিনি ত তাহা ?  
 হৃদয় ! কখনো আগে চিনেছ কি প্রেম ?  
 হে নেত্র করিয়া সত্য বল সত্য করি  
 সৌন্দর্য্য কখনো পূর্বে দেখে ছিলে কভু !

( কিকিং পরিক্রমণ ও অগ্রসর হওন । )

জুলিয়েতের প্রবেশ ।

( রোমিও কর্তৃক তাঁহার হস্ত ধারণ । )

রো।    ধনি,  
 রূপের মন্দির এই            ইহায়ে ছুঁইতে নেই  
           ছুঁয়ে যদি অকস্মাৎ হয়ে থাকি পাপী ।  
 ক্ষম অধর্মের দোষ    যে ইচ্ছা প্রকাশো রোষ  
           অধরে দণ্ডিয়া চিন্তে কর অনুতাপী ॥

জু। ক'রে পাতকের ভাণ করে করো অপমান,  
করে অর্ঘ্য গুল্মাঞ্জলি ধরে ।

করে ধূরে পুঁছে নিয়ে করে গজোদক দিবে  
দেবের মন্দির শূচি করে ॥

রো। কর স্পর্শে শূচি করে ভাল শিখিলাম, পরে  
কলো তবে কি দোষ অধরে ?

জু। নরনারী ওষ্ঠাধরে দোষ গুণ দুই-ই ধরে  
নির্দোষ অধর—ওষ্ঠ স্তুতি যবে করে ।

রো। দেবী রূপা তুমি ধনী তুমি রমণীর মণি  
হেরো এ অধর মম তব স্তুতি করে !

জু। এতো মোর কথা নয়, এ স্তবে কলুষ হয় ;  
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো বাই সরে ।

রো। থাকো ধনী ক্ষণ আর দেখিয়ে ওরূপ সার  
হৃদয় ভরিয়া লই পুরিয়া অন্তরে ।

জু। কি জানি কি হবে দোষ না করো না করো রোষ  
এখন আসিবে কেহ পালাবো কি ক'রে !—  
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো বাই সরে ।

রো। একান্তই রূপনদী অন্তরে সন্নিবে যদি  
হোঁরাইরা বাও তবে অধরে অধরে ।

( অধরস্পর্শ । )

জু। ধর্মসাক্ষী—হ'লে নাথ ।

রো। সত্য সত্য তাই,  
যত দিন নহে মম এ দেহ নিপাত ।

## ধাইয়ের প্রবেশ ।

ধাই । জুলিয়ে, তোমার মা ডাকচে ।

রো । কে ডাকচে ?

ধাই । ওর মা ;—এ বাড়ীর গিন্নি ।—কেও পারশ ?  
ভাল ভাল ! অহে এখনে। একটা জলপাত্র বোটাতে পাল্লে না ।  
দ্যাখো একে যদি হাতকণ্ঠে পারো । আমি কে তা জানো ?  
আমি এই জুলিয়ের ধাই—ওকে মাহুব করেছি । এতক্ষণ  
মজলিসে ওরই কথা বলাবলি হচ্ছিল ! একটা কথা কাণে  
কাণে বলি ( কাণের কাছে )—ওর মাথাপের ঢের টাকাকড়ি  
এয়ে বার—সেও তার ।

রো । ইনি কপলত কন্যা !—( স্বগত । ) দিতে হলো দৈ  
শক্তি হস্তে জীবনের হিসেব নিকেশ !

## বেলুবলের প্রবেশ ।

বেলু । এই যে—সরে পড়ো, সময় হয়েছে ।

রো । আমিও ভেনেছি মনে সময় হয়েছে,  
আমারও হৃদয়ে তাই এ বেগ ছুটেছে !  
( জুলিয়েত এবং ধাত্রী হাড়া আর সকলে নিদ্রান্ত । )

জু । ধাই মা, এ দিকে এসো,—কে উনি গা ?

ধাই । উনি ত পারশ—রাজার মাসতূতো তাই ।

জু । ও কেন পারশ হবে—কি বল্চো ধাই তুমি ?  
এ আলোতে ভালো বুঝি চিন্তে পারো নাই ।

ধাই । ওমা, কি বলে গা, পারশকে কি চিনি না,

চোখের মাতা খেয়েছি কি, বলিস্ কি জুলিয়ে ?

জু। না, ধাইনা, - বালাই বালাই ! - আমি কি তা বল্চি,  
তবে কি না এ আলোটা তত ভাল নয় -

ধাই। ওগো, বেশ করে দেখেছি আমি - বেশ ক'রে ।

জু। বেশ তো, ধাই, একটীবার জিগুসে আর না ।

ধাই। বাপ্পে বাপ্প - কি মেয়ে গা ? সন্ধ্যা আর এ'র  
যায় না ।

( যেতে যেতে স্বগত )

না হয় একটু ঝাপসা দেখি - জলুই না হয় সরে,  
এ ব্যয়েসে কার চখই বা হীরে বক্ বক্ করে ? -  
ওদের যেমন -

( নিদ্রাভ )

জু। কি সংবাদই আনে ধাই ! - হির হ না মন ।

ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ ।

ধাই। না, বাছা, তোর কথাই ঠিক - পারশ ইনি নন,  
রোমিও ইহার নাম মন্তাগো-নন্দন -  
চির শত্রু ভোমাদের ।

জু। এ কি হ'লো, হায় !

প্রথম আমার এই প্রণয় সকার,  
সে' প্রেম সঁপিছু কি না শক্কে আমার ! -  
চিনিবার আগে আঁধি হরিষ অন্তর,  
আগে গলে প'রে কঁাসি চিনি তার :



একি বিপরীত প্রেম অদৃষ্টের ফেরে  
 হিংসার ভাজন যেবা প্রেমে ভজি তারে !  
 যাই । এ আবার কি— এ আবার কি ?  
 জু । না যাই, ও কিছু না । —  
 পথে যেতে কারো কাছে শোলোক শিখিছি,  
 পড়ে পড়ে তাই সেটা মুখস্ত কত্তিচি ।

নেপথ্যে । — ও জুলিয়ে জুলিয়ে গো ।

যাই । যার গো যার । —

( জুলিয়েতের প্রতি ) আর গো না আর যাই ।

( উভয়ে নিবৃত্ত । )

## ২য় অঙ্ক — ১ম দৃশ্য ।

( কপলভের উদ্যান—প্রাচীরের ধারে এক হুঁড়ি পথ । )

রোমিওর প্রবেশ ।

রো । ফেরো দেহ, পারিবে না ছেড়ে যেতে প্রাণ—  
 এই থানে, খোঁজ সেই হৃদয়-পুত্তলি !

( প্রাচীর লম্বন । )

বেন্সুবল এবং মরকেশের প্রবেশ ।

বেন্স । ও রোমিও ! — কোথা হে ? কোন্ দিকে পালালো হুঁ

মর । সে বড় সেয়ানা ছেলে — ঘরে গেছে চলে ।

বেহু । আমি কিন্তু দেখেছি সে এই দিকে ছুটেছে ।  
পাঁচীর টপকে গেলো নাকি—বাগানে বা তবে ?  
বরকেশ, ডাক না, ভাই ।

ময় । রও তবে, অগ্নি হবে না,  
মস্তুর পড়ে ডাকি ।—ও রোমিও হতভাগা  
ও খেপা-উন্মাদ, ওরে বায়ুগিতিকক্,  
কোথা মস্তে গেলি—আর একবার দেখা দে ।  
নয় একটা দীর্ঘশ্বাস কেলে জানান দে ।  
একবারটা না হয় বল—উঃ উঃ প্রাণ বার,  
না হয় বল—হা পিরীতি স্থধার বোতল !  
না হয় সেই কাণা চকো ঠাকুরটীর কুচ্ছ ছুটো গা ;  
যিনি খুঁজে খুঁজে আর কাকেও না পেরে  
জেলের মেয়েটাকে নেলায় পরাশর ঋষিটা !  
কই হে কিছু হচ্ছে না যে, নড়েও না ত কেউ ?  
তবে সেটা ম'লো না কি করে—“খেউ খেউ” ?  
এবার রসো আর একটা মস্ত তবে ঝাড়ি,  
ফিরবে এতে গিয়েও যদি থাকে যমের বাড়ী ।  
হা দ্যাক্ তোকে তার দিকি—সেই বার মাথার চূড়ো  
সেই উচ্কপালী, ভাঁটাচোখী, গারে শাদা গুঁড়ো  
সেই বেগুনি রক্তা ঠোঁটের দিকি—একবার দেখা দে,  
না দিস্তো তোম সেটাকে যমকে ডেকে দে ।

বেহু । অতো কড়া নয় হে—ওন্তে পায় ত ভারী চটবে ।

ময় । এতে সে চটবে না হে—চটতো তবে খাঁটি  
যদি কেউ গভী কেটে হাত কতো তার ।

- মন্দও তো এমন কিছু বলিলে তাকে, তার  
ভালই তো বল্টি আরো—ওহে, রোথো সমজ্জার ।  
বেহু । দ্যাখো—নিশ্চয়ই সে আছে এই বাগানে লুকিয়ে ।  
তা দিবি মিলে গেছে,—কাণা যেমন্ কাম,  
তেমনই ভিত্তিভেদে রাত্—স্যাংসেঁতে বাগান ।  
মর । কাম যদি কাণা তার মিছে ধনুক টানা,  
তার ভাগ্ তো ঠিক হয় না ।—  
ও রোমিও, আজ্ রাত্‌টে বিদেয় তবে হই,  
যেঠো মড়া হয়ে কেনো হেথা পড়ে রই,  
যরে গে গরম্ হইগে ;—বেহু, ভোরও ঢায়া সই,  
না থাক্‌বি হেথা ?—  
বেহু । চলো বাই,—আমিই কেন রই ;—  
সেতো দেখা দেবে না—মিছে তার সাধনা ।  
( নিঃসৃত । )

## ২য় অঙ্ক—২য় দৃশ্য ।

### কপলতের উদ্যান ।

### রোমিওর প্রবেশ ।

- রো । অদ্যে বার অন্নাখাত হয়নি কখন,  
হাসে সেই, কত চিহ্ন করি দরশন ।

বাগানবাটীর উপরের তলের এক বাতায়নপথে  
জুলিয়েতের প্রবেশ ।

কিসের ও আলো — অই বাতায়ন পথে !  
অহো ! পূর্বাসার অই, জুলিয়ে তাহার  
অলে দিক্ আলো করি—রূপের মিহির ।  
ওঠো অংগভালী মম, নাশো নিশানাথে,  
এখনি সে পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ  
রূপের হিংসার তব—ক্লিষ্ট শোভাহীন ।  
ও শনী কি লাবণ্যের উপমা তোমার,  
শরতের জ্যোৎস্না ছটা নখে ঝরে বার ?  
আমার হৃদয়রাগ্যে তুমিই ঈশ্বরী !  
হার, প্রিয়ে আনিতে তা যদি ! — কি বল্চে না ?  
কই কিছুই ত না ! — নাই হোক্ বেন,  
চখে চখে কখনো তো কথা কওয়া বার,  
আমিও উত্তর দিব নেত্রের তাহার ।  
বড় হঃসাহসী আমি, আমার সন্তানি  
বলে না তো কোনো কথা নয়ন তাহার !  
আহা, কিবা চক্ষু হুটী, মরি কি উজ্জল !  
আকাশের তারা বেন যাবে অস্ত হ্রানে  
তাই ও হুটিরে ডাকে হেথা এসে রাসো,  
ধরো জ্যোতিঃ কিছুক্ষণ আশাবের হ'রে  
বে অবধি না কিরি আমরা । কিউ তারা  
নেমে এসে বসে যদি অই গণ্ডপাশে,

দেখায়—বেমতি দীপ দিবার আলোকে !  
 এ নক্ষত্র দু'টি যদি অন্তরীক্ষে উঠি  
 জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া বসে আকাশের মাঝে,  
 এ হেন উজ্জ্বল আলো ধরে নভোদেশ,  
 সমূহ অগতমর বিহঙ্গ সকল  
 কাকলি করিয়া উঠে—দিন হ'লো ভেবে ।  
 অহো ! হেলিয়াছে কিবা করতলে রাধি  
 সুল্লর কপোলখানি, হেরে ইচ্ছা হয়  
 অঞ্চল হইয়া থাকি করে জড়াইয়া  
 সুগণ্ড পরশে হই সুখী ।

জু।

হা, কপাল !

রো।

অই যে কি বল্চে না ?  
 হে অমরি, বলো ফিরে, শুনি অই বাণী,  
 বুড়াক্ শ্রবণ সুধা—বর্ষণে আবার !  
 অলকাবাসিনী তুমি, উর্দ্ধেও তেমনি  
 বিরাজিছ এবে মম শিরসি উপরে ।  
 এ রজনী শোভাময়ী হয়েছে তেমতি  
 শোভা ধরে যথা যবে কোনো ব্যোমচারী,  
 চলে শূন্তে ঘনপৃষ্ঠে পদ বিক্লেপিয়া,  
 দ্বিধা করি বায়ু-স্তর, মর্তবাসিগণ  
 বিন্ময়ে প্রাবিত চিত্ত চাহে শূন্তপথে !

জু।

হা, রোমিও !—রোমিও তোমার নাম কেন ?  
 বলো হে, ও নাম নয় তব, —নহ তুমি  
 বিপক্ষতনয় !—তাও যদি নাহি বলো,

বলো হে আমার ভূমি—আর কারো নও ।

তা হ'লে এখনি আমি করি প্রত্যাখান

পিতা, পিতৃকুল আর আমারো এ নাম ।

রো। (স্বগত) আরো কি শুনবো, না, এখনই কথা কবো ?

জু। নাম(ই) তোমার শুধু বিরোধী আমার ;

ভূমি বা ভূমিই আছ—ভূমি কিছু আর

মস্তাগোকুলের কিবা অস্ত্র কারো মণ্ড ।

হলো বা রোমিও নাম ক্ষতি কিবা তার ?

নাম কিছু হাত নয়, নয় নেত্র মূখ,

মানুষ মানুষ যাতে কিছু তার নয় ;

যে নাম সে নামে কেন ডাকোনা গোলাপে

গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে !

তেমতি রোমিও বা, তা থাকিবে রোমিও

যে নামেই ডাকো তারে ; তাঁহার গরিমা

ধারে না সে কোনো ধার নামের তাঁহার।—

হা, রোমিও ! ও নামটা শুধু পরিহর

তার বিনিময়ে মোরে আপনার কর !

রো। তাই সই, অই বাক্য শিরোধার্য্য মম,

এখন হইতে আমি রোমিও সে নই,

প্রিয় ব'লে ডাকো শুধু—সেই নামই রাখো ।

জু। কে হে ভূমি, রজনীর তিমিরে লুকারে,

আমার প্রাণের কথা করিছ শ্রবণ ?

রো। নাম ধ'রে পরিচয় দিতে ত পারি না ।

যে নাম আমার, ধনি, শত্রু সে তোমার,

তখনি ছিঁড়িব তার, কভু যদি লিখি ।

জু। সত্য বলো কোন্ পথে এসেছ এখানে ?  
এসেছ বা কি মানসে ? উদ্যান প্রাচীর  
অতি উচ্চ, তুচ্ছ নহে, কিরূপে লজ্জিলে ?

এ স্থান সঙ্কটপূর্ণ একান্ত তোমার,  
হেথা কেন এলে ? জ্ঞাতি মম কেহ  
দেখে যদি, সর্বনাশ হইবে এখনি ।

রো। প্রণয় পাথর ভরে লজ্জিছি প্রাচীর,  
পাষণ প্রাচীরে প্রেম রোধিতে কি পারে ?  
অসাধ্য প্রেমের নাই, সংকল্প সাধনে  
বিপদে না করে ভয়, না ডরে শমনে,—  
তোমার স্বজনে বাধা কি দিবে আমার !

জু। কেনো হেথা এলে, হার, তারা যদি কেহ  
দেখে তবে এখনি যে পরাণে বধিবে !

রো। তার চেয়ে শত গুণ বিপদ, স্নানরি,  
অপাঙ্গলহরে তব ; বিংশতি কুপাণ  
তাহাদের করে নহে তত বিয়কর,  
যে অনিষ্ট ধনি, তব কটাক্ষের বিবে ।  
এক বিন্দু সুখা, হার, করে যদি তার,  
তাহাদের সে শত্রুতা মনেও না গণি ।

জু। হে ভগবান যেন এখানে উঁহাকে  
কেহই না দেখে তারা—না আসে নিকটে !

রো। রজনীর অন্ধকার ঢেকেছে আমার  
সে সবার দৃষ্টি হতে । কিন্তু তাহাদের

হাতেও মরণ ভাল, তবু ইচ্ছা নয়  
 বিহনে প্রণয় তব পরাণে বাঁচিতে ।  
 নহু । এখানে আসিতে পথ কে দেখায়ে দিল ?  
 রো । প্রণয়ই মন্ত্রণা দিলে এনেছে হেথায় ।  
 নহি আমি সুনাবিক, কিন্তু স্থলোচনে,  
 থাকো যদি পৃথিবীর শেবের সীমার  
 সেখানেও যেতে পারি এ রত্ন লভিতে ।  
 জু । বামিনীর অন্ধকারে ঢেকেছে বদন,  
 না পাও দেখিতে তাই—লজ্জার লাহন ।  
 পড়েছে কতই কর্ণ কপোল গ্রীবার,  
 অনলের দাহে বেন গণ্ড পুড়ে যায় !  
 পোড়ামুখে কত না বলেছি কত কথা—  
 দিবসে জিহবার অগ্রে আনিলে সে সব  
 রসনে রসনা কাটি বলিতাম—না না ।  
 কম অপরাধ মম, অবলা ছদয়  
 বলহীন ! আর না—পারি না আর এই  
 মিথ্যা ভণ্ড আচরণ ! অলিক ভদ্রতা  
 হও দূর !—বলো হে আমার ভালবাস ?  
 ভুলাইও না—ছলিও না—মিথ্যা বক্তব্য ।  
 শুনেছ যখন মম প্রাণের কখন  
 কি হবে তখন আর করিলে গোপন ?  
 সত্য যদি ভালবাসো, বলো সত্য করি,—  
 আমরণ তবে আমি হ'লাম তোমারি ।  
 রো । এই ইন্দু—বার কর বিলু বিলু গড়ি



পল্লব নিচর প্রান্তে, রক্তের টিপ  
পরাইছে সাধ ক'রে, ঠুরি নাম ধরি  
শপথ করিয়া বলি—

জু।

না না, তা ক'রো না,

ও শশী বিভিন্নরূপ ধরে মাসে-মাসে,  
কলানিধি নাম তাই ও'র—

রো।

কি শপথ বলো তবে, করি তা এখন।

জু।

কিছুই না।

কিছা যদি কর দিব্য—কর আপনার,  
আমার আরাধ্য দেব তুমিই সাকার ;  
তোমাতেই পূর্ণরূপে প্রত্যয় আমার।

রো।

যদি মম হৃদয়ের পরাগপুতলি—

জু।

ধাক্ ধাক্,

মনে দ্বিধা অকস্মাৎ হাতেছে আমার।  
রক্তনীর এ ব্যাপারে স্নেহ নাহি পাই ;  
আচম্বিতে অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত ভিতরে  
ঘটিতেছে এ ঘটনা, ভাবী না ভাবিয়া,  
দামিনীলহরী যথা চমকে আকাশে  
আলো দেখিবার আগে ফুরাইয়া যায় !  
তাই মনে ভর হয়, কি জানি কি ঘটে !  
সুধাময়, আমার বিদায় দেও এবে ;—  
আগামী ঐশ্বৰ্য্যেতে এই প্রণয়-কলিকা  
প্রফুট কুমুম হবে, তখন হৃদয়ে  
আবার হইবে দেখা—বিদায় এখন।

- রো। ধনি, হেন তৃষাতুরে ছাড়িয়ে কি বাবে ?  
 জু। বলো, তৃষা মিটে কিসে—কিরূপে—কি হ'লে ?  
 রো। প্রেমবিনিময়ে প্রেম ডোরেতে বাঁধিলে।  
 জু। না বলিতে বেঁধেছি তো আগে ইচ্ছা করে  
 তবু সাধ ফিরে নিরে বাঁধিতে আবার।  
 রো। ফিরে নেবে ? কেন প্রিয়ে দিয়ে ফিরে চাও ?  
 জু। অকপটে ফিরে তাহা অর্পিতে তোমারে—  
 যত দেই, ইচ্ছা হয় আরো করি দান।  
 সাধ করে—দিয়ে যেন ফুরাতে না পারি।  
 অগাধ বারিধি সম দানশক্তি প্রেমে  
 ছই-ই অশেষ দানে—ছই-ই না ফুরায়!—  
 কে ডাক্চে যেন ?—প্রিয়তম, আসি তবে এবে।

( নেপথ্যে ধাত্রী কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত )

- ধাই। কোথা গো—ও জুলিয়ে ?  
 জু। এই যাই ধাই ( রোমিওর প্রতি ) একটু দাঁড়াও।  
 ( নেপথ্যে পুনরায় । )—ধাই।  
 ও মেরে, কোথা গো তুই ?

- জু। যাই, ধাই, ধাই!—  
 দাঁড়াও নিমেষ আর—এই এমু বলে।

( জুলিয়েত নিবৃত্ত । )

- রো। কি সুখ যামিনী, আহা, কি সুখামধুর !  
 কিন্তু নিশাকাল তাই এ আশঙ্কা হয়—  
 স্বপ্ন ও নহেক ইহা ? অ্যাতো সুখোদয়  
 সত্য সত্য ঘটেছে কি—না প্রণয়ন !

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ ।

জু। তিনটি কথা প্রিয়তম—তবে হই বিদায়—  
 সাধু অভিলাষ যদি হয় এ তোমার,  
 সাধু যদি হয় তব প্রণয়ের গতি,  
 বিবাহে বাসনা থাকে আর,—কালপ্রাতে  
 পাঠাবো অনেক লোক বলিও তাহার  
 কোন্ স্থানে কোন্ দিনে বিবাহ কামনা  
 সিদ্ধ হবে ; তখনি চরণ তলে, নাথ,  
 সর্বস্ব আমার দিবে হইব সঙ্গিনী  
 যেথা বাবে ধরমাঝে সেই থানে আমি ।

( নেপথ্যে ) ও মেরে, কোথা গো তুই—

জু। বাই, গো, বাই । —

কণকাল আর থাকো—এই এমু বলে ।

( ধীরে ধীরে পরিত্রাণ । )

রো। পাঠার্থী ছাড়িতে পুঁথী তৎপর যেমন  
 প্রণয়ী প্রণয়ীপাশে আসিতে তেমন,  
 অনিচ্ছা তেমতি ফের ছাড়িবার বেলা  
 পোড়ো বখা পাঠশালে বার ছেড়ে খেলা ।

( জুলিয়েত নিহত । )

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ ।

জু। শোনো—শোনো—প্রিয়তম—রোমিও—রোমিও  
 হার ! বাজ-ক্রীড়কের শব্দের তীব্রতা

ধাকিত আমার স্বর যদি, সেই স্বরে  
কিরাতাম পক্ষীরাজে মম । কিন্তু নারী,  
চিরগরাধীনা ভগ্নস্বর !—তা না হলে,  
রোমিও—রোমিও—বলে উচ্ছে উচ্চারিয়া  
ফাটাতাম গিরি-শুভা, বেখানে নিবসে  
প্রতিধ্বনি, ভগ্নস্বর করিতাম তার—  
ডাকি উচ্ছে:স্বরে ।

রো।

আহা ! প্রাণেশ্বরী মম

ডাকিছে আমার নাম ধরি ! আহা কিবা  
শ্রুতিমোহকরধ্বনি প্রাণস্বিনী-  
কণ্ঠস্বর বাসিনী সংযোগে, মনোহর  
বেন গীত শ্রোতার শ্রবণে ।

হু।

রোমিও !

রো।

এই যে প্রিয়ে ।

হু।

কটার পাঠাবো লোক ?

রো।

ন'টার পাঠারো—দেখো বেন জুলিও না ।

হু।

পাঠাবোই—পাঠাবো ।—কেনো ডাকলুম—কই ?  
মনে ত পড়ে না কিছু !

রো।

প্রিয়ে ! বতকণে

পড়ে মনে, আমি হেথা আছি ততক্ষণ ।

হু।

তা হ'লে ত কিছুতেই মনে তা হবে না ;  
তোমাকে পেলোই কাছে, সব বাই ভুলে ।

রো।

ভালই ত, ভালো বত তত আরো কাছে  
ধাকিতে পাইব আমি ।

জু।

একি ! ভোর নাকি ?—

যাও যাও—থেকো না আর ।—হার, বলি বটে,  
কিন্তু এ তেমনি বলা যথা ঘুট কোনো  
শিশু, বলে পাখিটারে, পারে বাধি সূতা,  
“পাখি তুমি উড়ে যাও,”—কিন্তু সেটা যেই  
চায় বেতে সূতার রাহিরে, অমনি সে  
সূতা ধরি টেনে তার পুনঃ আনে কাছে,  
লাফারে লাফারে পাখী ঘুরিয়া বেড়ায় ।—  
এমনি হিংসাই তার প্রেমে ।

রো।

আমার ও

সাধ, প্রিয়ে, তেমনি পাখিটা হই তব ।

জু।

সে সাধ আমারও প্রিয়তম ; কিন্তু পাছে  
অতি যত্নে বিপদ ঘটাই—পাই তব !  
প্রিয়তম, বিদায় এখন, পুনর্বার,  
আবার বিদায় !—তবে, নাথ, আসি এবে ।  
অনুখে যামিনী যাবে প্রভাত অবধি ।

( নিঃসৃত । )

রো।

নিজা যাও প্রাণেশ্বরী, সুস্থতির কোলে,  
ছর্ভাবনা হৃদয়ের দূর হোক সব ।  
হার যদি আমারও স্ননিজা হ’তো আত্ম !—  
যাই মর্মে,—জানাইগে শুধুকে আমার ।

( নিঃসৃত । )

## ২য় অঙ্ক - ৩য় দৃশ্য।

গৌসাই মধুরানন্দের আশ্রয়।

সাজি হস্তে গৌসায়ের প্রবেশ।

প্রভাত হাসিছে পূবে, পলাইছে নিশি  
বিরক্ত-বদন ঢাকি ; ধনদলে মিশি  
ঝরিছে সূর্য্যের রশ্মি শত রজ্জুবৎ !  
চলে ধীরে ভাস্করের অমিৰ্ণ রথ ;  
পথ ছাড়ি তার—দূরে করিছে গমন  
অঙ্ককার, গারে মাধি অঙ্কণকিরণ,  
চলিতে চলিতে যথা মাতোয়ারাগণ।  
এখনি প্রচণ্ড নেত্র প্রকাশি মিহির  
দিবারে করিবে সূর্য্যী শুবিরে শিশির ;  
তার আগে তুলে তুলে মহৌষধি গুলি  
সাজি পূর্ণ ক'রে রাখি। ধরনী মণ্ডলী  
ধরে যে কতই হেন ভেবজ স্তম্ভর  
জীব জগতের হিত—কি অহিত-কর !  
ধরনী উদ্ভূত যত তরলভাগণ,  
ধরণীর নানা রস করিয়া হরণ,  
ধরে নিজ দেহে তারা, সেই রস পরে  
বহু অল্প পরিমাণ কত গুণ ধরে,

উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, অধিকই তাহার ।  
 একবারে গুণহীন কেহ নহে তার ।  
 আহা, শক্তিময় হেন কতই ধরায়  
 লতা গুল্ম প্রসূর-গগনে নাহি যায় !  
 গুণহীন হেন কিছু নাহি ভূমণ্ডলে  
 কোনো উপকারে নাহি আসে কোনো কালে,  
 এমন উত্তমও কিছু নাহি বনুধার  
 অপব্যবহারে মন্দ বাহে না ঘটায় ।  
 অবধা সংযোগে পুণ্য পাপে পরিণত,  
 কার্যের গতিকে পাপ কভু পুণ্য মত !  
 এই যে দুর্বল লতা, বকলে ইহার  
 বিষণ্ণ আছে গুণও আছে রোগনাশকর,  
 এই ধানে জ্ঞান এর করিলে গ্রহণ  
 শরীর প্রকুল হয়—হেথা আশ্বাদন  
 করে যদি ; ইন্দ্রিয়াদি বিলুপ্ত তখন !  
 মনুষ্যশরীরই হোক—অথবা ওষধি-  
 হই শক্তি ধরে তার—এ গুর বিরোধী !  
 স্তম্ভান্ত হই শক্তি অগতী মণ্ডলে,  
 হই বন্দকারী নৃপ, যথা যুদ্ধস্থলে !  
 যেখানে অস্তিত্ব ভাগ অধিক প্রমাণ  
 বৃত্ত্যকীট ততো শীঘ্র নাশে তার প্রাণ !  
 রোমিওর প্রবেশ ।

রো ।

ঠাকুর, প্রাতঃ প্রণাম ।

গৌ ।

অরোহ—কল্যাণ ।

কে হে প্রাতে এ স্মৃষ্টি ভাবার আমার  
করে হেন সম্ভাবণ ! হবে বুঝি তবে  
কোনো যুব-পুরুষ বা দৃষ্টিস্তা প্রভাবে  
কাটায়েছে নিশাকাল কষ্টের নিজার !  
চিন্তাজরা, বুকের নিকটে নাহি বার  
স্বনিদ্রা—চিন্তায় হেরে অন্তরে পলার ;  
অক্ষত পরাণ পেলে তরুণ যুবায়  
কোলে ক'রে সোণার পালকে রাখে তার ।  
তাই ভাবি দৃষ্টিস্তা যুবা কেহ এই  
ভাজিয়াছে শয্যা ভোর ফুটিয়াছে যেই ;  
তা যদি না হয় তবে রোমিও নিশ্চয়  
অঙ্গে কাটায়েছে নিশি না ছোঁয় শয্যার ।

রো । শেষ অমুমানই সত্য, সত্যও ইহাই—  
গত নিশি আগরণে আরো তৃপ্তি পাই ।

গো । নারায়ণ !—নারায়ণ যুচান তোমার  
রজনীর সে পাতক—ছিলে কার কাছে ?  
পাপিরসী রজনীর ?—

রো । রজনী ?—না গোসাই,  
সে নাম ভুলেচি আমি, হৃৎখ খালি তার ।

গো । উত্তম করেছ বাপু,—তবে ছিলে কোথা ?

রো । জিজ্ঞাসিতে হবে নাক বলিচি সব কথা ।—  
বিপদে ভবনে কাল প্রমোদভোজন,  
গিরাহিন্ন সেইখানে, দেখা কোনো জন  
আঘাত করেছে মোরে, আমিও তাই হই



করিয়াছি প্রতিশ্রুত, কিন্তু সহপায় —  
 ঠাকুর তোমার হাতে, নিত্যরো আমার !  
 যুগা হিংসা নাহি চিন্তে ক্ষমিয়াছি তার ।  
 শত্রুর ভালোর ভয়ে করি এ গৌরারি  
 করি অহুনর, প্রভু, ভালো করো তারি।  
 গো।। সাদা গিদে বলো, বাপু ! শুনে তার পরে  
 ঐবধি বিচার হবে ।

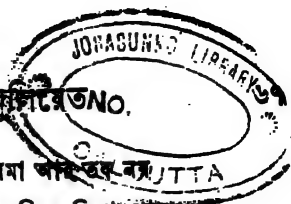
রো।। শোনো বলি তবে

ভেঙ্গে চুরে সব কথা ।—জুলিয়েত নামে  
 আছে কপলড-বালা, তাহাতে আমার  
 প্রেমের সঙ্গার গাঢ়, সেও মম প্রতি  
 ভেমতি প্রণয়ে মুগ্ধ, প্রস্তুত আমরা  
 পরস্পরে বিবাহ করিতে শাস্ত্রমত ।  
 আপনি প্রস্তুত হয়ে করুন সমাধা  
 সেই কাজ—মাত্র কটা পড়াইয়া দিবে ।  
 কখন কোথায় হবে করুন আদেশ ।  
 হেন ভাবে সাধিতে হইবে, বেন কেহ  
 যুগাকরে জানিতে না পারে সে বারতা ।  
 কেমনে কিরূপে কোথা প্রেমপরিচর  
 পরস্পরে আমাদের—কিরূপে কোথায়  
 হয় সত্য বিনিময়—পরে নিবেদিব  
 ত্রিচরণে সমুদায় ; কেবল এখন  
 সন্মত হউন দৌহে বাকিতে বিবাহে ।

গো।। একি—একি—ও রোমিও—একি বিপর্যয় !

হৃদয় দৃষ্ট]

রোমিও-জুলিয়েট No.



তবে কি সে মনোরমা নাহি তব নর  
 এত দিন বার প্রেমে ছিলে কিন্তু প্রাণী  
 যুবকের ভালবাসা নয়নের দেখা,  
 নহে তাহা হৃদয়ের মর্ষতলে দেখা !  
 হরি হরি ! কত মন লবণাক্ত জল,  
 ভাসারে দিয়াছে বার ঐ গণ্ডতল,—  
 এখনো লবণান্বাদ নাহি শুচে বার—  
 এতো বরুণের বারি বৃথা গেল, হার !  
 বায়ুতে ছড়ারেছিলে—“হা—হতোস্” বত  
 তপন পায়নি আজো করিতে নির্গত !  
 সে নিশ্বাসধূমে পড়ে আকাশে বে কালী,  
 আজো মুছাইতে নাহে দেব অংগমানী !  
 কাশে আজো “ঝাঁ ঝাঁ” করে “ঝিঁ ঝিঁ” কারা ঘট !  
 আজো গণ্ডতলে ল্যাপা—গোটা কত ফোঁটা !  
 সেই যদি তুমি হও—এ হৃৎখ বিলাপ  
 “প্রাণের রক্তিনী” তরে করেছিলে বাপ ;  
 তবে কি সে তুমি নও—বলো হে নিশ্চয়—  
 এরি মধ্যে শুকালো সে গভীর প্রণয় !  
 পুরুষ এতই যদি হীন বল সবে,  
 খসিলে নারীর পদ অ্যাভো কেনো তবে !  
 সেই প্রণয়ের তরে কত তিরসার  
 করেছে তো আগে তুমি কত শতবার ।  
 সে। প্রণয়ের তরে নর—কামে দিলে কাঁপ  
 হাবু ডাবু খেতেছিলে তাই যে সে বাপ ।

রো।

সো।

রো। তখন বলিতে প্রেম উদ্‌ঘাপন করে।

গৌ। বলি নাই—এক ছেড়ে আরে গিরে ধরে।।

রো। ভৎসনা ক'রোনা আর, এ প্রেম বাহারে—

প্রেম বিনিময়ে প্রেম সে দেছে আয়ারে।

তার ত ছিল না জাহা—

গৌ। সেই বুঝেছিল ঠিক

মুখস্থ তোমার প্রেম বানানে বেঠিক।—

বাই হোক সঙ্গে এসো, না করো ভাবনা,

প্রণয় পথের পথী—যুবক ছিমনা।

হইব সহায় তব, ইহার উদ্দেশ—

কুল-পরম্পরা-গত চির হিংসাদেব

ইথে নিবারিত হয়ে হয় যদি শেষ।

রো। একটু তৎপর হও—গৌগাই ঠাকুর,—

আমার বড় স্বরা।—

গৌ। কিঞ্চিৎ সবুর!

ধীরে—ভেবে যাওয়া ভাল, ত্রস্ত ভাল নয়,—

উর্দ্ধ্বাসে ছুটে গেলে হোঁচট খেতে হয়।

( নিবৃত্ত )

## ২য় অঙ্ক—৪র্থ দৃশ্য ।

### রাজপথ ।

বেম্বল এবং মরকেশের প্রবেশ ।

মর। রোমিওটা কোথা গ্যালো হা ? রাজে কাল বাড়ী  
মাড়ায় নি ।

বেম্ব। সে যে ভিটে ছাড়া—সে কথা আমি তার বাড়ীর  
একজন চাকরের কাছে শুনেছি ।

মর। সেই কাষ্ঠপ্রাণ—পেঁপুটে নচ্ছারী দেখ্‌চি তাকে  
পাগল করবে ।

বেম্ব। কপলতের ভাইপো তৈবল, রোমিওদের বাড়ীতে  
একখানা চিঠি পাঠিয়েছে ।

মর। আমি নিশ্চয় বল্‌চি—“ডুয়েল” লড়তে ।

বেম্ব। রোমিও সে চিঠির জবাব দেবে কি ?

মর। যে কেনো হোক—আঁকর পড়তে জানলেই তেমন  
চিঠির জবাব দেয় ।

বেম্ব। আমি তা বল্‌চি না,—লড়বে কি ?—চিঠিতে  
অন্তে তলব, তার জবাব দেবে কি ?

মর। হায়, রোমিও, তুই মরেই আচিস্,—একটা ক্যাস্  
ফেন্সে কটা ছুঁড়ীর কালো কালো ডব্‌ডবে চোখ্‌ হুটোই তো  
বুকে ছোরা বসিয়েছে—তার হুটো গিরীভের গান শুনেই কা

তীর বিধে গ্যাছে—তোর সেই বুকের কল্‌জেটা গর্যাস্ত সেই  
পাশপোড়া ছোঁড়ার একটা। ভোঁতা বাণেই হুঁখানা হয়ে গেছে—  
তা, তুই আবার তৈবলের সঙ্গে “ডুয়েল” লড়বি কি ?

বেহু। কেনো—তৈবল কি ?

মর। তৈবল একজন তলোয়ারবাজ—“ডুয়েলের” ওস্তাদ।  
তুই যেমন একটা টপ্পা গাঁস, সেও তেমনি তলোয়ার খেলের  
কতদূরে—কখন কি ভজিতে দাঁড়াতে হবে, কখন আপনাকে  
বাঁচাতে হবে, কখন শত্রুকে তাগুতে হবে—সব যেন তার নখ  
দর্পণ।—“বাঁচো,—এই এক—এই ছই—এই তিন্”—আর  
অমনি তার আধুখানা হেতের বুকের ভেতর ভাঁস করে  
সেঁখোনো। রমো আবার তৈবলের সঙ্গে “ডুয়েল” খেলবে  
খেলিরে বটে তৈবল ! “ডুয়েল” বিদ্যার সিদ্ধ—কতো বোটোক  
টুনটুনেদের সাটিন্ কিনুখাবের যে ছাদ করেছে, তার আ  
টিকানা নাই। সাবাস্ শিকা ! সাবাস্ !

### রোমিওর প্রবেশ ।

বেহু। ঐ যে—রোমো—আসুচে ।

মর। দ্যাখোনা—বেন শুকিরে একটা শুটুকি মাছের মত  
হয়ে গেছে !—কোথা সে মাংসপেশি—সে হাতের শুন্—বে  
শুকিরে আমসি হয়ে গেছে। তারার এখন বুঝি বিদ্যোপজি  
ভাব্—বিরহগাথা আওড়াচ্ছেন্। ভাব্চেন বুঝি বিদ্যোপজি  
সেই লছমিরাণী ওর সেই প্রেমসী—হট্—তার কাট্ কুড়োনির  
বোঁগা নয়। যদিও ওঁর চেয়ে তাঁর নাগরের প্রেমের তাঁজত

ঢের চাটালো, তাই তার নামে “প্রেমের শ্লোক বেধে গেছে”। কিন্তু ভারা আমার ভাবেন যে ওঁর রসবতী যেন পদ্মিনী—না—নকহীরে—না বিদ্যে—না সুরকোহান!—হায় এঁদের কাছে সে এঁটো কুড়ুগীরও বোগ্য নয়।—ওহে, মাটার রোমিও, যে হণ্টিংবুট্ পির্দেচো শুড্‌মরিং—না নমস্কার করবো। কালব্রাত্রে আমাদের আচ্ছা নাকাল্ করেছিলে।

রো। নমস্কার নমস্কার,—হুজুংকেই আমার সাদর নমস্কার। কি, নাকাল্ আবার কি? কেন কি করেছিলুম?

মর। সেই যে আগলিকেটে—দে চম্পাই।—কথাটা কি মশরের ভাল বোধগম্য হচ্ছে না?

রো। ভাই, আর লজ্জা দিস্নি—মাপ্ কর। একটা ভারী জরুরী কাজ্ ছিল। তা সে কাজের খাতিরে তত্ত্বতার যদি একটু কিছু নড়্‌চড়্‌ হয়ে থাকে, ত ভাই মাপ্ কর।

মর। হাঁ—আর খাতিরে হাঁটু হুটো ধুক্কের মত করে গাড়ানও চলে,—ক্যামন?

রো। হাঁ, শিষ্টাচারের খাতিরে বটে।

মর। ঠিক্ এঁচেচো—আমি শিষ্টাচারের আঁটির শাঁস্।

রো। না, লাটের বাড়ীর করাস্।

মর। না না, আমি শিষ্টাচারের শাঁস্।

রো। না হয় বকুল ফুলের বাস্।

মর। ভাল, না হয় বাস্।

রো। তবেই তুমি “কুল্” হলে।

মর। বা, রোমিও,—সাবাস্। তা আমি যদি কুল্ হই, হুমিতো ফুলের বড় দাদা অর্থাৎ খেড়ে বোকা।

রো। কই আমার তো এখনও দাড়ি ওঠে নি, গলা ক  
নি, কাণ ঝোলেনি,—আর পাঁটাও বোটেনি ; তবে আমি কি  
হলুম বোকা ;—বরং খোঁকা বরংও চলে ।

মর। ও বেহুবল, তুমি একটু মধ্যস্থি করো না হে—  
রসিকতার চোটে ত আর টেকতে পারছিনে ।

রো। লাগাও চাবুক—রসিকতাকে ছুটিয়ে দেও, নই  
এখনি বলুবা “বাজিমাং ।”

মর। আমি না হর হারই মানলুম ; তবু বলো দেখি  
কেমন ! আর সেই—“আহাহ! উহহ—ওহোহো”—সেই  
ক্যামোন্ ? এ ক্যামন্ হাসিখুসি, লোকের সঙ্গে মেশাঘোশা,  
এই তো মনুষ্য !

বেহু। অহে ধামো, ধামো ।

রো। তাই তো, যোগাড় মন্দ নয় ।

ধাত্রী এবং ধাত্রী-সহচরের প্রবেশ ।

মর। এ কিরে বাবা,—এ বে একথানা ভড় !

বেহু। একথানা নয়—মার ল্যাংবোট—মাদিমকা ।

ধাই। ও ভুতোর বাপ,—গতরথেকে !

ভুঃ বাপ। র না গো—বাচ্চি, বাচ্চি ।

ধাই। আমার পাখা থানা ।

মর। ক্যান্নে—পাল তুলবি না কি ?

ধাত্রী।—( ভূমিষ্ট হ’রে প্রণাম করবার চেষ্টা )—না পা  
হাঁপাতে হাঁপাতে আঁচল দিয়ে মুখের সাম পৌঁচা ।

মর । ও রং কি আর মুচলে যাবে ?—ও যে ধান্‌গিঝোনো  
হাড়ির তলা !

ধাই । ( হাত তুলে—মুখে মুখে )—বাবুজী, পেন্নাম ।

মর । পেন্নাম্ কি ?—দণ্ডবৎ—না হর—লণ্ডবৎ বলো ।

ধাই । তবে কি “লণ্ডবৎ” বয়ে—তো, ভাল—“লণ্ডবৎ”  
বাবুজী ।

মর । ওহে-হুপুর বাজে যে—ঐ যে ঐ ঘড়ির কাঁটার হল্টা  
হুপুরের ঘরের কোলে গিয়ে ঢুকেচে ।

ধাই । ড্যাগ্‌রা ঢ্যামন্‌ মিন্‌সে তো বড় বেহারী !—তুমি কি  
ভদ্র নোক্‌ ?

রো । আহা, ভালমানুষের মেয়ের কি কষ্ট !

ধাই । দ্যাখো দেখি ক্যামোন্‌ ভদ্র-আনা কথা ! হ্যাগা,  
তুমি বলতে পারো গা, রোমিও বাবুর কোথা দেখা পাবো ?—  
জোরান মদ ।

রো । কোথা দেখা পাবে বলতে পারি না । তবে এই  
বলতে পারি, তোমাকে তাঁকে খুঁজে বের করতে হ’লে তদ্দিনে সে  
আর “জোরান মদ” থাকবে না ।—কিন্তু আমিও সেই গুটির  
মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ একজন বটে ।

ধাই । আহা, তোমার কথাগুলি তো বড় ভাল ।

মর । ও কি আর ভাল বলেচে—ও তো বন্দাই বলেচে—  
তাগো সেটা ধন্তে পারে নি ।—হোক্‌রা খুব ভাতামি খেলেচে ।

ধাই । তুমিই যদি তিনি হও, তো তোমাকে আড়ালে  
গোটা ছই কথা বলবো ।

বেহু । মাগী ওকে নেমন্তন্ন করতে এসেচেই এসেচে ।



মর । হ্যা, তাই বটে ।

রো । কি হে, আবার কি তাগ্‌চো ?

মর । না, এমন কিছু নয় । বলি বাড়ী বাবে ? আচ্ছা  
আজ তোমাদের বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন করবো ।

রো । এগোও—আমি পেচু পেচু যাচ্ছি ।

মর । ভুঁড়ে গিরি,—এখন তবে আসি । ( নাকি  
গান কন্তে কন্তে ভুঁড়ে গিরি এখন তবে আসি ইত্যাদি । )

( মরকেন ও বেহুবল, উভয়ে নিতান্ত । )

ধাই । বাও, যমের বাড়ী বাও ।—এ ড্যাগ্‌রা কে গা ?

মিন্সে তো বড় স্বচ্কে ।

রো । ওগো উনি একজন বড় সদাগরের ছেলে ।—  
নিজের গলার সুর উনি নিজে শুনতে এতো ভালবাসেন—  
উনি থাক্তে আর কাকেও কথা কইতে হয় না ।

ধাই । ও লোকটা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলত  
তো দেখতে পেতো—আমি কি নাকাল ক'রে ওকে ছেঁ  
দিতুম ।—পোড়ার মুখো, নজ্জার—আঁটকুড়ো—আমাকে এক  
রাত্তার গস্তানি পেলেন কিনা ?—আমার সঙ্গে ওর কিসের সম্প  
বলোতো । ( ভূতোর বাপের প্রতি ) আর ভূতোর বাপ, তো  
বা কি আক্কেল, মিন্সে আমাকে যা ইচ্ছে তাই ব'লে গেছে  
আর তুই কাপড়ে হেগোর মতন চুপ্‌টা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি গু

ভূঃ বা । কই—তোমাকে কি ক'রে গ্যালো, তা তি আঁ  
কিছু দেখিনি ।—তা যদি দেখতুম, তবে কি আর হেতের খা  
খাপ থেকে বেরতো না ? বধন যেমন দেখবো, তখন তেমন

করবো, আর আইন আদালতে কোনও দোষ না পৌঁচয় তো  
কড়া মিঠে গোচ্ লাটৌষধি করে ছেড়ে দি ।

ধাই । রাগে আমার সর্কান্ন ঝুঁকু ক'ছে—পোড়ার মুখে  
বিট্লে হাড় পেকো মিন্‌সে কোথাকার । ওগো বাবুজী, তোমাকে  
একটা কথা বলি,—বলেচি ত, তোমাকেই খুঁজতেই আমার  
মনিবকত্তা আমাকে পাঠিয়েচেন্ । তিনি যা বলতে বলেচে, এখন  
সে কথা বলবো না, আগে আমার খাস কথাটা বলে নি ।—যদি  
তোমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে তবে সেটা ভদ্রলোকের  
কাজ হবে না, ঐ নোকে যেমন বলে, মেয়েটা ভদ্রের ঘরানা—  
নিভান্ত কচি মেয়ে, সেই ভেঁটেই বলি, যদি তার সঙ্গে হল কপট  
করো তো সেটা ভদ্রনোকের হকে বড় নজার কথা,—ঐ  
নোকে যেমন বলে—ভদ্রের কাজ নয় ।

রো । কি, কোনো ভয় ক'রো না,—তোমার মনিব-  
কত্তাকে আমার প্রিয় সাদরসম্ভাষণ জানাইও, আমি এই দিকি  
দিকান্তর কচ্চি—

ধাই । আহা, বড় ভালো—ছেলেটা বড় ভালো । আমি  
তার কাছে সব বলবো, আহা, দোহাই ঠাকুর দেবতার—  
সে ওন্‌লে বড় খুসী হবে !

রো । কি, তাঁকে তুমি কি বলবে ?—আমার কথার মন  
দাঁটো ?

ধাই । আমি তাঁকে বলবো—তুমি দিকি দিকান্তর খেয়ে  
বলোচো—ভদ্র নোকের কাজই তো তাই—আমি বদর বুঝি ।

রো । তাঁকে ও সব কিছু বলতে হবে না—ঐ দিকি  
দিকান্তরের কথা শুলো । তবে তাঁকে বলো যে, আরতি দেখ-

বার নাম ক'রে আজ সন্দের সময় তিনি লক্ষীজনাকর্নের  
মন্দিরে যেন আসেন—নিশ্চয় যেন আসেন।—দেখো, ভুলো  
না—এই কিষ্কিৎ পারিশ্রমিক ধরো ।

ধাই । ছি—ছি—ও কি ও—আ, যেয়ার কথা (দাঁড়ে  
জিব্ কাটা)—ছি—ছি—আধুকড়া কড়িও না ।

রো । (হাতে মুদ্রা ওঁজিয়া দিয়া) আজ আরতির সময়—  
দেখো, ভুলো না ।

ধাই । আর বলতে হবে না ।—সন্দের সময় তিনি সেখানে  
যাবেনই যাবেন ।—এখন আসি,—বাবুজী, পেলাম হই ।

রো । একটু রও ।—দ্যাখো, আর একঘণ্টার মধ্যে  
আমার একজন লোক যাবে, গিয়ে মঠের পেছন্দিকের দেওয়ান  
লের কানাচে দাঁড়িয়ে থাকবে ।—তার হাত দিবে আমি একটু  
দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেবো—সেইটে যানো—খুব সাবধানে  
রাখা হয় ।—সেইটেই আজ আমার আনন্দগিরির চূড়োর ওঁঠবার  
সিঁড়ি ।—দেখো ধাই, অতি সাবধানে ।—এখন এসো, কল্যাণ  
হোক । তোমার আমি মেহনোৎ পুবিরে দেবো ।—এসো এসো ।  
—আর তোমার মনিবকতাকে আমার সংবর্ধনা জানাইও ।

ধাই । বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো ; ঠাকুরদেবতার  
তোমার ভাল করুন । শোনো বলি ।

রো । কি রি—কি বল্চো গা ?

ধাই । তোমার সে লোকটার পেটে কথা থাকে তো ?  
জানতো, কথার বলে,—

হুকাণে হয় শলা মস্তরা, চান্ কাণ্ হ'লে ঘোল,  
তান্ ওপরে পাড়া পড়শে হাট্ বাজারে ঢোল ।

রো। সে খুব মজবুৎ—

ধাই। তবে, শোন বলি;—আমার মনিবকন্ডাটির যত মিষ্টি মেয়ে আর দেখতে আসে না;—যা বসী তাকে বাঁচিয়ে বস্তু রাখো। সে যখন এমিন্টি [ হস্ত দ্বারা দেখানো ]—আমো আমো কথা বলে, তখন তার কথাগুলি কি মিষ্টিই ছিল। দ্যাখো এই সহরে পারশ নামে একজন মস্ত বড়বরের ছেলে আছে, সে এ মেয়েটিকে বে কস্তে পারে বস্তু দায়, কিন্তু মেয়েটির আমার সে ছচকের বিব্। তাকে সে এতো খেন্না করে বে, লোকে শেরালকুকুরকেও ভেমন্ করে না।—কখনো যদি খেপাবার জন্তে তার হয়ে দুটো কথা বলি তো মেয়ের আমার মুখটি একবারে চুপ্‌সে যায়—আর সাদা ক্যাক্‌কেকে হয়ে গিয়ে আমার মুখের দিকে কেবল ক্যান্ ক্যান্ ক’রে চেয়ে থাকে।

রো। আমার হয়ে দুটো কথা ব’লো।

ধাই। তোমার কথাইত অষ্টপোর বলি—হঁ! তার নাম আবার মুখে আনবো? ভূতোর বাপ্, পাখা খানা ভুলিস্নে।

( ধাই ও ভূতোর বাপ্ নিদ্রান্ত। )

## ২য় অঙ্ক—৫ম দৃশ্য ।

### কৈপলভের উদ্যান ।

#### জুলিয়ার প্রবেশ ।

জু। ন'টা বাজে ষড়্ভিঙে তখন গেছে ধাই,  
এখনো ফেরেনা কেন ?—গ্যালো দিকি করি  
অর্ধঘণ্টা না ফুরাতে ফিরিবে আবার ।  
খুঁজে বুঝি পাব নাই, না, বুঝি তা নয় ।  
বটে বটে, পোঁড়া যে সে, তাহাতে প্রাচীনা,  
একি তার কাজ ! হবে মনোরথগতি  
প্রেমদূতী যারা, জিনি কিপ্র রবিকর  
শতশৃংখল আরো ক্রতগতি যার সদা,  
যখন সে রবিকরে ছায়াদলে ঠেলি  
ফেলার অচল পৃষ্ঠে ।—মনোভব নাম  
তাই ধরে ফুলধনু ! এবে সূর্য্যরথ  
অতি উচ্চ ধরাধর শিখর উপরে,  
মধ্যাহ্ন এখন দিনমানে হয় গত  
এহর অধিকও কাল—তবু না কিরিল !  
হার ! সে তাপিত যদি প্রণয়ের তাপে,  
কিবা নববোবনের উত্তপ্ত কধির  
মেহেতে বহিত তার, তা হ'লে হইত

যাত প্রতিযাত প্রাপ্ত বর্ষলের গতি ;  
 মধুর সংবাদ লয়ে ছুটিত কিরিত  
 যথা যাত প্রতিযাতে ক্রীড়ার বর্ষলি ।  
 অনেক প্রাচীনে, কিন্তু করে হেন ভান  
 যেন জড়বৎ তম্বু অলস শিথিল  
 গুরুভার পাণ্ডুবর্ণ শীশক সমান !  
 জীরন্তে যুতের প্রায় !—হা অগম্য !—

ধাত্রী এবং ভূতোর বাপের প্রবেশ ।  
 ঐ আসে ধাই মা !—ওগো কি খপর্ গা !  
 বল শীঘ্র বল ধাই—দেখা হয়েছিল ?—  
 ওকে সরিয়ে দে ।

ধাই ।

বা, তুই ফটোকে ।

( ভূতোর বাপ নিছাড়া । )

জু । ধাই মা, লক্ষ্মীমা—বল শীঘ্র বল ।  
 হা হরি ! অমন্তর মুখটো তার কেনো ?  
 হোক মন্দ খপর্—তুই হেসে হেসে বল ;  
 আর যদি ভাল হয়—হয় সুখপর্  
 কেনো বল, বাপ্সা মুখে সব তিত্ত করো ?

ধাই । একটু দেরি করোনা গো,—উঃ বাপ্পে বাপ্প !  
 হাড়গুলো সব ভেঙ্গে যাচ্ছে—কি চলাই চলেছি ;  
 উঃ—গেছ গেছ !

জু । অতি আফ্লাদের সহ দিতেছি তোমাকে  
 আমার দেহের অস্থিগুলি,—তথু—খালি  
 সে খপর্ বল !—তোর অস্থি দে আমার ।

ধাই । আরে বাপ্পরে কি খিজি মেয়ে ?—পারিস্ নে কি  
একটু আর সব্বর কন্তে ?—হাপিয়ে মচ্চি আমি !

জু । হাঁপিয়ে মচ্চো কই ? ঐ যে অত কথা  
ব'লে এতক্ষণ—কই হাঁপাওনিত তার ।  
বিলম্বের বাহানার বাচ্চে যে সময়  
আসল বেওরাটা আগে কবে বলা হ'তো !—  
ভাল কি মন্দ, নিদেন কথা একটা বল ।  
তাতেই সন্তুষ্ট হব, পশ্চাৎ না হয়  
বাধান শুনিব তার ।—এখন আমার  
খালি বল মন্দ কিবা ভাল সে খপস্ ।

ধাই । তবে বলি—তোমার পছন্দ ভাল নয়,—  
পুরুষ পছন্দ কন্তে কবে জানো তুমি ?—  
রোমিও—ওঃ—কি(ই)বা সে রূপ ! কি(ই)বা চোখারা  
মুখটি সবার চেয়ে ভাল বটে মানি ;  
পা দুখানি তেমনি আবাস্ মস্ত সবার চেয়ে !  
হাতজুটো পা'রুচেটো কারো কাছে লাগে না !  
শিষ্টাচার—তাও ত সেরা সবার চেয়ে নয় ।  
কোনুখান্টা প্রশংসার বোগ্য আছে তার !—  
তবে ধীর-নম্র-একটি গো-বেচারি বটে ।

আমার যদি কথা শোনো, ও সব ছেড়ে দিবে  
ধন্যকন্নে মতি দেও ;—পেটে কিছু দিবেছ ?

জু । না, খাই নি ।

তা এ সব শু জানা কথা—নূতন আর কি ?  
বিয়ের কথা কি ব'লেন—সেইটে বল দেখি ।

ই। বাবারে বাবা ! মাথা কি ব্যথাই ক'চ্ছে !  
 ছখান্ হয়ে পড়'চে যেন—টিপ্টিপুনিই কি ?  
 বাপ্পে বাপ্প—গেহু বাবা—উ হহহ উ !  
 মা, তোর প্রাণে কি দয়া মায়ী কিছু নেই,  
 এতোটা দোড়্ ধাপে পাঠালি আমার ?  
 হার ! ছুটে ছুটে প্রাণটা হারান্ন !

জু। ধাই মা,  
 তোর হুঃখু দেখে বড় হুঃখু হ'চ্ছে, বাছা ;—  
 লক্ষী মা, বাছ মা, বাছা শীগগির করে বল,  
 বল, মা, তিনি কি ব'ল্লেন ?

হাই। ভদ্ররে বা বলে,  
 তোমার প্রিয় তাই বল্লেন—খল জুর নয় ।  
 মিষ্টভাবী শিষ্টাচারী দেখ'তেও স্বরূপ,  
 আর ধননিষ্ঠা(ও) আছে তার—ঠিক বল'চি ;  
 তোর মা কোথা গা ?

জু। মা, আর কোথা ধাই ?  
 মা ঘরেই আছেন ।—ধাই, ও কি উত্তর হলো ?  
 "তোমার প্রিয় বল্লেন ভদ্ররে বা বলে,  
 তোর মা কোথা গা ?"—

ধাই। আ আমার কপাল !—আমি সব বুঝি গো, সব ।  
 আমার ভান্না হাড়ের প্রলেপ বুঝি এই ?—  
 এখন থেকে নিজের ধপন্ নিজে গিয়ে এনো ।

জু। একি গণ্ডগোল ! বল, ধাই মা, কি ব'ল্লেন ?

ধাই। আজ আরতি দেখ'তে যেতে ছক্কন পেয়েছ ?



জু। পেরেছি ।

বাই। তবে শীগগির মঠে যা, কেউ একজন দেখা  
পন্নীবরণ করবে বলে আছে পতির কেতা।—  
ঐ বে ঐ এখন দেখি রক্ত ছুটে গাল  
দেখতে দেখতে রাঙিয়ে তুলে ক'লে লালে লাল !  
বাও শীগগির মঠে যাও।—অন্ত দিকে আমি  
বাই খুঁজিগে মই একটা, উঠবে তোমার স্বামী,  
পাখীর ছানা পড়বে রেতে অন্ধকার হলে ;  
কেউ মরবে মজুর খেটে—কেউ বা চতুর্দোলে।—  
বা, শীগগির মঠে যা।—

জু। বাই শীগগির উঠিগে বাই—ভাগ্য চূড়ায় য়োর!—  
বাই মা তোমার ব্যথা সারবে এখন বে-ওজোর ।

বাই। কাজেই তাই—ফের খাটুনি হ'লেই পরে ভোর ।

## ২য় অঙ্ক—৬ষ্ঠ দৃশ্য ।

( মঠ—মধুরানন্দের কুটীর । )

গৌসাই ও রোমিওর প্রবেশ ।

গৌ। কক্ষের কুপার ঘেন এ মঙ্গল কাজে  
হয় শুভোদয় পরে, না হয় পশ্চাৎ  
হঃখ অহুতাপ কিছু ।

রো ।

কৃপা কর, হরি !

কিন্তু প্রভু, সহিব সকল হঃখ, পরে,  
মুহূর্তেক তরে যদি তাহারে এখন  
দেখিয়া হইতে পারি সুখী, তুলনার  
এ সুখের অতি তুচ্ছ হঃখ সে সকল ।  
এখন আপনি শুধু মন উচ্চারণে  
নিবদ্ধ করণ পাণিধর, শমনে  
না ডরি তা হ'লে—সেই প্রণয়ী-ধারক যমে  
পাই যদি প্রিয়ারে বলিতে আপনার !

গো ।

এই সব প্রথম আনন্দ কর হয়,  
বন্ধুকে বাক্যে যথা বহি পরশনে !  
অতি মিষ্ট মধুও স্মৃতিপিকর নয়  
উৎকট মিষ্টতে রুচি ক্ষুধা করে নাশ !  
প্রণয়ে ধৈর্য চাই, প্রণয় তবে সে  
হয় স্থায়ী, কালব্যাপী—প্রণয় তাহাই ।

জুলিয়ার প্রবেশ ।

ঐ আসে বরাননা ! আহা লঘুপদ  
চলিছে কি লঘুগতি ! ও পদ চালনে,  
কসিবেনা পাবাণের অক্ষর শরীর !  
প্রেমিকে চলিতে পারে উর্গনাত জালে  
অথবা তাহার মত স্তম্ভজাল বত  
ঐয় সমীরণে শূন্তে উড়ে উড়ে বার  
না হয়ে ধরার চ্যুত ; অবসর ভেমতি  
বৃথা—প্রেমের উদ্ভাস ।

জু।

প্রভু! প্রণিপাত !

গৌ।

অরোস্ত—মঙ্গল !

রো।

প্রেমসি, আমার চিত্তে আনন্দলহরী  
বহিছে খেলায়ে ঢেউ, তোমার (ও) হৃদয়ে  
ভেমতি উচ্ছ্বাস যদি বহে এ মিলনে,  
এসো তবে হৃদয়ে বসি এইখানে ;  
করো ব্যস্ত সে আনন্দ সঙ্গীতলাহন-  
বাক্যে তব, সুমধুর স্বাসে পূর্ণ করি  
সমীরণ ।—তুনি আমি প্রাণের আহ্বানে ।

জু।

সারবস্ত পূর্ণ বার করনা তাণ্ডার  
সে কভু করে না দস্ত বৃথা আভরণে ;  
নিজ ধন গণিতে সমর্থ হয় বার।  
কান্দাল তাহার। স্নানিচিত। প্রেমধন  
মম প্রাণে এতই প্রচুর, শক্তি নাই  
সংখ্যা করি অর্দ্ধভাগ তার ।

গৌ।

এমো সঙ্গে,

যত শীঘ্র পারি কার্য করি সমাধান ।  
তোমরা হৃদয়ে একা খেকোনা এখন,  
নহে তা'উচিত এবে—নহে যতক্ষণ  
একান্ত, মিলিত হয়ে শাস্ত্রের বিধানে ।

( নিষ্ক্রান্ত । )

## ৩য় অঙ্ক । — ১ম দৃশ্য ।

সাধারণের গমনাগমনের স্থান ।

মরকেশ ও বেনুবলের প্রবেশ ।

বেহু । মরকেশ, আমি তোমার হাতে ধর্জি, চলো আমরা এখান থেকে যাই । আজকের দিনটা বড় গরম, আর কপলতের দলের লোকেরাও বারু হয়েছে ; দেখা হলেই এখনি একটা দাসী কেনাদ্ হবে । এ গরম দিনে সবারই রক্ত সহজে আরো গরম হয়ে উঠেছে ।

মর । তুমি দেখ্‌চি তাদেরই একজন, বারা শূঁড়ির দোকানে সৈঁধিয়েই তলওয়ার খানা কোমর থেকে খুলে মেজের ওপর রেখে বলে, আজ বেন তোকে আর ছুঁতে না হয়, আর হ গেলাস্ টানতে না টানতেই হঠাৎ একজনকে ঘেরে বসে ।

বেহু । আমি কি ভেব্‌নি ছোট লোক ?

মর । বাও বাও, তুমি দেখ্‌চি ভালপাতার আঁশ, রাগ্নে আর হ'ন্ থাকে না । ভাত্তেও বেনন, আর ভাত্তেও ভেব্‌নি ।

বেহু । ভাত্তেও ভেব্‌নি কি ?

মর । তোমার মত আর একটা থাক্‌লে শীঘ্রই দুটো একটাকেও থাক্‌তে হতো না,—হজনেই মত্তে ।—তুমি কি ক' বক্‌ডাটে ? তোমার দাড়ির চেয়ে আর কারো দাড়িতে যদি

একগাছি চুল কম কি বেশী থাকে—তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে—মুগুরী কাটতে কেউ আঙ্গুল কেটে কেনে, তুমি জঁ সঙ্গে ঝগড়া করবে—কেন না তোমার চখের তারা কটাই কেউ রাস্তায় কেশেচে তো তার সঙ্গে ঝগড়া—কেননা তোকে কুকুরটা রোদ পোয়াছিল তার ঘুম ভেঙ্গে গেচে। গ্যাট্ বহর মরমের আগে একজন দর্জি একটা নূতন কোরতা গাঁ দিয়েছিল, তাইতে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। আর, কার সঙ্গে করেচো। আর একজনের সঙ্গে, সে এক জোড়া জরি-বসাদ্ জুতো পরেছিল বলে। ঝগড়া খুঁজে বের কত্তে তোমার আর একটি নেই। উনি আবার আমাকে উপদেশ দিচ্ছে কি না—ওহে ঝগড়া বিবাদ ক'রো না।

বেনু । আমি তোমার মতন ঝগড়াটে হলে আমার “লাই ইন্সিওরেন্স” থানা কেউ এক কড়া কানা কড়ি দিচ্ছে কিন্ত না।

মর । হট্, ওঁর আবার জীবনসংঘের ইন্সিওরেন্স। তার কি আবার কিছু মূল্য আছে?—কি নির্কোষ।

বেনু । ঐ দ্যাখো কপলতের মলের লোক আস্চে।

মর । কহু আস্চে,—আমি কি ওদের গ্রাহ করি?

তৈবল প্রভৃতির প্রবেশ।

তৈ । ( নিজ অহুচরের প্রতি ) তুই আমার পেছ তৈ আর, আমি গিরে ওদের সঙ্গে কথা কজি।—( মরকেশের প্রতি ) বলি ওহে শোনো, তোমাদের এক জনের সঙ্গে একটা ক আছে—একবার এদিকে আসবে ?

মর। একটা কথা খানি ?—তার সঙ্গে আর কিছু না?—  
একটা কথা আর এক হাত্ তলোয়ার হোক না ।

তৈ। আমি তৈয়েরি। একবার ঘাঁটিরে দ্যাখো না।—  
কে ও, মরকেশ ? তুমিই একজন রোমিওর সেখো না ?

মর। সেখো—সেখো আবার কি ? আমি কি তবে  
ভীর্ষের পাণ্ডা না কি ?—বাজী ধরে বেড়াই ?—এই আমার  
পাণ্ডাগিরির ছড়ি দ্যাখো,—গারে একবার ছোঁয়ালেই সেই  
বৈভরগীর পারে গে দাখিল হবে।—অ্যা, সেখো—আমি  
সেখো ?

বেহু। দেখো, এখানটার সকলে খাওয়া আসা ক'চে,  
একটু আড়ালে বাই চলো, আর না হয় তো তোমাদের হৃজনের  
কারো ওপর কারো আদাস্ থাকে তো ঠাণ্ডা হয়ে বলাকওয়া  
করো।—সকলেই আমাদের দিকে তাকাচে ।

মর। তাকাবার অন্তেই তো চোখ।—তাকাচে ? তাকাক  
না কেন। আমি কিন্তু এখান থেকে নড়্‌চি না ;—কারো  
খাতিরে না ।

### রোমিওর প্রবেশ ।

তৈ। ভাল, একটু স্থির হও, আমার বে জনকে দরকার,  
আমি তাকে পেয়েচি ।

মর। উনি কি তোমার জোন—কুবেণ ?—লাঙ্গল ঘাড়ে  
তোমার আগে আগে যান্ ?—তা ডাক্‌বার মত ক'রে ডাকো  
না,—এখনি মাঠে গিয়ে খাড়া হবে এখন,—সে হিসেবে উনি  
এক জন বটেন্ ।

তৈ। রোমিও শোন, তোকে আমি এতই নীচ মনে করি  
এতই ঘৃণার চক্ষে দেখি, তা আর কি বলবো! তুই পাখী—  
ছুঁচো—ছুঁচোর পাখী—বদ্ধ হারামজাদা।

রো। তৈবল, আমার প্রতি এ ভাষা তোমার  
সাধে না তোমার সুখে!—বরং আমি আরো  
ভালবাসা সৌভক্তের পাত্র সে তোমার;  
হেতু তার জাননা এখন। তাই বলি  
ক্রোধ সম্বরণ কর এবে। আমি তোমা,  
কমিলাম তোমার এ অসৎ সম্ভাব;—  
পাখী ছুঁচো নই আমি—জানিবে পশ্চাৎ।

তৈ। অরে ছোঁড়া, মিছে কেনো এ সব ওজর;  
পারিবি না এড়াতে আমার বাক্‌হলে।  
কেবু বল্‌চি—কেবু পাখী—খোল্‌ হেতিয়ার।

রো। শোনো বলি, তৈবল, এখনো কথা রাখো।  
কখনো অহিত কোনো করিনে তোমার।  
বত দিন হেতু তার না পারো জানিতে  
কান্ত হও তত দিন। নিশ্চয় জানিও,  
কপলন্ত-বংশধর, ও নাম তোমার  
আদরের বতনের সামগ্রী আমার  
স্বয়ং আমার নাম যথা।

যর।

কি হীনতা!

কলঙ্কের কথা, দিক্—কি ঘৃণার কথা!

আত্মহানিকর ধৈর্য্য একি ভয়ঙ্কর!—

অরে ও সুবিকহতা, তৈবল—এদিকে কেবু।

১। আমার সঙ্গে তুই কি চাস ?

২। আর কিছু না,  
খালি তোর তলোয়ার খানার কান্দুচ্ছে দে  
খাপ্ থেকে বার কর একবার—নে জন্দি নে।  
দেরি হলে আমার খানা লাকিয়ে ঝড়ে প'ড়ে  
তোর ছটো কান্ই কেটে দেবে—বুঝি ত ?

৩। আর তবে—আর।

( অসি নিকাষণ । )

৪। ভাই মরকেশ, তলোয়ার তোলো খাপে।

৫। আর তবে—দেখি তুই ক্যামন্ লড়াক্।

( উভয়ের অস্ত্র চালনা । )

৬। বেহুবল, কচো কি হাঁ করে ?—শীঘ্র খুলে  
তলোয়ার, হুজনেরই হেতের ছট্কে দে।—  
কাস্ত হও—কাস্ত হও—কাস্ত হও হুয়া  
তৈবল্ মরকেশ—রাজপথে অস্ত্র ধোলা  
রাজার নিবেধ।—কাস্ত হও হে তৈবল  
কাস্ত হও মরকেশ।

( তৈবল, রোমিওর বাহর নীচে দিয়া মরকেশকে আঘাত করিয়া  
সঙ্গিন্য সহিত প্রস্থান করিল । )

৭।

৮।—চোট্ লেগেছে !

ওদের ছটো গুটিই অধঃপাতে বাক্।—

বোধ হচ্ছে চোট্টা বুঝি সাংঘাতিকই হবে ;—

বিনি চোটে লে গ্যালো হা ?



**বেহু ।**

মর ।      সামান্ত—সামান্ত—চোট, ত্যামন্ কিছু নর,  
 আঁচোড়্ লাগা খালি ;—উঃ—এ বে বিলক্ষণ !  
 চাকরটা গ্যালো কোথা ?—শীগ্রি ডাক্তার ডাক্ ।  
 রে ।      ভর কি ;—চোট্ ত বড় বেশী নর ।

• (চাকর নিষ্কাশ)

[illegible]

ইদেরার মতোও না—চ্যাটালো গভীর,  
সিংদরোয়ার মতো—আড়ে দীর্ঘেও চোড়া নয় ;  
কিন্তু, এতেই বাবা, বস ! হ্যা দ্যাখ্ তোদের  
ছটো ওটিই আহাঃমনে বাক্—ছি-ছি-ছি-ছি !  
মানুষের মত মানুষ একটা মাটি করে গ্যালো  
একটা কি না কোঁকো হোঁড়া আঁক্-কাটা-খেলুড়ে,—  
ব্যাটা আর্জিধরে তলোয়ার্ খেলে স্তম্ভকরের মত ।  
( রোঃ প্রতি ) তুই কেন আমাদের মাখ্ খানে সঁধুলি !  
তোয় হাতের নীচে পড়েই ত চোট টা খেতে হলো ।

যো।      ভালো ভেবেই গেছলুম।

মর।      বেহুবল, আমার ধরে বাড়ী নিয়ে চলো।  
 নয় তো হেতাই মুছা হবে।—বা নিবংশ  
 তোরা দুটো ঘরই বা !

(যেদুবল ও মরকেশ নিবৃত্ত)

রো। এই ভদ্র লোক, ইনি কুটুম্ব রাজার,  
 আবারও আগের বন্ধু হারালেন আগ

আমারই সহায় হয়ে । ওদিকেও, হায়,  
তৈবলের মুখে হৃৎসনা,—যে তৈবল  
( সম্বন্ধে শব্দ ) আগ্রহহীন আমার ।  
হায় প্রিয়ে, সৌন্দর্য্য-মদিরা পানে তব  
হয়ে আছি বলহীন তেজোহীন আমি  
জীবন্ত সাহস ব্যর্থ ছিল আগে হৃদে ।

বেলুবলের পুনঃ প্রবেশ ।

বেলু । হে রোমিও, হায় হায়, গতানু এখন  
মহা প্রাণ মরকেশ, অত্মসংশয় ব্যর্থ  
ছিল হৃদয়ের আশা, গ্যালো সে অকালে  
ছাড়ি ক্ষুদ্র ধরাধাম—চির তুচ্ছ তার ।

রো । এ অন্তিম ঘটনা হে কাল মেঘবৎ  
ছলিবে গগন বক্ষে আরো বহু দিন,  
হৃৎধের স্মৃতি মাত্র এই,—নহে শেষ ।  
হবে অন্ত দিনে পূর্ণ পূর্ণমাত্রা তার ।

বেলু । তৈবল আক্রোশে ফের এদিকে আসিছে ।

তৈবলের পুনঃ প্রবেশ ।

রো । অসমস্ত বিজয়ী এ এখনও জীবিত !  
মরকেশ গত আরু ! ধৈর্য্য সমরণ  
বারে-বারে, আর হৃদে ক্রোধামি হৃৎকর—  
হও পথ প্রদর্শক মন !—রে তৈবল !  
যে হৃৎকাক্য বলিলি আমার কিছু আগে,  
প্রত্যুত্তর এবে তার শোন—তুই পাজী

নরাদম মানবকুলের কুলাঙ্গার !

অহো ! দেখ্ প্রেতরূপী মৃতক উপরে

ফিরে মরকেশ আই, সঙ্গে লয়ে যেতে

তোর কি আমার আত্মা, কিবা ছ'জন্যার !

তৈ । তুই-ই ছিলি সঙ্গী তার—তুই-ই সঙ্গে যা ।

রো । আর তবে,—কে যাবে এখনি হ'বে ঠিক্ ।

( উভয়ের অন্নচালনা ;—তৈবল আহত এবং ভূগতিত । )

বেহু । পালাও রোমিও—নীত্র পালাও—পালাও

আসিছে নগরবাসী, ভূতলে তৈবল ।

হতবুদ্ধি হরে হেন দাঁড়ারে কি হেতু,

হ'লে ধৃত, অন্নাদেয় হাতে যাবে প্রাণ

নৃপাদেশে !—এখনি সরিরা যাও দূরে ।

রো । অদৃষ্টের বিড়ম্বনা !

বেহু । হায়, এখনো দাঁড়ারে !

( রোমিও নিছাস্ত । )

নগরবাসীগণের প্রবেশ ।

১ম নঃ বাগী । মরকেশকে ধুন্ করে ধুনে কোন্ দিক্  
পালালো ছা ?

বেহু । ঐ রে—হোখা পড়ে ।

১ম নঃ বাগী । ওঠো হে—ওঠো,—চলো আমার সঙ্গে  
দোহাই মহারাজের, ভূমি ধুন্ করেছ,—এসো সঙ্গে এসো ; ওঠে  
দীর্ঘনিশ্বাস ।

পারিষদবর্গের সহিত রাজা এবং মন্তাগো  
কপোলত প্রভৃতি ।

রাজা । এ দাঙ্গাহাঙ্গামা পুনঃ কে করে আবার ?  
কোথা গেলো তারা ?

বেহু । মহারাজ, আজ্ঞা হয় আমি বলি সব । —  
ঐ যে পড়ে ওখানে, আঘাতিত উনি  
তরুণবয়স্ক যুবা রোমিওর হাতে ;  
কিন্তু অগ্রে তার, ঔর হাতে গভ-জীব  
মহাতেজী মরকেশ নৃপতি-আম্রীয় !

ক । কি — তৈবল ! আমার সেই শ্রালক-আম্রয় ?  
আমার জারার ডাঙ-হুত ? — মহারাজ  
প্রিয় কুঁচুঘুরে মোর করেছে হনন  
মন্তাগো-পুত্রের রক্ত করান দর্শন ।

রাজা । বেহুবল, খুলিয়া বলত কা হ'তে হুচনা ।

বেহু । রোমিও সুমিষ্ট বাক্যে বুঝিয়ে বিস্তার  
করেছিল বহুচেষ্টা বন্দ নিবারিতে ;  
বলেছিল রাজনের বিবেক কতই  
এ সব অহুয়া প্রতি, আগ্রহ করিয়া ।  
আরো বলেছিল, হির নেজে বৃহত্তাবে  
কৃতান্তলিপুটে কতই অনিচ্ছা তার  
বন্দে প্রবেশিতে ।

কিছুতেই তৈবলের অদম্য আক্রোশ

নিবারিত নহে তবু,—তুচ্ছ করি সব,  
 হিরদুষ্টে মরকেশ বক্ষ লক্ষ্য করি  
 খেলিতে লাগিল নিজ স্মৃতিক্ত কুপাণ ।  
 অতি ক্রোধে মরকেশও উত্তেজিত এবে,  
 সাহসী পুরুষচিত্ত প্রকৃতি-স্থলত  
 তেজে, মৃত্যু তুচ্ছ করি, বাঁচারে কোশলে  
 আপনীরে এক হস্তে, অন্য হস্তে ধরি  
 চালাইয়া নিজ অসি অতি তীব্র বেগে,  
 আক্রমিলা তৈবলেরে । রোমিও তখন—  
 ‘ধামো ভাই—ধামো ধামো’ ব’লে উচ্চৈঃস্বরে  
 আপনি ছুটিয়া গিয়া হ’জনীর মাঝে  
 অসিঘাতে হ’জনীর অসি নোয়াইল ।  
 তখন তৈবল বাহতলে রোমিওর  
 অস্ত্র হেলাইয়া ঘাতি বিপক্ষের কুক্ষি  
 ছুটে পলাইয়া গেল ।—অকস্মাৎ পুনঃ  
 অবিলম্বে আইলা কিরে রোমিওর কাছে ।  
 রোমিও তখন প্রতিহিংসা-উত্তেজিত,  
 বিলম্ব না করি আর, ক্ষণপ্রভাবৎ  
 খেলিতে লাগিল অসি তৈবলের সহ ।  
 আমি পল্ না পাই খুলিতে তরবারি,  
 নিমেষ ভিতরে হেরি তৈবল আহত ;  
 তখনি রোমিও ছুটে পলাইলা দূরে ।  
 এ যদি না, মহারাজ, সত্য কথা হয়  
 জন্মাদে করুন আশ্চা, করে শিরচ্ছেদ ।

কপ । মহারাজ, সত্য নহে এর কথা, শত্রু-  
দলভুক্ত এই জন, পক্ষপাতী হ'য়ে  
সর্বৈব বলেছে মিথ্যা,—সকলি অলিক ।  
একা তৈবলেয়ে ঘেরেছিল বিশজন—  
বিংশতি বধিবে একে বিচিত্র কি তার ।  
স্ববিচার প্রার্থী আমি, আপনি ভূগতি  
যীর ধর্মগুণে করিবেন সত্যরক্ষা ;  
রোমিও করেছে খুন তৈবলে নিশ্চয়,  
ইথে যেন রোমিওর প্রাণদণ্ড হয় ।

রাজা । রোমিও করেছে সত্য তৈবলে হনন,  
তৈবল করেছে হত্যা মরকেশে আগে,—  
তার প্রাণনাশ হেতু অপরাধী কে ?

নস্তাগো । মহারাজ, অপরাধ রোমিওর নহে,  
মরকেশ রোমিওর বরস্ত প্রিয় অতি,  
বরস্তে করেছে বধ প্রতিদণ্ড দেছে—  
এতে অপরাধ কিবা তার ?

রাজা । সেই অপরাধ জন্ত—আমার আদেশে—  
হবে নির্কাসন তার দেশান্তরে কোনো ।  
তোমাদের দুজনের এ অসুখা ঘেব  
সদা স্বন্দ-বিসহাদে আমাকেও শোক  
करेছে পাতকগ্রস্ত ; অর্ধদণ্ড তার  
এতাধিক পরিমাণে করিব এবার,  
বহিতে সে দণ্ডতার ভারগ্রস্ত হবে  
অনুদিন অনুভাপ বস্ত্রণা সহিবে ।

তব স্ততি আগতি ওজস্ব-অশ্রুণীর  
 মানিব না কোনো কিছু কহিলাম স্থির,  
 নিষ্ফল সে সব চেষ্টা নাহি প্রয়োজন,  
 নির্ভীকসন আজ্ঞা মম করো গে পালন ।  
 মুহূর্ত্ত বিলম্ব যদি শুনি তাতে হয়  
 প্রাণ দণ্ড সেই দণ্ডে আনিহ নিশ্চয় ।—  
 শবদেহ ল'রে যাও । আইস সত্বর  
 অবশিষ্ট আদেশ শুনাব অন্তঃপর ।  
 হত্যাকারী জন নহে ক্ষমার ভাজন,  
 প্রসরে হত্যার, হয় ছরাশা বর্জন ।

( নিবৃত্ত । )

## ৩য় অঙ্ক—২য় দৃশ্য ।

( কপলতের উদ্যান । )

জুলিয়েতের প্রবেশ ।

জু।

বাও—বাও—বাও শীত, স্বর্বারথবাহী  
 তুরঙ্গ তরঙ্গ-গতি, অগ্নিময় সুর  
 বাতি বনদলগৃষ্ঠে—বাও অন্তাচলে ;  
 কি হেতু বিলম্ব করো এত ? ঘরা করি  
 প্রাণি হরো, দিবস নাথেরে লয়ে গৃহে ।

হুসারখী সূর্য্য-রথে আগনি অরুণ,  
 কবাবাতে কেন না চালায় তুরঙ্গমে,  
 আনি দেয় তমসাবসনা তমসিনী !  
 আর লো বামিনী সখী,—প্রিয় সহচরী,  
 ছড়াইয়া দেলো তোর ঘন প্রাবরণ,  
 দেশভাগী প্রবাসীরা বেন শীঘ্র তার  
 হয় তত্ত্বা অতিভূত,—প্রাণেশ আমার  
 প্রবেশে সহসা আসি এ ভূক-লতার—  
 অলঙ্কিত অস্ত্রের—অস্ত্রের অবিদিত !  
 আর, সখি, স্ন-কৃক বসন পরি তোর,  
 ঢেকে দে আমার এই কপোলঘুগ্নলে  
 মত্ত রুধিরের ক্রীড়া—অকলে লো তোর ।  
 এসো, প্রিয়তম, এসো—রজনীর দিবা—  
 তামসী নিশিতে তুমি প্রকাশো ভেমতি  
 জ্যোৎস্না হিমালী যেমতি ! এসো নিশি,  
 প্রিয় সখি, দেখারে ভ্রামল ভূক-শোভা,  
 দে আমারে, দে স্বজনি, প্রাণেশ্বর মম !  
 গভ-আয়ু বধন হবে লো প্রাণেশ্বর  
 রাখিস্ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করি  
 তারকার রূপে করি দেহের ভূষণ !  
 তখন লো প্রিয়তম হবি এ ভূতলে,  
 করিবে না কেহ আর সূর্য্যের অর্চনা !  
 এত সাথে প্রেম-অট্টালিকা করি ক্রম  
 এখনও হলো না ভোগ, কি বিরক্তিকর ।



এ দিবা কি হুয়াবে না !—বালকের বধা  
 পর্কাহের পূর্ব নিশি হুয়ার না আর—  
 আছে বার পরিবার নব বাস ভূবা  
 ( পরিধান করুক বা-না ) এ দিবসও  
 ভেমতি আবার !—অই আসূচে ধাই মা !  
 সন্ধান আছেই কিছু ; শুধু যদি তাঁর  
 নাম করে উচ্চারণ, ত্বিভ-শ্রবণে  
 সে বাণীও অতুলনা দেবের ভুবনে !

[ দড়ীর সিঁড়ী লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ । ]

জু। ধাই মা, খপর কি গা—ও কি তোর হাতে ?  
 আনিতে যে রজ্জু আরোহণ আজ্ঞা দিলা,  
 তাই বুঝি ?

ধাত্রী। হ্যা-হ্যা-তাই ।

( ছুঁতে নিক্ষেপ )

জু। ওগো, কি খপর,—হ্যা গা ? অমন করে তুই  
 বসে পড়লি যে ?

ধা। হার হার কি সর্বনাশ !—বেঁচে নেই আর ?

( মুখে কপালে চাপড়ানো )

বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—আর ?  
 ওমা, আমাদের কি হ'লো মা—কি হবে মা—  
 কোথা যাবো গা ?

হা কপাল—হা অদেই—প্রাণে মারা গেল !

জু। ভগবান, নির্দাক্ষ হবেন কি এত ?

হার, কি ঈশ্বর জীবের হিংস্রক এমন !

কে আগে এ ভেবেছিল ?—হা রোমিও হা !

গাই । ঈশ্বর না হোন—হ'তে পারে অল্প জন ।—

হা রোমিও ! রোমিও ! এ কে আগে ভেবেছে !

হু । রে পিশাচি, নরক-বহন-কেনে দিস্ !

দয়া দয়া প্রাণে তোর কিছুই কি নাই ?

রোমিও কি আত্মঘাতী হয়েছ রে তনে ?

বল্-ওধু—হাঁ কি না ।—হাঁ যদি বলিস্—

কঠোর পরাণে তোর দয়া বিলু নাই ।

ও হাঁ-তে এতই বিব্—তককেরও বিব

অতি ছার তার কাছে, আনিম্‌নে মুখে—

জিহ্বা অলে বাবে তোর সে বিব-দাহনে !

হত্যা ক'রে থাকে তাঁকে কোনো আতঙ্কারী—

তাতেও বলিস্ হাঁ কি না—

এ 'হাঁ' 'না' তে দয়া বাঁচা আমার নিশ্চিত ।

গাই । নিজের চোখে দেখেছি গো কি চোট্‌ই বা সে !

আহা—সে দিকে কি চাওয়া বার,—ওগো

এতো খানি গো !

ঠিক পাক্কোরের নীচে—কি গহেরা বাগ্ !

বীর পুরুষের বুক—রক্ত কত-মুখে

ছোট্টে যেন পিচ্কারিতে—মাঝে মাঝে তার

গাঢ় ঘন কালিবর্ণ রক্ত পিণ্ডাকার !

সর্বদা ধূসর, আহা, পাণের মতন !

দেখে হার আমারই যেন বা মূর্ছা হয় ।—

জু। হৃদয় বিনীর্ণ হ—বিনীর্ণ হ রে তুই !  
কেটে বা শতধা হয়ে ! হতভাগ্য প্রাণ  
নিঃস্ব হলি একেবারে সর্বস্ব কোয়ারে !  
রে তুচ্ছ মৃত্তিকা তুই মাটিতে মিশে যা !  
চলচ্ছক্তি এইখানে যারে শেষ হয়ে ;—  
বা দেহ, হ'গে বা তাঁর এক চিত্তাশায়ী !

বাই। ভেমন্ সহায় আর কে ছিল আমার,  
অমন্ ভদ্র কেউ আছে কি গো আর ?  
হা তৈবল—হা তৈবল ! তোমার মরণ  
আমাকেও দেখতে হ'লো !

জু। একি ?—বড় একবারে উল্টে গেলো যে ?  
তবে কি রোমিও নয় ? তৈবল্ গেছে যারা—  
প্রিয়তম তাই সে আমার ?—না হুই-ই হত—  
প্রাণ তুল্য প্রিয় তাই, পতি প্রাণাধিক !  
এ অল্প অগৎ তবে বুঝা কেন আর,  
কেননা নিনাদে ঘোর প্রলয় বিধান  
বিচূর্ণ করিতে বিশ্ব ভূমণ্ডল । কেবা আর  
আছে তার—নাই যদি তাঁরা—প্রাণাধিক  
পতি প্রিয়, প্রাণ-তুল্য তাই !

বাই। তৈবল্ মরেছে—আর যেয়ে তৈবলেনরে  
রোমিও ও দেশান্তরী ।

জু। হা দৈব ! রোমিও  
তৈবল্ হত্যাকারী !

বাই। সেই ভারে মেরেছে গো !  
কি হুঃখু কি—হার !

হু। কে জানে এ কাল সর্প ছিল সে কুম্ভমে !—  
 সে বদন বার—তার ছবি কি এমন ?  
 কে জানে রাক্ষস-বাস সে রমা গুহার !  
 হরাগ্না স্বরূপ হেন ! প্রেত দেবরূপী !  
 দ্রোণকাক কণোত্তের পক্ষ আচ্ছাদিত !  
 ভরস্কু দেখিতে মেঘ শিত্ত ! অতি হের  
 বস্ত তার স্বর্গোপম শোভা ! বাহুদ্বন্দ্ব  
 বিপরীত—হৃদয় পরাণ ঘৃণাকর !  
 হরাগ্নন শুদ্ধজীবী, অথবা সুভদ্র  
 নরাধম ! হার, রিখ-প্রকৃতি প্রকৃতি  
 গঠিলে যখন সেই স্বর্গের দেউল  
 মানব সৌন্দর্য্যরূপে, নরকে তখন  
 কি কাজে ব্যাগ্ভা ছিল তুই ! নহে কেন  
 শঠতার বাস-গৃহ হেন অট্টালিকা !

ধাই । ক'রোনা কাহারো আর কথাটি প্রত্যয়,  
 কি পুরুষ কি মেয়ে, জেনো কেউই ভাল নয়,  
 অবিশ্বাসী মিথ্যুক সবাই গদ্যাক'লে  
 তাহা তুলসি হাতে ক'রে মিথ্যা কথা কয় !  
 সব শঠ সব মন্দ খাটি কেউই নয় ।—  
 এই সব ভেবে ভেবে এ দশা আমার—  
 সাথে বুড়িরে গেছি এতো—এতো কি বরেন !  
 যিক সে রোমোকে—তার মুখে কালীচূর্ণ !—  
 তুতোর বাপ আমার সে শিশিটা কোথা গ্যা ?  
 ও কথা বলিস্নে তোর জিহ্বা দগ্ধ হবে,

হইতে কলঙ্কভাগী অন্য নর তাঁর ।

সে ললটি সিংহাসনে প্রকৃতি আপনি

অভিষেক করেছে স্বয়ং মর্যাদার

সম্মাট করিয়া মহীতলে ! আমি তাঁর

ভৎসনা করিহু ।

ধাই ।

ওগো করো কি—বে, তাইকে তোমার

প্রাণে মেরে কল্ল খুন্ তারই গাছো শুণ ?

জু ।

গা'ব না পতির শুণ,—গা'ব তবে কার ?

করিব কি পতিনিদ্দা ?—হা জীবিতেশ্বর,

কে এবে তোমার নাম উচ্চারিবে মুখে

মধুমাধা রসনার, আমিই বখন

এতো নিদ্দা করি তব, পূরেনি এখন (ঙ)

পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল, বরিহু তোমার !

হুর্কৃত আমার ভাই মারিতে উদ্যত

তাই সে মারিলে তুমি তারে নিজ হাতে ।

বারে ও নির্ঝোষ অশ্রু নেত্র হ'তে কিরে

আদি উৎস তোদের বেধানে । এসেছিলি

ভুলে কর দিতে আনন্দে, সে এখন

নহে রে তোদের রাজা—তোদের ভূপতি

এবে খেদ । জীবিত আমার যিনি পতি,

তৈবল বধিত ধারে, নিহত তৈবল

পতি-হস্তা হ'তো যেই ; সুখের এ বটে !

কিন্তু হার শব্দ এক গণিল প্রবণে

সেই কণে প্রাণে ব্যথা এত পাই তার

মৃত্যু বার্তা হতে (ও) অধিক । কত ইচ্ছা  
করি জুলিবারে, হার, কিন্তু পারি কই ?  
মোছে না সে প্রাণ হ'তে, মোছে না রে বখা  
পাপীর হৃদয় হ'তে ছক্কতির স্মৃতি !  
“তৈবল মরেছে আর রোমিও নির্বাসনে ।”—  
অই শব্দ অই ‘নির্বাসন’ শব্দ, হার,  
বাজিল এতই প্রাণে—সহস্র তৈবল  
মরিলেও, সে বেদনা হ'তো না মরমে ।  
তৈবলের মৃত্যু বার্তা শুধুই প্রচুর,  
অন্ত বার্তা সঙ্গে নাহি ছিল প্রয়োজন ;  
অথবা হৃৎকথ ভালবাসে সদা  
আসিতে লইয়া সঙ্গী ; নতুবা কি হেতু  
পিতা কিম্বা মাতা, কিম্বা পিতা মাতা হই,  
মৃত্যুর-কবল গ্রস্ত কেন না শুনিবু ;  
সে হৃৎকথ, হার, ঘুচিত আক্ষেপ খেদে  
না শুনিতাম যদি ঐ নিদারুণ কথা—  
অই বাক্য “নির্বাসন”—একাই উহাতে  
পিতা মাতা—তৈবল—রোমিও জুলিয়েত—  
সবারই মরণ, হার, এক স্ত্রে গাঁথা  
কতই যে শোক তার, পরিমাণ তার—  
গভীরতা—বিস্তারতা—দৈর্ঘ্য—ব্যাপকতা—  
উপজে না মনে মাপ সংখ্যা কি ওজনে ।  
ধাই, বাবা কোথা—মা কোথা ?

ধাই ।

তৈবলের শব্দ বেথা—

কাছে বসে আহা উহ কক্ষে গো কতই !

সেখানে যাবে কি—চলো ।—

জু। চক্ষু-জলে প্রক্ষালন করিছেন তাঁরা  
তৈবলের কত-দেহ, ধামিবে যখন  
অশ্রুজল তাঁহাদের, আমার তখন  
প্রবাহিত হবে অশ্রু-ধারা, কেহ আর  
কোঁটা মাত্র ফেলিবে না রোমিওর তরে !  
রজ্জুগুলি তুলে রাখো । হা, মল্ল-কপাল,  
আমারও মতন তোরা বঞ্চিত হলি রে,  
এনেছিল রাজ পথ গঠিতে তো সবে  
মিলন-স্বপ্নের আশে কত ! কিন্তু হায়  
অদৃষ্টে আমার বাল-বিধবার দশা !

ধাই। শোনো বলি যাও এবে নিজের কুটীরে ;  
সাম্বনা করিতে তোমা—বাই আনিবারে  
প্রিয় রোমিও রে তোর, জানি কোথা তিনি—  
লুকায়ে আছেন সেই গোঁসাই-কুটীরে ।

জু। বা ধাই বা—আনগে খুঁজে, আমার মাথা ধাস্  
এ অঙ্গুরী দিস্ তাঁকে, বলিস্ একবার  
শেষ দেখা দিয়ে যেতে ।

( উভয়ে নিষ্কৃত )

## ৩য় অঙ্ক - ৩য় দৃশ্য ।

### মধুরানন্দ গোসাঁইয়ের মঠ ।

- গোঁ ।      রোমিও, বাহিরে এসো । এত ভয় কেন ?  
ভোমার শুণে কি ছঃখ মুখ হ'লো এতো ?  
না তুমিই ছঃখেতে এতো আশঙ্ক হয়েছো ?
- রো ।      শুকদেব, কি আদেশ করিলেন ভূপ,  
কি দণ্ড আমার ? নীত্র বলুন সংবাদ ।  
নূতন দুর্ভাগ্য হেন কিবা আছে আর  
পরিচর তার সহ হইবে আবার !
- গোঁ ।      সত্য, বাপু, পরিচর হয়েছো অনেক  
দুর্ভাগ্য সহিত তব ; তুনো এবে বলি  
করিলেন যে আদেশ নৃপ তব প্রতি ।
- রো ।      আর কি আদেশ হবে—প্রাণদণ্ড বিনা !
- গোঁ ।      না হে না, সে দণ্ড নয়, বৃহত্তর আরো  
দিকা আজ্ঞা নরপতি । দণ্ড নুহু এই—  
দেশান্তরে নির্কাসন ।
- রো ।      নির্কাসন ? হায় এতু, করুণা করিয়া  
বলুন নৃপতি-আজ্ঞা—প্রাণদণ্ড নয় ;



নির্কাসনে তর বত, মরণে তা নয়,  
বলো বলো কৃপা ক'রে—নহে "নির্কাসন" ।

গৌ । বরণ হইতে শুধু নির্কাসিত হ'লে  
পৃথিবী আছেত প'ড়ে বিপুল—বিশাল ।

রো । বরণার প্রাচীরের বাহিরে, গৌসাই,  
পৃথিবী ত নাই আর ; বা আছে কেবল  
নরক—নরককুণ্ড—বরণার দাহ !

এখান হইতে হওয়া নির্কাসিত বাহা—  
পৃথিবী হইতে হওয়া নির্কাসিত তাই ।

অতএব নির্কাসন নাম নহে ঠিক,  
মৃত্যুই স্বরূপ নাম,—পৃথিবী সে এই ।  
নির্কাসন নাম দিবে সোণার কুঠারে  
হাসিতে হাসিতে যেন শিরচ্ছেদ করা !

গৌ । মহাপাপ—মহাপাপ অকৃতজ্ঞ হওয়া ;  
দেশের বিধির মতে অপরাধ তব  
বিচারে বধের যোগ্য ; নৃপতি কৃপালু  
তব পক্ষপাতী হ'রে, তাহে অবহেলি  
নিদাক্ষণ "মৃত্যু" পরিবর্তে "নির্কাসন"  
বাক্য ধরিলেন যুখে ;—এ নহে করুণা  
ভবে করুণা কি আর ?

রো । করুণা এ নহে প্রভু—গীড়ন নিষ্ঠুর—  
মৃত্যুর হতেও এতে অধিক বদ্বন্দ্য ;  
স্বর্ণ এই, এই স্বর্ণে জুলিয়ে আমার ;  
কুহুর বিড়াল ক্ষুদ্র মুখিক প্রভৃতি

অপকৃষ্ট বত জন্ত এখানে থাকিরা  
 নিরধিবে জুলিয়ার বদন মহিমা,  
 রোমিও একাই তাতে বঞ্চিত থাকিবে !  
 অতি তুচ্ছ মজ্জিকা (ঙ) পাইবে যে মৃত  
 রোমিও মনুষ্যদেহে না পাইবে তাহা !  
 স্বাধীন উহারা—শুধু আমি নির্কাসিত !  
 বলিছেন আপনি প্রবাস মৃত্যু নয় ;  
 ছিলনা কি আপনার কোনো বিবোধধি,  
 ছিল না কি আপনার ছুরিকা শাসিত,  
 কোনো কিছু উপায় যতই হের হোক  
 অপঘাত মৃত্যু মম করিতে সাধন,  
 কেবল নিষ্ঠুর এই বাক্য এক মুখে  
 “নির্কাসন”—হে গৌসাই অপবাক্য উহা  
 স্বর্গ বিরহিত শুধু অন্তরেরই সাজে !  
 গৌসাই, বৈরাগ্যভাবে চিন্তে কি তোমার  
 নাহি করুণার বিদ্যুৎ, জ্বিতেন্দ্রিয় হ’রে,  
 নির্দ্বন্দ্ব-পাবান-প্রাপ্ত পাপক্ষরকারী,  
 স্নহৎ আমার হয়ে—কোন্ প্রাণে তুমি  
 ছিঁড়ে কুটি কুটি কর এদেহ আমার  
 নির্কাসন—নির্কাসন বলে বারবার ।

গৌ। ওরে ও নির্কোধ, কেপা, একটা কথা শোন—

রো। তুমিতো আবার সেই ঘুরারে ফিরারে  
 আনিবে সে কথা মুখে—সেই “নির্কাসন” ।

গৌ। রক্ষা-মন্ত্রে কবচ লিখিরা দেব তোরে

না বাবে নিকটে সেই কথা ;—দিব তোরে  
তবজ্ঞান—হৃর্ভাগ্য প্রাণীর সুধামৃত—  
বাঁধি ভুলে নির্কাসন-বাতনা তাহাতে ।

রো । ফের "নির্কাসন"—দূর হোক তবজ্ঞান !  
একটা জুলিয়ে তায় হয় কি গঠন ?  
পারে কি সরাতে তায় একটা নগর ?  
পারে কি সে পালটিতে দণ্ডাজ্ঞা রাজার ?  
এ যদি না পারে সে কিসের তবজ্ঞান !  
রেখে দেও—রেখে দেও, ও কথা তোমার ।

গৌ । বটে বটে—কেপায় শোনে না বটে কাণে ।  
রো । শুনবে কিসে—বিজ্ঞে বধনু চখেও দেখেনা ।  
গৌ । ভালো, তোর অবস্থারই বিচার করা হোক ।

রো । বোঝো না যা তার বিচার কি করবে তুমি ?  
আমার মত হতে যুবা নব বিবাহিত ;  
জুলিয়ে প্রেরণী হ'ত, বধিতে তৈবলে,  
মজিরে এ হেন প্রেমে হ'তে নির্কাসিত,  
তবে কথা বলিবার অধিকার হ'ত—  
অধিকার হ'ত কেশ ছিঁড়িরে মাথার  
নুদ্রিত হ'তে ভূতলে—বধা আমি দেখো !—

( নেপথ্যে কপাট ঠেলার শব্দ । )

গৌ । ওঠো ওঠো ওঠো বাবা, রোমিও, লুকাও ;  
হা দেখো কে আসে বুঝি !

রোমিও। আমি ত উঠছি, পারো নুকাইতে  
যদি নিখাসের ধূমে—নুকাও আমার !  
( নেপথে ফের শব্দ । )

গৌ। অই শোনো । ( উচ্চৈঃস্বরে )—কে ওখানে ?—  
ওঠোনা রোমিও ।  
ধরা গেলে আর কি ।—( উচ্চৈঃস্বরে ) একটু ধামো—  
বাই—বাই ।—  
বাও নীত্র আমার শয়ন-গৃহে ।—( উচ্চৈঃস্বরে )—বাচ্চি  
কি বিপদ ! নারায়ণ—তোমারই ইচ্ছা হে !  
কি বোকামি, হার !—ওঠো বাপু—( উচ্চৈঃস্বরে )  
আস্টি আস্টি—

কে তুমি হে ।—কোথা থেকে ? কি অন্ত্রে এসেছো ?  
ধাই । আগে সঁধুতেই দেও, বল্টি তার পর  
কে আমি, কি অন্য আসি, কার কাছ থেকে ।  
( দ্বার খোলন । )

আস্টি আমি জুলিয়েতের কাছ থেকে ।

গৌ। তবে এসো ।

ধাত্রীর প্রবেশ ।

ধাই । গৌসাই ঠাকুর, ওগো শীগগির করে ব'লো  
আমার মনিব সেই রোমিও কোথায় ?

গৌ। অই বে ধুলার গড়ে কাঁদিয়ে দেখ না ।

ধাই । ঠিক বে ঠাকুরপের মশা, তাঁরো এই তাব ।

গৌ। কি কষ্ট, কি কষ্ট, হার !

ধাই । যেয়েটাও ঠিক অম্নি দিন রাত ধরে

- কোঁৎ কোঁৎ কক্ষে আর কেল্চে চখের জল ;  
 মুখ চোক ফুলে গেছে ।—ওঠো ওঠো ওকিগো  
 গুরুব হয়ে কচো কি ও ! উঠে দাঁড়াও—ওঠো ।
- রো । কে ও, ধাই ?
- ধাই । আজে হ্যা ।—ম'লেই তো সব ফুকলো !
- রো । তুমি কি বলছিলে, হ্যাগা, সেই জুলিয়ের কথা ?  
 কি বলছিলে ধাই ? তিনি ভেবেছেন কিগা  
 হত্যা-ব্যবসারী আমি—ক্রুর আততায়ী ?  
 আমাদের আনন্দের শৈশবেই বটে  
 হয়েছে আনন্দ শ্রোত রুধিরে মিশ্রিত !  
 সে রুধির ও অন্তরঙ্গ জনের আবার !  
 কি বলো ? ক্যামন্ আছেন্—কি কচেন্—হ্যাগা ।
- ধাই । কখনও শয্যার পড়ে—কখনও ধরার,  
 কখনও শিহরি উঠি করেন বিলাপ  
 “তৈবল—তৈবল ব'লে,” কখনও চীৎকার  
 “রোমিও কোথায় গেলে” ব'লে ভূমে পড়ে ।
- রো । আমারই এ নাম তবে অগ্নি-অস্ত্র-রূপে  
 নির্গত হইয়া তাঁর বক্ষ করে চুর !  
 গোসাই, আমার বলে'দিন কোথা এই  
 শরীরে আমার—কোন্ বা অশ্রুত ভাগে  
 হিতি সে নামের, আমি এখনি তাহার  
 শাপিত ছুরিকা ঘাতে ধও ধও করি ।

( অসি নিকাষণ । )

- গো । থামো থামো, কর কি ? নিবারো অর্কাতীন

নৈরাশ্র-উদ্ভিত হস্ত ।—পুরুষ কি নও ?  
 আকারে নেহারি বটে, কিন্তু রেজুনীরে  
 নারীর হইতে হের। ক্রোধের অধৈর্য্যে  
 অরণ্যের পশুসম। সত্য বলি আগে  
 ভাবিতাম ধীর শাস্ত প্রকৃতি তোমার।  
 ভালো যেন বধেছ তৈবজ্ঞে, তা ব'লে কি  
 আপনারে বধিবে আপনি ? বধিবেও তারে  
 তুমি বার দেহমন প্রাণের পরাণ ?  
 হিংসি নিজ প্রাণে হবে ঘোর পাপভাগী !  
 দৈব—জন্ম—এ সংসার—সকলি সদয়  
 তোমা প্রতি ; চাও কি হারাতে একেবারে  
 এ শুভ সংযোগ এ তিনের ! ধিক্ তোমা—  
 ধিক্ ও গঠনে—প্রেমে—বুদ্ধিতে তোমার !  
 ঘোমের পুতলি মাত্র তোমার ও দেহ,  
 পুরুষের সাহস বিহীন। সত্যবদ্ধ  
 প্রেম—সেও হবে মিথ্যা বাণী ! হার ! হার !  
 হ'তে চাও হস্তারক সে প্রেমের তুমি  
 শপথ করিয়া বার করেছ গ্রহণ,  
 হতাশন সাক্ষী করি সত্য কর বার  
 আজীবন পালন করিবে প্রাণপণে ।  
 বুদ্ধি—বাহা স্বরূপের প্রেমের ভূষণ  
 তোমাতে বিকৃতি প্রাপ্ত হুর্দ্ধি সে আজ !  
 বৃথা নষ্ট হয়, বৃথা নষ্ট হয় বৃথা  
 মূৰ্খ সৈনিকের হস্তে, অজ্ঞতার তার,

বাক্স অনল কণা পরশে হঠাৎ !  
 তুমিও ভেমতি নিজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে  
 অজ্ঞতার আপনার ভস্মীভূত হও  
 আপন মেহ-রক্ষণ প্রহরণ যাতে !  
 কি হয়েছে, কি কারণ নিরুৎসাহ এত ?  
 হও পুরুষের যোগ্য ; জুলিয়ে তোমার—  
 বাহার কারণ এই ক্ষণকাল আগে  
 হয়েছিলে মৃতবৎ—এখনও জীবিত ।  
 স্নেহের কারণ এক এই ।  
 ভৈবলের অভিশাপ বধিতে তোমার  
 তুমি করিয়াছ সেই বিপক্ষে নিধন ।  
 স্নেহের কারণ সেও এক ।  
 বিধির বিধানে দণ্ড মৃত্যুই তোমার,  
 অমূল্য সেই বিধি তুই নির্বাসনে ।  
 স্নেহের কারণ সেও বটে ।  
 সোভাগ্যের ধারা বর্ষে তোমার উপর ।  
 স্নসন্ধ্য হইয়া স্নখ ডাকিছে তোমার  
 ক্রীড়া করিবার সাথে, তুমি কিনা তার  
 অসন্তুষ্ট নারী সমা ওঠ বজ্র করি  
 সৌভাগ্য—প্রেমসী—সবই ঠেলিছ চরণে ।  
 সাবধান—সাবধান, এই সব লোক  
 মরে অতি কষ্ট ভুগি । যাও এবিধ ঘরা  
 প্রিয়ার নিকটে—যথা ভাগ্যের নিধন ।  
 গিয়া কাছে করগে সাধনা স্নখা দান ;

বিলম্ব ক'রো না আর শীঘ্র যাও সেখা ।  
 দেখো, কিন্তু এসো চলে না হুটিতে আলো,  
 প্রহরার প্রহরীরা বলিবার আগে,  
 নতুবা নারিবে বেতে মাঝুরা নগরে !  
 সেই খানে কিছুদিন থাকো গে এখন,  
 সময় বুঝিরা গয়ে করিব প্রচার  
 তব পরিণয়তথা, ক্রমে বহুগণে  
 শাস্ত করি সকলেরে সমভে আনিব,  
 ভূগতি প্রসাদে শেবে মার্জনা লভিরা  
 ফিরারে আনিব দেশে । দেখিবে তখন  
 ছাড়িবার কালে খেদ হয় এবে যত  
 কিরিবার কালে সুখ শত গুণ তার ।—  
 যাও যাই, আগে তুমি ; মেয়েকে তোমার  
 জানাইও মম আশীর্বাদ । ব'লো আরো  
 বাটীর সবারে শীঘ্র শরনে পাঠান,—  
 শোকভার-গ্রস্ত সবে শীঘ্র রাজী হবে ।  
 রোমিও এখনি যা'বে সেখা ।

যাই ।      উঃ ! কি বিদ্যোই'গো !—যেন কথক ঠাকুর !  
 এমন জানের কথা—সারা রাত্‌ ধরে  
 দাঁড়িয়ে শুন্তেও তার পা ব্যথা করে না !—  
 কি হকুর, আসি তবে, বলি গে ঠাকুরকে  
 ঠাকুরটি আস্‌চেন তোমার ।—

রো ।      হ্যাঁ, যাও বলো গে ;—দ্যাখো আরো বলো তাঁরে,  
 আমার গল্পনা দিতে থাকেন প্রস্তুত ।



ধাই । এই অকুরিটা নিবু—সকলত স্বরূপ  
 ক্ষিত দিয়াছেন তিনি ।—আম্বনু সখর,  
 সন্ধ্যা হরে এলো ।

( নিদ্রাভ । )

রো । ( অকুরী হতে নইয়া ) কতই আশঙ্ক হলাম্ ।

গৌ । এসো বাপু, আর হেথা খেকোনা ।—অরোস্ত—  
 বাও শীঘ্র ।—এই হেথা দ্রব্যাদি তোমার ।  
 হর ছেড়ো রাত্রি শেষে চোকি না বসিতে,  
 নর কল্যাণ প্রাতে ছেড়ো ছদ্মবেশে কোনো ।  
 কিছু কাল মাঝুরাতে থাকগে এখন ;  
 ভৃত্যকে তোমার আশি পয়ে খুঁজে নেব ।  
 তার হাতে সমাচার পাঠাব পক্ষাৎ  
 ঘটনা যেমন হেথা ঘটবে বধন ।  
 এসো বাপু একবার কর আগ্নিকন ;—  
 অরোস্ত—কল্যাণ হোক ।—এসো—এসো তবে ।  
 রাত্রি হর, শীঘ্র বাও ;—বস্তি বস্তি—এসো ।

( পদযুক্তি নইয়া রোমিও নিদ্রাভ । )

৩য় অঙ্ক । — ৪র্থ দৃশ্য ৫৩৫



কপলতের বাটার একটি কুঠারি ।

কপলত, তাঁহার স্ত্রী এবং পার্শ্বের প্রবেশ ।

কপ। দ্যাখো, বাপু, নানাধানা বিপদ আপদে  
এতই ছিলাম ভ্রান্ত, এ কদিন আর  
কোন দিকে পারি নাই কিছুই করিতে ।  
তৈবলের মৃত্যু-শোক এতই লেগেছে  
মেরেটাকে, এ সময়ে তারে পারি নাই  
বলতে কিছু সাহস করে ।—তবে কিনা  
অগ্নিলেই মৃত্যু আছে—সবাই মরিবে !  
এ শোক তাহার কিছু নিয়ত হবে না ।  
রাত্রি আজ হয়েছে অনেক, আজ আর  
বলাই হবে না কোনো কথা । বলতে কি  
তুমি আছ তাই ; তা না হ'লে কোন্ কালে  
যেতাম শয্যায় ।

পা। এ ঘোর ছঃখের দিনে  
আমিও বলব না কিছু তাঁর ; কিবা হেন  
সুযোগও দেখি না কিছু ।—আসি তবে আজ ।

ক-পত্নী । আজ তোরে বলবই নিশ্চয়, তবে কি না—  
তার ইচ্ছা সেই জানে মনে । দিন রাত্



এসো, বাপু, বৃহস্পতিবারই তবে ঠিক ।  
 গিন্নি, তাকে শোবার আগে বলে যেতে চাও  
 সে যেন প্রস্তুত থাকে । তাকেও ত বটে  
 চেয়ে চিন্তে নিতে হবে ।—এসো তবে বাপ ।  
 কে আহিন্ রে, আলো ধর !—তাই ত একি,  
 কত রাত্টিই হয়েছে,—এ কি তোমার না কি ?  
 (নিকট ।)

## ৩য় অঙ্ক ।— ৫ম দৃশ্য ।

### জুলিয়েতের ঘর ।

রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ ।

জু। এখনি যাবে কি নাথ, এখনও রজনী ;  
 অই যে ডাকিছে ভ্রাতা—পাণিরা ও নয় !  
 ওরি স্বর ভরাতুর শ্রবণে তোমার  
 বিকিছে হৃদীকৃতর । এতাহ নিশিতে  
 দাড়িয়ের ডালে বসি ডাকে ও অবনি ।  
 সত্য বলি এগনি—ভ্রাতা ডাকে অই ।  
 রো। ও ত ভ্রাতাপাখী নয়, পাণিরা ডাকিছে,  
 এতাতের দূত ও যে এতাতী পারিছে,—  
 দেখো প্রিয়ে, আকাশের পূর্ব দিকে চেয়ে

হের দেখো আহা! ভাঙা ভাঙা মেঘগুলি  
পাশে-পাশে কিবা অরি দিবে সাঝারেছে  
স্বর্ষ্যকর রেখা । হিংসা করি আমাদেরকে  
যামিনীর দীপ সব নিবিয়া গিয়াছে ।

দেখো কি সহস্র মুখ, কুস্মাট আবৃত  
অচল মাল্যের শূভ্রে দাঁড়িয়েছে দিবা  
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে করি ভর ।—বাই, প্রিয়ে, বাই,  
বাঁচাই জীবন—হেথা মরণ নিশ্চয় ।

জু।

ও নহে দিবার আলো, জানি আমি জানি,  
কোনো উদ্ধা:পিও হবে, স্বর্ষ্যবাস্পময়,  
স্বর্ষ্যরথ সঙ্গে শূভ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে  
আকাশে পড়িছে ধসে পথ হারাইয়া,  
দীপ্তিধারী হয়ে এবে নামিছে ধরায়  
পথ দেখাইয়া তোমা সঙ্গে নিয়ে যেতে  
মাকুরাতে ।—খাকো নাথ, আরো কিছু কাল,  
বাইবার সময় এখনো হয় নাই ।

রো।

প্রিয়ে, ইচ্ছে তব থাকি হেথা,—তাল থাকিলাম ।  
ধরে ওরা ধরুক—পরাণে মারে—সই—  
প্রিয়ার বাসনা বাহা আমারও তাহাই ।  
বলিছেন উনি “নহে ও অরুণ আঁধি”  
আমি (ও) বলি তাই,—পাণ্ডুবর্ণ শশী-আতা  
মেঘের আড়ালে । কিবা নহে তুনি উহা—  
পাপিয়ার স্বর, উচ্চে উঠি বাহা  
ঠেকিছে গগন বন্ধে অত্র ভেদ করি ।

চিন্তাভারে নত আমি, আমিও চাহি না  
 ছাড়িতে এস্থান—নাথ থাকিতেই হেথা ।  
 এসো মৃত্যু আগত সম্ভাব করি ভেঁরে,  
 প্রিয়র বাসনা এবে তাই ; প্রাণেশ্বর  
 এসো করি সুখলাপ—দিবা এ তো নয় !  
 জু। দিবা বটে—দিবা বটে—কি নাথ বাও,  
 বাও ঘরা করি কণ বিলম্ব ক'রো না ।  
 পাপিয়ারট স্বর আই—হার ! আজি মম  
 তান লয় মূর জ্ঞান সকলি গিয়াছে ?  
 সকলি ঠেকিছে আজ্ বিরস কর্কশ  
 প্রতিমূল-বিদারক । আহা কি মধুর  
 প্রভাতে পাপিয়া স্বর—সে স্বরও আমার  
 শ্রবণ কুহরে বাজে কুঠার সমান !  
 কেহ বলে ভেক আর পাপিয়া পাখীতে  
 চক্ষু বিনিময় করে, স্বর ও বিনিময়  
 করিত যদ্যপি আরো ছিল ভাল তাঁর  
 বাহর বন্ধন ছিন্ন হ'ত না এরূপে  
 আমাদের ।—এসো নাথ, এসো,—ক্রমে আলো  
 বাড়িতে চলিল ।

রো ।

বাড়িতে চলিল ক্রমে

আমাদেরও বিপদ আঁধার ।

ধাত্রীর প্রবেশ ।

ধাই । ও মেরে ।

জুলি । কে গো,—ধাই ?

মাই। ও মা, দেখা দেছে আলো, আস্ছেন এ দিকে  
গিরি মা ঠাকরণ,—দেখো সাবধান হৈও ।

( খাতী নিঃশব্দ । )

জু। রে গবাক, আনরে দিবার আলো ঘরে,  
দে নিবারে জীবনের আলো চিরতরে !

রো। প্রাণেশ্বরী !—বিদার এখন হই তবে,  
একটী বার অধরে অধর স্পর্শ কর,  
তা হ'লে এখনি নাহি আমি ।

( চুপন দান ও রোমিওর অবরোধন । )

জু। গ্যালেকি,—হে প্রাণেশ্বর হৃদয়-বল্লভ !  
হে আৰ্য্য, হে প্রাণপতি, সু-সুহৃৎ মম !  
প্রতিদিন প্রতিঘণ্টা লিপি লিখো, নাথ,  
প্রত্যেক মুহূর্ত আমি দিবস গণিব।—

এ গুণনে কতই বরব হবে গত

আবার বধন পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ ?

রো। বিদার, হৃদয়েশ্বরী ! ছাড়িব না আমি  
কখনো কোনো সুযোগে জানাতে তোমার  
প্রণয় উচ্ছ্বাস আর প্রিয় সম্ভাষণ ।

জু। কেন দেখা হইবে কি, নাথ ?

রো। সংশয় কি তার ?

তিলান্বিত করোঁ না দিবা । সে পুনঃ মিলনে  
কতই না হবে সুখ এ সব স্মরিয়া !

জু। কি মন ভবিষ্যতাবী হৃদয় আমার,  
তোমার নিরখি, নাথ, বেন শব-মেহ—

পাংশুল বিবর্ণ জীর্ণ স্থানে শায়িত ।

হর দৃষ্টিহারা আমি—নর তোমা হেরি

পাণ্ডুর নিশ্চর অতিশয় ।

রো ।

হার, প্রিয়ে,

আমিও তোমার ঠিক দেখি সেই মত !

কিছুই ও নর, শুধু খেদে আমাদের

হৃদয়-শোণিত শুক হয়েছে এ তাই ।—

বিদার, হৃদয়েবরী, বিদার—বিদার !

( রোমিও নিদ্রাভ )

ক-পত্নী । ( নেপথ্যে )

জুলিয়ে,—জুলিয়ে ?—শয্যা ত্যাগ করেছে কি ?

জু । কে ডাকে গা,—মা, না কিও ?—ওমা এত ভোরে ?

এখনো শোওনি ইঁা গা ? না কি এতো ভোরে

উঠিয়ে এসেছো হেথা ।—একি ভাগ্য মন,

ইঁা মা হেথা পদার্পণ তব ?—কেন মা এ

রীতিবিপরীত গতি তব ?

কপলত-পত্নীর প্রবেশ ।

ক-পত্নী ।

ওমা একি ?

কি হয়েছে,—এমন কেন ?

জু ।

অস্থখ বড়, মা ।

ক-পত্নী ।

তা হবে না—খালি কান্না—খালি দীর্ঘশ্বাস,

তা কান্নলে কি আর তাইকে পাবি কিরে ?

তাই বলি, মা, দাঁত দে । কখনো তা বটে



অতি শোক হয় অতি স্নেহের লক্ষণ !

কখনো বা অতি শোক অজ্ঞান লক্ষণ ।

জু। তা হোক মা, আমার কাঁদতে দেও মা এ হুঃখে,  
না কেঁদে এহেন শোকে কেমনে থাকিব ?

ক-পত্নী। লাভ কি বল—কতিই শুধু তাতে । হায়,  
হারান-বন্ধুরে কিরে কিরে পাওয়া যায় ?

জু। কিন্তু যারে হারাইয়ে প্রাণ কাঁদে এতো,  
না কেঁদে তাহার তরে, থাকা কি গো যায় ?

ক-পত্নী। বুঝি বা সে নরাধম বেঁচে আছে বলে'  
প্রাণে তোর এত শোক, নহে সে কেবল  
তারের মৃত্যুতে তোর ।

জু। কে নরাধম হ্যাঁ মা ?

ক-পত্নী। আর কে—রোমিও নরাধম ।

জু। ( স্বগতঃ ) তাঁতে আর নরাধমে অনেক অন্তর !

( প্রকাশ্যে ) নারায়ণ, অপরাধ ক্ষমা কর তাঁর !

আমি ক্ষমা করি তাঁর প্রাণের সহিত ।

অথচ তাহার জন্ত এত হুঃখ প্রাণে

তত আর কারো তরে নয় ।

ক-পত্নী।

হুঁচকার

আজো মরে নাই তাই বুঝি ।

জু।

হ্যাঁ, মা, তাই,

না পাই ছুঁইতে তারে এতক্ষণ প্রসারি

তাই এ দাক্ষণ হুঃখ স্বদরে আমার—

এত ইচ্ছা নিজ হাতে দণ্ড দিতে তার ।

ক-পদ্মী। সে দণ্ড আমরা দিব, প্রতিহিংসা শোধ  
 দিবই—দিবই—তারে, ভাবনা কি তার ?  
 সে অস্ত্রে কেঁদোনা তুমি । ছুরাঙ্গা পামর  
 পলাইয়া আছে এবে মাকুরা নগরে,  
 অতি শীঘ্র সেখানে পাঠারে কোন লোক  
 ব্যবস্থা করিব হেন, কোন হুঁওবধি  
 সেবন করারে তার পাঠাবো সেখানে  
 তৈবল্ গিয়াছে বেধা ।—তা হলে তো হবে ?

জু। মা, আমার হবে না তার ; যতক্ষণ আমি  
 না হেরি সে রোমিওরে—মৃত—ততক্ষণ  
 এ হৃদয় শোকতপ্ত রবে সর্বক্ষণ ।  
 দেও মা আমার হেন কোন লোক তুমি  
 দিব হলাহল আমি মিশ্রিত করিয়া  
 পান মাত্র তখনি সে ঘুমায়ে পড়িবে ।  
 যে নাম শুনিয়া হার ভাবিয়ে অস্থির  
 পারি না নিকটে গিয়া ছদ্মমুখি তার  
 ভ্রাতার মেহের শোধ দিতে ।

ক-পদ্মী ।

চিন্তা নাই,

দিব লোক একজন অতি শীঘ্র আমি,  
 প্রস্তুত করিয়া রাখো দ্রব্যাদি তোমার ।—

এখন শোন গো এক হর্বের সংবাদ,

জু। এ ছুঃখের সময়ে মা হর্বের সংবাদ  
 একান্তই প্রয়োজন,—বলো মা, কি বলো,  
 কি এমন আশ্চর্যের কথা ?

ক-পদ্মী ।

শোনো বলি,

তোমার কারণে সন্ধ্যা সন্তত চিন্তিত  
 পিতা তব, তাই তিনি ঘুচাতে তোমার  
 দারুণ এ মনস্তাপ, আনন্দের দিন  
 এক করেছেন স্থির, যা তুমি কখনও  
 আশাও করো নি, আর আমিও ভাবিনি ।

জু। এমন হর্ষের দিন কি, মা, তা বলো না;  
 মা তোমার পারে পড়ি, বলো না কি দিন ?

ক-পদ্মী । ওগো এই বৃহস্পতিবারে বিয়ে তোর ।

সম্রাট সৎকুলজাত সর্বগুণধর,  
 রাজার আদ্যীর আর সাহসী শ্রীমান্  
 গৌরব পুরুষ ধীর মহা ধনবান  
 পরিণেতা হবে তোর হয়েছে স্থস্থির ;  
 বড় সুখী হবি যা তুই !

জু।

হা কক, হা দেব !

এই আশ্বাসের দিন ! কখনো তো এতে  
 হব না গো সুখী আমি । এতো তাড়াতাড়ি—  
 কথাবার্তা হ'ল না,—হ'ল না দেখাদেখি  
 ছকনার আমাদের, হঠাৎ অমনি  
 বিবাহের দিন স্থির—এ কি কথা ইয়া মা ?  
 মা তুমি বাবাকে বলো এ বিয়ে করবো না,  
 কোনো বে-ই এখন করব না' মা, আমি ।  
 পরে যদি কখনও ইহার পরে করি,  
 বরং সে রোমিওকে বিবাহ করিব,

( জানো ত মা আমি তারে কত যুগা করি )

তবু পারশেরে আমি বরিব না কভু ।

বড় আহ্লাদেরই কথা বটে !

ক-পত্নী ।

অই আস্চেন তিনি,

নিজেরই তুমি বলো তাঁকে, শোনো কি বলেন্ ।

কপলত এবং ধাত্রীর প্রবেশ ।

ক । সূর্য্য বধন্ অস্তে বার তখন শিশির ঝরে  
ভাইপো রূপ সূর্য্য অস্তে বড় বৃষ্টি করে ।  
কি কক্ষে সে, এখনো কি তেমনি জলের কল,  
দিবা রাত্রি কালাকাটি চক্ষে ঝরে জল ;  
ক্ষুদ্র দেহে বেশ করেচে তিন্‌টীরই নকল,  
একটি সাগর—একটি আহাজ—একটি বড় বাদল ।  
চক্ষুহুটি সাগর—তাতে জোয়ার ভাটা খেলে,  
দেহটি তার আহাজ—বেন পালে উড়ে চলে,  
খান্ নিখাস নেত্র জলে বড় ঝাপটের বল,—  
হঠাৎ বন্দ না হয় যদি—বাবে রসাতল ।—  
তুনিরেচ কি, ও গিন্নি, আমাদের সে কথা ?  
ডিক্রি করে বসেছি তা হবে না অন্তথা ।

ক-পত্নী ।

বলেছি—তা, ও কিছুতেই শোনে না সে কথা ?  
হতভাগী, হাড় হাবাতি, চুলোর সঙ্গে ওর  
বে হয় ত বাঁচি আমি ।

ক ।

রেগো না—রেগো না,

একটু স্থির হও, গিন্নি, একটু সামাই করো ;

আমার সঙ্গে এসো দেখি, তনি ও কি বলে ।

সে কি কথা—চায়রা তাকে, পারশ বদ্যাপি  
বিবাহ করে উহাকে; ওরি ত সে স্নাষা ।  
সোভাগোর পরাকর্ষ ওর ;—রূপগুণ  
কি ওর এতো—যোগ্যপাত্রী হবে ও তার ?

তবে কিনা এ ঘটনা কত যোগাযোগে  
আমরা ষটিয়েছি তাই । আমাদের প্রতি  
কৃতজ্ঞ না হয়ে আরো অমত তাহাতে ?  
জু । না বাবা, ইহাতে কিছু স্নাষা ত দেখি না,  
যুগা বার হয়, তার স্নাষা কি আবাহ ?  
কিন্তু ভালবেসে যারা যুগার(ও) সামগ্রী  
মিতে চান—কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে আমি ।

ক । কি বলি, পাত্রী বেটী—ভণ্ড কু-তার্কিক !  
“স্নাষা” নাই—“কৃতজ্ঞতা ?” বটে, আর  
“কৃতজ্ঞতাও” নয় । শোন বলি আমি তোকে  
“স্নাষা, কৃতজ্ঞতা তোর” শিকের তুলে রাখ,  
প্রস্তুত হ’গে যা এখন, ভাল যদি চাস,  
ভাল মানুষের মত কথাটি না করে  
ধীরে ধীরে বোস্ গিরে মানের আসনে ।  
না যদি তা কর্বি, তবে হিঁচড়ে নিরে বাবো ।  
দূর হ এ বাড়ী থেকে তটুকি প্যাঁচানুখী ।

জু । বাবা তোমার পারে যদি, একটু কথা শোনো,  
একটু স্থির হও বাবা—

ক । দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী—  
বেয়ো আমার বাড়ী থেকে, নইলে এখনি

মুণ্ডটা না ধরে তোর দ্যাগে দেখো হেঁচে ।  
 তবে আমার গায়ের এ আলাদু হ'বে ।  
 শোন বন্ডি, বৃহস্পতিবার বন্দি না তুই  
 বন্ধনে বে করে তাঁর ধর্মপত্নী হোস্,  
 তবে তোর মুখ আর কখনো দেখবো না ।  
 ছপ্ করে রইলি যে? অবাক দিস্নে ক্যানো ?  
 উঃ হাতটা নিস্পিস্ কছে, কি বলবো আর  
 হ'হাত দিয়ে মুণ্ডটা তোর টেনে ছিঁড়ে নিলে  
 তবে আমার এ রাগ্ যায় ।—গিন্নি, হ্যাগে দ্যাগে  
 কতদিন তোমার আমার করি কত খেদ  
 ভগবান একটা বই দেন্নি আমাদেরকে,  
 একটাই এখন দেখছি একশ্ হ'তে বাড়ি ।  
 হার কেনো এ পাগিষ্ঠা আমাদের ঘরে ।—  
 দুহু হ পাঁচামুখী—দুহু হ মর ।

খাত্তী । ভগবান ওহু ভাল করুক । আহা এমন  
 গালমন্দ পাড়তে আছে গা । মনিবই হও আর ঘেই ।  
 তোমারিতো দোষ ।

ক । ক্যানো, বিজ্ঞ ঠাকুরটী, ক্যানো বলো দোঁ  
 কলে হর না ভাল ; না হর বকুবক করগে বা তোর ইয়া  
 কাছে ।—খাম্ বন্ডি ।

খাই । ওমা, আমি কি এমন মাথাকাটা কথা বলি  
 রাগ্ কেন ?

ক । বাবা—বা সরে বা, দ্যাখ্ ।

খাই । ও বাবা, হী পাতে পাবে না কেউ ।

ক । খুবড়ী বুড়ী থাম্ বল্চি—নর এখান্ থেকে বা  
কার্দিনি দেখাগে তোর কল্লানীদের কাছে, বা হেথেকে—হাঁদী  
ক-পন্নী । বড্ড বেশী রেগেচো ।

ক । রাগবো না ? এ যে খেপে বাবার কথা ।  
দিন নেই, রাত্ নেই, সকলো কি সকাল  
অষ্টপোর অহর্নিশি যুমন্ত জাগ্রত  
সদা চিন্তা কিসে ওকে সুপাত্কে দি ;  
এতকাল পরে পাই সুপাত্ একটী—  
উচ্চ বংশ, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, উচ্চ পদ,  
ধন অর্থ, অমিদারি, বাগান বাগীচা,  
ঘর বাড়ী গাড়ী ঘোড়া অঠেন্ অগাধ,  
সুপুরুষ সাহসী স্মরণ বুদ্ধিমান,  
নানা গুণে বিভূষিত, সমাজে সুখ্যাত,  
এ পাত্কে লক্ষ্মীছাড়ী আবাগী নির্বোধ,  
প্যান্‌পেনে কাঁছনে ছুড়ী, বলে কি না “চাই না,”  
“ও বিয়ে করবো না আমি”, “প্রণয় হবে না”  
“আমি কচি খুকি আমার অব্যাহতি দেও” ।—  
ভালো, না করিস্ বিয়ে আইবড়ো থাক্,  
তা হ’লে না হয় আমি করি সে মার্ক্‌না ।  
কিন্তু এ বাড়ীতে আর পাবিনে থাকিতে ;  
বা খুসি—যেখানে ইচ্ছা—চরে খেগে বা ।  
এই আমার সার কথা জানিস্ নির্বাস,—  
ব্যক্ত পরিহাসে নাই আমার অভ্যাস ।  
এখন্ দেখ্‌গে ভেবে, বুঝ্‌গে ভালো করে,

বৃহস্পতিবার দ্যাধ্ অতি সন্নিহিত,  
 ঠিক ঠিক ভেবে, বুকে হাত দিয়ে বুকে  
 বলিস্ আমাকে, আমি তাতেই হ'ব রাজি ।  
 এই পায়ে দেব বিয়ে, আমার যদি হোস্ ;  
 তা যদি না হোস্, তবে প্রতিজ্ঞা আমার  
 তিকা কর্—ওকিরে মর—পথে থাক্ মরে—  
 চেয়েও দেখ'ব না । পিতৃকুল নরকহ—  
 এই দিবা করিলাম সবার সাক্ষাৎ—  
 তার পর যদি আর মেয়ে বলি তোকে ।  
 আমারো বা কিছু তার কড়া কপর্দক  
 কোনো উপকারে তার কখনো আসবে না ।  
 সত্য বলি এ কথার করিস্ প্রত্যয়—  
 চৌদ পুরুষ নরকহ মিথ্যা যদি হয় ।

( নিঃসৃত )

জু। হায়, বর্গবাসী দেব, কেহ কি তোমরা  
 পাওনা দেখিতে মন ছদি মর্শ্ণ তল,  
 কি হুখে আমি যে হুঃখী কেহ কি দেখো না ?  
 হে জননী, তুমি গো যা, ভোজোনা আমার,  
 পথের ভিখারী করে দিও না তাড়ারে ।  
 একটি মাস—সাতটি দিন—বিলম্ব করো যা  
 এ বিবাহ করিতে সমাধা, তা না হয়  
 সাজাও বিবাহ-স্থান তৈবল-স্থানে ।

ক-গয়ী। কথাটি বলিস্ নে আর ।—বলিস্ নে আমার,  
 বা ইচ্ছা কর্গে বা তুই, চাইনা তোকে আর ।

( নিঃসৃত )



## কপলত জননীর প্রবেশ ।

ক: জ:। হ্যাঁ নাতনি একি কথা শুন্তে পাচ্চি সব ?  
 পারশূকে বিয়ে কহে চাসনে নাকি তুই ?  
 একি বুদ্ধি হোল তোর, ও গোড়া কপালী,  
 রূপে শুণে ধন-দৌলতে বোড়া বার নেই  
 তাকে যদি মনে ধরেনা, তবে তোমার বর,  
 পৃথিবীতে খুঁজেও আর-মিলবেনা কোথাও ।  
 মনের কথাটা তোর বল দেখি কি, খুলে ?

জু। মনের কথা আবার কি ?—বে কোরবোনা আমি ।

ক: জ:। বে করবেনা বটে ! তোর বে বড় দেখি ভেজ !  
 তোর কথাতেই হবে নাকি ? তাই বুদ্ধি ভেবেছ ?  
 ঢের দেখেছি কলির মেরে—তুই সবায় সেরা,  
 বাপের কথা, মায়ের কথা, পিতামহীর কথা,  
 এমন করে ঠেলে ফেলে কোথাও ত শুনিনি ।  
 কি মেরে হয়েছিস্ তুই, ঝিক্ ঝিক্ তোকে ।  
 বলে গেল বাবা তোর—ওজর করিস যদি  
 সবাইকে মারবে ঝ্যাঁটা, নিজে হবে খুণ ।  
 মিছে র্যালা করিসনে আর, থাকবে না ওজোর ।  
 পারশূকে বে কহে হবে, সেটা জানিস্ ঠিক্ ।  
 ভাল যদি চাস্ তবে বুঝে শ্রুবে চল্ ।  
 কুবুদ্ধি না ছাড়িস্ যদি, বা ইচ্ছে কর্ ।

( ক: জননী নিভ্রাত )

জু। ধাই রে, কিরূপে ইহা নিবারণিত হবে ?

ভগবান—ভগবান রাখো হে আমার,  
তুমিই সহায় দেব ! তুমি স্বর্গধামে  
একাকী রমণী আমি পৃথিবীতে পড়ে ।  
কি হবে কি হবে ধাই, বলো কি উপায় !  
হা দেব অগতঃপতি ছলিতে কি আর  
ছিল না তোমার কেহ, বালিকারে তাই  
বেড়িয়াছ, হে চক্ৰিন, বিড়ম্বনা জালে ?  
কি উপায় বল ধাই । হ্যাঁ গা তোমার মূখে  
একটীক কি সত্যনার মিষ্ট কথা নাই ?  
হার কি হবে আমার !

ধাই ।

আছে বই কি, এই শোনো—রোমিও প্রবাসী  
প্রকাশ্তে এখানে আর পাবে না আসিতে ;  
দাবি দাওয়া করিবে যে তোমার উপর—  
সে পথ নাহিক আর তার । হুঃসাহসে,  
করেও যদি সে হেথা, থাকিবে লুকারে ।  
অতএব আমি বলি, বিচারে আমার  
তোমার উচিত হয় এ বিয়েট করা—  
এই ধনী পাণ্ডীকে । আহা, কি সুন্দর !  
বাক্যপক্ষী সম চক্ষু কিবা তেজ(ই) তার ।  
এঁর কাছে রোমিও ত ছড়াছাড়ীর ভাতা !  
দেখো মেয়ে বড়ই সৌভাগ্য এ তোমার ;—  
দ্বিতীয় পতিকে নিরে খুব সুখী হবি,  
কেন না, এ তার চেয়ে সর্বাত্মকই ভাল ।  
আরো দেখো প্রথমটা—সে মরারই দাবিদ

বেঁচেও বখন তাকে পাবেনাক আর  
এবে তার মরা বাঁচা ছইই সমান ।

জু। ধাই, তোর, এ সব কি মনোগত কথা ?  
ধাই। "মনোগত" কি গো—এ বে প্রাণগত কথা !  
না, হয় তো ছরের মাথাই ধাই ।

জু। তথাস্ত ।  
ধাই। কি—কি বনে ?

জু। বল্টি বে সাধনা তুমি উত্তমই দিবেছ,  
অতি পরিপাটি, ধাই, সাধনা এ তোর,  
বলোগে গিল্লিকে, এবে আমি মঠে বাই ।  
বাবার আমার প্রতি বড়ই বিরাগ,  
তাই আমি বাই সেখা ঠাকুর দর্শনে ;  
অন্তর স্তব্ধ কিছু হয় যদি তার,  
আর যদি মাথা খুঁড়ে ঠাকুর দেবতার  
বাবার বিরাগ কিছু কমাইতে পারি ।  
ধাই। উত্তম ঠাওরেচ,—এতো বড় ভাল কথা ।  
এখন আমি বাই ।

( দ্বিতীয় নিক্রান্ত । )

জু। কি পিশাচী মাগী এ গা, পাণ্ডিতী চণ্ডাল !  
কিন্তু এর পাতকের কোন্টা গুরুতর,—  
এরূপে আমার ধর্মচ্যুত হ'তে বলা,  
না, বে মুখে শ্রিতমের শত শত বার  
প্রতিষ্ঠা করেছে কত, সেই মুখে ফের  
হেন কুৎসা নিন্দা তাঁর ।

বা কুটিল কু-মন্ত্রিনী—দুষ্টা পাণ্ডুরসী,  
আজ্ হ'তে তো আমার প্রাণ ছই ছই ।  
বাই গৌসায়ের কাছে—তিনি কি বলেন ;—  
সব ব্যর্থ হ'লে শেষ মৃত্যু নিজ হাতে ।

( নিঃশ্বাস । )

## ৪র্থ অঙ্ক । ১ম দৃশ্য ।

গৌসায়ের মঠ ।—কুটীর ।

( গৌসাই উপবিষ্ট ।—জুলিয়েতের প্রবেশ । )

- জু। ঠাকুর, সময় হবে কি, না আসবো পরে ।  
গো। না তেমন কাজ হাতে নাই,—কেনো গা মা !  
জু। কবার্টটা ভেজিয়ে দিন,—ঠাকুর আমার  
বিপদে উদ্ধার করে বাচান বাচান ।  
একা আমি বিপদ সাগরে মরি ডুবে ।  
কি উপায় বল' প্রভু, নিরুপায় আমি !  
সকল ভরসা আশা ফুরায়ে গিয়াছে  
আপনি চরণে যদি রাখেন এখন ।  
গো। হৃদিতে, তোমার হৃৎ আগেই জেনেছি,  
ভাবিয়ে না পাই খুঁজে বুদ্ধিতে আমার

প্রতিকার কিছু তার ।—ওনিয়াছি নাকি  
 এই বৃহস্পতিবারে বিবাহ তোমার  
 ধনাঢ্য পারশ সঙ্গে স্থিতির হয়েছে,  
 তার আর কিছুতেই হবেনা অন্যথা !  
 জু। তুনেছেন বলে দেব, বলুন কি ফল,  
 না পারেন যদিপি সে অন্তত বারিতে ?  
 উপায় তাহার যদি বলেন আপনি  
 আপনার বহুদর্শী জ্ঞানের বাহির,  
 বলেন যদিপি আরো মম প্রতিজ্ঞার  
 কলুব নাহিক কিছু, তা-হ'লে এখনি  
 উপায় করিব নিজে এই অজ্ঞাঘাতে ।  
 অগন্তের পতি যিনি তিনিই আপনি  
 আমাদের দুই হৃদি করিলা সংযোগ,  
 আপনি করেন বোগ কর দোঁহাকার ;  
 সে কর আবার যদি অন্য কারো করে  
 হয় বন্ধ পুনরায়, কিবা এ হৃদয়  
 হয় অন্যজনগামী—হেন অবিবাসী,—  
 তা হ'লে করিব দুইই ছিন্ন এ আঘাতে ।  
 বহুদর্শী বহুজ্ঞানী আপনি গৌসাই  
 উপদেশ হেন কোন কল্পন আমার  
 যাতে রক্ষা পাই এই বিপদসাগরে ।  
 বলুন সংক্ষেপে—আর চাহিনা বাঁচিতে ।  
 গৌ। যা তুমি স্থিতির হও ;—এক যুক্তি আছে,  
 পারো যদি অবলম্ব করিতে তাহার ।

এ বিবাহ নিবারণ উদ্দেশে যখন  
মরিতে উদ্যত ভূমি, তখন বা বুঝি  
সে উপায়ও অবলম্ব করিতে পারিবে,  
মৃত্যু অমররূপই তাহা, পারো যদি বলো  
সাহসে বান্ধিতে বুক, বলি সে উপায় ।

জু।

এ কুকার্য্য অপেক্ষা বলেন যদি প্রভু,  
পড়িয়া মরিতে অই হৃগ্গচূড়া হতে,—  
তাও পারি ; পারি তা—ও বলেন বদ্যপি—  
ত্রমিতে দস্থ্যর সাথে ; অহি সঙ্গে বাস  
এক গৃহে ; ক্রোধিত ঋকের সহ এক-ই  
শৃঙ্খলে থাকি বাধা ; কিম্বা থাকি একা  
শবদেহ সঙ্গে বাধা অস্থিশয্যা পরে  
অশানেতে । হৃৎকম্প হতো আগে ভাবি  
যে সকল, পারি সবি এবে অকাতরে,—  
নারি কিন্তু কুপত্নীর কলঙ্ক সহিতে ।

গৌ।

ধরো তবে যাও গৃহে এ আরক ল'রে,  
হওগে সন্মত এ বিবাহে । কালনিশি—  
কাল বুধবার—বিবাহ পূর্কাকাল ?  
থাকিবে একাকী, ধাই ও বেন নাহি থাকে  
নিকটে তোমার, কিম্বা সে শয়ন গৃহে ।  
ল'রে এই শিশি সঙ্গে উঠিবে শয্যায়,  
উঠিয়াই, এই যে দেখিছ এতৈ জল  
করিও তখনি পান ; পানমাত্রে ইহা  
সর্ব্বাক শরীরে ভব শিরায় শিরায়

বোধ হবে ছুটিতেছে যেন কোন রস  
 স্নানতল, স্নানিঙ্গালু অতি ; ক্রতগামী  
 হইবে ধমনী,—দেহে না রবে উচ্চতা,  
 কঙ্ক হ'য়ে যাবে শ্বাস ; সম্ভবতা চিহ্ন  
 কিছু দেহ অবরবে না র'বে তখন ।  
 শুকাইবে ওষ্ঠাধর, গণ্ডের গোলাপ  
 হইবে পাণ্ডুর বর্ণ, নয়ন গবাক্ষ  
 নিম্নলিভ,—নিম্নলিভ যথা অক্ষি, যবে  
 যমরাজ যুদেন জীবনরূপ দিবা ।  
 বিশিখিল, আড়ষ্ট, অমুগ, হিমবৎ,  
 হবে দেহ গ্রহি সর্ক, সর্কাক শরীর,  
 এহেন নির্জীবভাবে থাকি দেড় দিন  
 উঠিবে জাগিরা পরে স্তম্ভোন্মিত যেন ।  
 বিবাহ বাসর প্রাতে আসিবে যখন  
 গৃহ পরিজন সবে নিকটে তোমার,  
 দেখিবে নির্জীব তুমি, তখন তোমার  
 দেহ নিকপের আগে ( আশ্রয়ভী দেহে  
 নহে বিহিত সংকার ) মঠে আনি শব  
 লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির সন্মুখে  
 অর্দ্ধদিন কাল রাখি যাইবে চলিরা,—  
 যথা চির কুলপ্রথা ভব । ইতিমধ্যে  
 মাকুরা নগরে লোক পাঠাইব আমি  
 রোমিওরে এখানে আনিতে অতি দ্রুত ।  
 পূর্ব হ'তে সাবধানে থাকিব অশানে

হইলেনে প্রতীক্ষা করিয়া মোহচ্ছেন ।  
 আশ্রিত হইবা মাত্র সেই নিশিযোগে  
 তোমা লয়ে রোমিও কিরিবে মাধুরাতে ।  
 জীবনভাব-স্থলভ ভয়েতে যদি নহ  
 ভীত, কিবা লুপ্তচিত্ত ( নানা বাসনার—  
 চঞ্চল রমণী চিত্ত সদা ) তবে এই  
 সহপার একমাত্র বিপদে তরিতে ।

জুলি ।

দেও ঠাকুর, এখনি দেও,—ভর পাবো—  
 সে ভর ক'রো না ;—এবে নির্ভর পরাণ  
 মন মম ।

গৌ ।

তবে ধরো লও, শীঘ্র যাও ।

দৃঢ়মনে এ সঙ্কল্প কর গে সাধন ;  
 আশীর্বাদ করি, হও সিদ্ধ মনোরথ ।  
 অবিলম্বে দিব বার্তা ভর্তারে তোমার  
 দূত পাঠাইয়ে তাঁর কাছে—এসো তবে ।

( জুলিয়ে কর্তৃক নিশি ও গৌসারের পদগুলি গ্রহণ )

অরোহ-কল্যাণ হোক ।—স্বস্তি-স্বস্তি-স্বস্তি ।

( জুলিয়ে নিদ্রাভা )



## ৪র্থ অঙ্ক ।—২য় দৃশ্য ।

কপলত-ভবন ।

কপলত, কপলত-পত্নী ও খাই ইত্যাদির প্রবেশ ।

ক । কে কোথা কি ক'ছে, একবার দেখে আসি ;  
নিজের চ'খে না দেখলে কোন কাজই হয় না ।  
ও গিন্নি, বেটীতো ঠাকুর বাড়ী গিয়েছিল  
গৌসাই তাকে ছোটো চাট্টে বন্ধিয়ে বলে থাকে  
মনটা তার নরম কিছু হলেও হতে পারে ।  
নছার বেটা—পাজি বেটা—এক ঝুঁরের শেব ।

জুলিয়ের প্রবেশ ।

এই যে আমার আশুগর্জি মেয়েটা আসছেন ।  
তার পর—থপর কি ? কোথা গিছলি হ্যাঁ গা ?  
জু । বাবা, আমি গিছলুম গৌসায়ের মঠে ;  
গাল মল খেয়ে প্রাণে বড় ব্যথা পাই,  
তাই গিয়াছিছ সেখা । দেব জালীর্কাদে  
পারি যদি কিছু শান্তি করিবার তার,  
সেই সঙ্গে তোমারও ক্রোধের কিছু, শান্তি ।

ক । তার পর—তার পর ।

জু । গৌসায়ের উপদেশে মনটা এখন  
হয়েছে অনেক সুস্থ, এখন বুঝছি

মহাপাপ অবাধ্যতা কথার তোমার ।

অকৃতজ্ঞ হওয়া ঘোরপাপ । উপদেশ তাঁর—

গদানত হয়ে, পিতঃ, তোমার চরণে

করিতে ক্ষমা প্রার্থনা—হইতে সম্মত

এ বিবাহে । পিতঃ, ক্ষম অপরাধ মম ।

এ মিনতি আমার তোমার শ্রীচরণে ।

( চরণে-প্রণিপাত )

ক । ( মহা উল্লাসে জুলিয়েকে উঠাইয়া এবং তাহার শিরঃস্রাব

ও মস্তক চুবন করিয়া )

ওঠো—ওঠো ;—ও কি করিস্—কেনো ও আবার ।

ওরে—কে আছিস্ যা—যা এখনি—এই দণ্ডে

আন্ গিয়ে পারশেরে, কাল্ই গোধূলিতে

এ ছটোর গাঁটচূড়া বেধে দিবে বাঁচি ।

কি জানি কখন কিসে আবার ফস্কাবে ।

জু । না, বাবা,—আর ফস্কাবে না ।

ক । ভাল—ভাল, বেশ বেশ,—এস্বিই ত চাই ।

মুখ তুলে কথা কও, মেশো ঘোসো হেসে ।

ওরে, কে গেলিরে আন্ তে তাঁকে,—শীগগির যা ।

ভাল গোঁসাই-ভাল-ভাল-বাহাজুরি বটে,

—দেশগুহ লোকটাকে ব্রহ্মা করে দেছো ।

জু । ধাই মা আমার সঙ্গে তুমি বাবে কিগা ঘরে ?

কোন গরনা কোথা চাই, কি সজ্জা করিলে

খুলবে ভালো দেখে শুনে, বেঁচে শুচে দেবে ।

কাল্ই হ'ল' দিন ।

ক-পত্নী ।

কাল্ নরগো—পরন্তু

কাল্ সবে বুধবার, কাল্ কি হ'তে পারে ।

ক ।

রেখে দেও ও কথা, ঢের সময় আছে ।

সব দিক আমি দেখ'ব, একা কর'ব সব ।

তুমি ঘরে বসে থেকো, একপাও ন'ড়োনা ।

যাও ধাই যাও, যা বলে, করোগে তাই ।

আঃ—তবু ঘুরে ফিরে, শেষ এক গুঁয়েটা

ঠিক পথে দাঁড়িয়েছে এসে । কি ক্ষুঁতিই

হচ্ছে প্রাণে ! বুক থেকে যেন কি একটা

বোঝা নেমে গেল ।

( কপলত নিবৃত্ত । )

## ৪র্থ অঙ্ক । —৩য় দৃশ্য ।

জুলিয়েতের কক্ষ ।

( জুলিয়েত ও খাত্তী । )

জু ।

খি-মা, তবে এসো এখন ঢের রাত হয়েছে ;

বাহা গোছা এক রকম ত শেষ করা গেছে,

একটু এখন শোও গে যাও, আবার খাটুনি

আছে কাল্ সারা দিন, আমারও চোখ হুটো

যেন জড়িয়ে আসি'ছে ঘুমে ।

কপলত পত্নীর প্রবেশ ।

মী । তোরা কি এখনো ভেগে ?

আমিও বাব না কি ?—দরকার থাকে বল ।

না, মা, না, তুমি শোও গে কোনোও কাজই নেই ।

হু'জনেই আমরা সব প্রায় শেষ করিছি ।

ধাইমাকেও শুভে বেতে বলছিহু এখন ।

পত্নী । রো-ও কি থাকবে না কাছে ?—ও থাক না কেন

থাকলই বা সারা রাত, তার ক্ষতি কি ?

কাজ ত কিছু নেই, তবে মিছে কেন থাকা ;

যুম্ব ধরেছে বড়, আমি এখনি ঘুমোবো,

কাছে থাকলে কেউ, তাতে যুম্বের ব্যাঘাত

হ'বে হু'জনেরই আরো—গল্প শুজ্ব ক'রে ।

না, মা, না,—হু'জনেই তোমরা যাও । না হয় ধাই

থাকুক গে তোমার কাছে, চের কাজহাতে

আছে ত তোমার, ওকে তোমার ( ই ) দরকার ।

ক-পত্নী । তবে যুম্বো তুই, যুম্বো তোর প্রয়োজন বটে ।

কদিন যুম্বু নে—আহা, যুম্বো ।

( ক: পত্নী ও ধাত্রী নিভান্ধ । )

জু । জীবন (ই) জানেন্ কবে দেখা হ'বে কেন !—

এ কি হ'লো ! শীতে বেন রিরি ক'রে দেহ,

বরুকের কণা ছোটে শিরার শিরার,

অরসর বত অঙ্গ, হুংকল্ল ঘন,

হৃদয়ের রক্ত বেন জমিয়া বেতেছে ।

—নিঃশব্দ—ভয় হচ্ছে—ধাই মা—ও ধাই ?

না না না—কেন বা ডাকি—কি করবে সে এসে  
সে ভীষণ কাজ হবে একাই সাধিতে।—আর তবু  
( শিপি গ্রহণ )

এ ঔষধি না ফলে বদ্যপি,  
তবে কি আমার কাল বিবাহ নিশ্চয় !  
না ;—তুমি থাকো হেথা,

( কোষর হইতে ছোরা খুলিয়া নিকটে রাখন )

তখন আছে এই ।

যদি এ বিবাক্ত হয়, গোঁসাই আমার  
বধিতে কোশলে যদি দিবে থাকে ইহা,  
আপনার অপবন করিতে গোপন ?  
আমার ও রোমিওর গোপন বিবাহ  
তিনিই ইহার আগে করেন সাধন,  
বোধ হয় ইচ্ছা তাই বধিতে আমার ।  
না, তা কদাচ নর, তিনি শুদ্ধমতি  
চির দিন, সকলে বিদিত সর্বকালে ।  
তাই যেন নাই হলো, কিন্তু শব-ভূমে  
অগাধ এ দেহ দেবে কেলে, প্রিয় যদি  
পূর্বে তার না হন সেখানে উপস্থিত,  
কি হবে আমার দশা হার, নিশাকালে  
সে স্থানে একা আমি থাকিব কেমনে !  
ভয়ঙ্কর স্থান সেই, শুনেছি সেখানে  
জিহাম নিশীথ ঘোরে প্রেতবানি বত  
নর-অস্থি নুকপাল লয়ে জীড়া করে ;

হাসি ঘোর অট্টহাস বিকট চীৎকার  
 জীবিতে পাইলে করে কত বিভীষিকা,  
 কেহ যদি বাধা দেয় তাদের ক্রীড়ার  
 জীবন্ত ধরিয়ে তারে দশনে চিবার !  
 কেমনে শুনিব একা সেখানে পড়িয়া,  
 সে অট্ট বিকট হাসি, ক্রন্দনের রোল  
 শ্রবণ মাত্রেতে নরে হৃৎকম্প বার,  
 কিম্বা মূর্ছাপাত কিম্বা মৃত্যু অকস্মাৎ !  
 তিন দিন মাত্র হ'ল মরেছে তৈবল,  
 প্রেতত্ত্ব ঘোচেনি আজো তার,  
 সে যদি আসিয়া কাছে সম্মুখে দাঁড়ায়  
 রুধিরাক্ত ক্রতস্থানে অঙ্গুলি ছুঁয়ায়ে,  
 কিম্বা অস্থিখণ্ড তুলি ক্রোধে হানে শিরে  
 প্রচণ্ড মৃত্যুর তুল্য, কে বাঁচাবে তবে !  
 অই যে নেহারি অই প্রচণ্ড আভার  
 জলে তার আঁধার ।—করে অন্বেষণ  
 ছুটে ছুটে চারি দিকে বিপন্নে তার ।—  
 দাঁড়াও তৈবল, ভাই, দাঁড়াও দাঁড়াও  
 দাঁড়াও রোমিও, আমি এই এমু বলে,—  
 তোমারই উদ্দেশে পান করি এ গরল !

( আরও পান এবং শব্দায় পতন )

## ৪র্থ অঙ্ক । — ৪র্থ দৃশ্য ।

কপলতের ভবন ।

( কপলত পত্নী এবং খাত্তীর প্রবেশ । )

ক-পত্নী । খাই ধরু এই নে চাবিগুলো, রান্নাঘরে কি দেখে  
অন্তে চোঁচোঁচি ক'ছে, যা একবার দেখে আর ।

খাই । রান্না ঘরে নয় গো ভেঁনু ঘরে । গরম মসলা আর  
আকুরান এলাচ্ বাদাম্ কিস্মিস্ আর কি কি চাচ্ছে ।

ক-পত্নী । তা খাই চাক্, দিগে যা বান্ ক'রে ।

( খাই নিদ্রান্ত । )

( কপলত স্বয়ং ভেঁনু শালের দিকে  
কিছু অগ্রসর হইয়া )

কি হে তোমাদের কদূর ; নেও হাত্ চালিয়ে নেও—  
কদূর এগিয়েচে—মতিচূর, নিখুতি, সীতেভোগ, রসগোল্লা,  
কীরমোহন, ছানাবড়া, পান্ডরা, পরেটা, পাঁপোর, শিলেড়া,  
আলুর দম্ পটোলের পুর, চপ্, কটলেট, কোস্তা, কাবাব,  
কোরমা, লুচি, কটী, মাল্পো আরো যে কি কি, এসব কদূর  
হয়েছে ? আর বাকি কি কি ?

খাই । তুমি যাওনা, শোওগে যাও, অতো কপলদালালী  
কেনো, রাত্ বেগে কাল একটা ব্যামো করে বসবে দেখ্চি ।

কপ । আরে না, এতে আমার কিছু হবে না ; রাত্ আগা  
আমার অভোস্ আছে, দরকারে কখনো কখনো সারারাত্ই

[ দৃশ্য ]

রোমিও-জুলিয়েট

JORASUNED 1585

গছি, তাতেও কিছু হয় নি। আমাকে আবারি ব্যানোর তর  
ধাও কি ? একটা রগুও ধরবে না।

একটা বস্তা ধরাধরি করে তিন জন চাকরের প্রবেশ।)

কি র্যাও ?

১ম চাকর। একে ভেনশালের সঙ্গে এক বস্তা রিকাইন  
টনি।

কপ। বা বা, শীগগির নিয়ে যা !

( ভূতগণ দিক্‌ভাঙ )

ওরে ও, তুই বাতো, খুব শুকনো শুকনো দেখে কাঠ বোঝা  
কত, ভেনশালে দিয়ে আর। তুই পার্শ্বি বাচাই করে নিতে,  
না হয় ভূতোর বাপকে ডাক্, চিনিরে দেবে এখোন।

চাকর। হজুর, আমাকে আর কাট্ চেনাতে হবে না।

( কিকিং অদৃশ্যবরে । )

আমার মত কাট্‌চোটাকে আর কাট্ চেনাতে হবে না।  
কাট কেটে' আমি আকাট চিনি।

কপ। মন্দ বলে নি, এ ব্যাটার দেখ্‌চি রসিকতা বোধ  
আছে।

( নেপথ্যে বাজাধনি )

জীন্—রাত পুইয়েছে—ভোর বে!—ও ধাই, ও গিন্নি, এখনো  
কি কচ্ছ, উঠে তোমাদের কি কি মেয়েলি শালের কাপড়ের কুত্তে  
হয়, করে ক্যালো না। জল সওয়া—হিরি সাঝানো—চালুধোয়া  
আর বা কিছু থাকে। আরো সব মেয়েদের ডাকো না।  
তাড়াতাড়িতে বাড়ীর মেয়েছেলেদের কাকেও তো আনা হয়



নি । ছটো চাটে পাড়াপড়্‌সির মেয়ে চেয়ে আনো না । চাওক  
চাউই বড় কষ্টেও হবে না, তুলিই এখন লাকিরে আসবে-  
বেস্ নামে বুড়ীরা পর্য্যন্ত ছুঁড়ি সাজে । ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো ।  
(নিকৃত)

## ৪র্থ অঙ্ক । — ৫ম দৃশ্য ।

জুলিয়েতের শয়নগৃহ ।

খাত্তীর প্রবেশ ।

খাই ।      ও মেয়ে, ওঠনা গো, কি অগাধ ঘুমই বাবু !  
ও বাছা জুলিরে, তুই এখনও শুয়ে কেন,  
দেখ দেখি এদিকে কত রোদুর দেখা দেছে ।  
ও মা লক্ষ্মী তুমি যে মা, আজ বেস্ কনে,  
ওঠো মা, ওঠো শীগ্রি, ওঠো সোনার চাঁদ ।  
সাজা শক নাই—একি, ঠেলে তুলতে হলো ;  
ও খুদে মা, মাঠাক্করণ, ওমা কাঁচা সোনা !  
তবুও ওঠে না, এ যে,—দেখি কি হয়েছে ।

(মসারির কোন্‌ জুলির।)

একি, এবে সাজকোজ্‌ ক'রে শুয়ে আছে !  
ঘুমের ঘোরে দেখ্‌চি কেন্‌ শুয়ে পড়েছে !  
ঠেলে তুলতে হ'ল । (গারে হাতদিরা ঠেলে  
ঠেলে ।) ওমা রাজলক্ষ্মী,—ওঠো ;

লক্ষ্মী মা আমার—ওঠো না গো-ওঠো-ওঠো ।  
 -একি সর্বনাশ ! ওগো কে কোথা ভোরা গেলি  
 মেয়ে যে আড়ষ্ট কাঠ, নিখেস পড়েনা,  
 হা কপাল, হার হার ! ওগো একি হ'ল  
 আয়না গো একজন কেউ—ছুটে আর হেথা,  
 চোখে মুখে দেনা বল ;—হা অভাগুগি হার !  
 হা, জুলিয়ে তোর মৃত্যু চখে দেখতে হ'ল ?  
 হা কপাল, হা কপাল,—হার, হার, হার !  
 ও কস্তা—ও গিন্নি, শীগগির হেথা এসো এসো,  
 দেখ এসে কি হয়েছে । ( শিরে করাঘাত । )

কপালত-পত্নীর প্রবেশ ।

এতো কিসের গোল ?

ধাই । ( মাথা চাপড়াত্তে ২ ) হা, কপাল, হা কপাল !

ক-পত্নী । ওগো কি হয়েছে বল ?

ধাই । আর কি হবে গিন্নি ঠাকরুণ কপাল পুড়েছে ।

ওগো বাছা জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেচে ।

( উর্দ্ধ্বাসে আসিয়া । )

ক-পত্নী । কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ?

ধাই । আর কি হবে, গিন্নিঠাকরুণ,—কপাল ভেঙেছে !

হার হার ! জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেচে ।

ক-পত্নী । ও জুলিয়ে, ওমা তুই অমন করে কেন ?

একবার থানি চেয়ে দেখ ! আমি যে তোর মা ।

তুই যে চখের মনি, ও মা, পুরাণ পুতলি !

সাত রাজারধন মাগিক তুই যে—কে হরিল তো

তুই বিহনে ককির হ'ব—ওমা একটা কথা ক !  
 খড়ে প্রাণ আনুক ফিরে—একটাবার চা !  
 আমি বে হুধিনী মা তোর—কোথা বাবি ছেড়ে !  
 একবার কোলে আর মা আমার, ডাক মা মা মা ব'লে  
 ও কহা, কোথা গেলে একবার হেথা এসো !  
 ও গো তোরা কে কোথা—গো একবার ডেকে দে !  
 হার হার কি হ'ল গো—প্রাণ কেটে বার !

কপলভের প্রবেশ ।

ক । ঘর থেকে বার কত্তে তোরা এখনো গালি নে !

চল'ত কোথা সে, দেখি—আমি সঙ্গে বাই ।

বাই । আর কোথা সে—যমে কেড়ে নেছে !

ক-পত্নী । দাঁড়িয়ে কেন আর—হার কপাল ভেঙ্গেছে

হৃদয়-সর্বস্ব খন যমে হরে নেছে !

হা রে দয়বিধি, তোর এই ছিল মনে !

ক । অ্যা বলো কি ? চলতো বাই আমি; দেখিগে কি ।

( গৃহে প্রবেশ করিয়া গারে হাত দিয়া । )

তাই তো এ যে নাড়ী নেই, হাত পা ঠাণ্ডা সব

সর্বস্ব বরফ ঘেন—দেহ কাঠবৎ !

ওষ্ঠ চটি কাঁক, ঘেন সেই পথ দিয়া

নির্গত হয়েছে খাসবারু হার, বখা—

অকালে তুবান রাশী হইলে পতন

সকল মাঠের শোভা পুষ্পটী যেমন

হইরে তুবানময় হয় শোভাহীন,

এ দেহ-কুহুম পরে ছড়ারে তেমতি  
সমন হয়েছে শোভা এর ।

কপলভ জননীর প্রবেশ ।

জ। কৈ কোথা জুলিয়ে সন্—সন্ দেখি সব, দেখি,  
এই যে আমার মা জননী—সোণার প্রতিমে  
মা আমার তুমি চলে—আমি থাকবো পড়ে !  
পারবো না তা—পারবো না তা, সঙ্গে নিরে চল ।  
( জুলিয়ের বকে পতন )

ধাই। পোড়া দিন

হার হার কোথা থেকে এলো ।

পত্নী। কি হুর্দিন,  
কি হুর্দিন হার ।

ক। হারে, নিদারুণঃকাল,  
এরে চুরি করে নিলি আমাকে কাদাতে  
সুখ, তবে কেন এবে না দিলু কাদিতে  
জিহ্বা বাধিয়ে নিগড়ে ?

মথুরানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ ।

গোঁ। কোলিক প্রবাহমত কড়া তো প্রস্তুত  
বাইবারে বিগ্রহ দর্শনে ?

ক। বাইতে প্রস্তুত, কিন্তু কিরিবারে নয় ।  
বিবাহ করেছে বম কড়াকে আমার  
পতনিশি । এবে বম আমাতা আমার ।

অই দেখো কোলে ক'রে কাল আছে ব'সে—

আহা, কি কুহুম নষ্ট করেছে পাবও

হুঁরাচার।—এখন মরিব আমি, যমে

দিব ধন অর্থ বধা সর্বত্র আমার,

এখন সে বমই একা সে বনে দারাদ !

(গোঁসামী ও কপলতের বহির্বাটীতে গমন ।)

ক-পত্নী । হা দগ্ধ, হৃদশাপূর্ণ হৃৎকমর দিন,  
অনাদি অনন্তগতি কাল(ও) কখনো  
এমন কদর্যা ঘণা জঘন্ত কু-দিন  
দেখে নাই চক্ষে তার ; হা, নির্দয়,  
একাকী—দোসর-শূন্য—সবে মাত্র এই  
ছিল কত্ভাধন মম এ জগত মাঝে  
হর্ষ প্রবোধের তরে, তারেও শমন  
চুরি করি নিয়ে গেলি দৃষ্টির বাহিরে ।

(নিকৃান্ত)

ধাই । পোড়াদিন, আঁট কুড়ো, লক্ষ্মীছাড়া দিন ;  
পোড়ামুখো, ভাল খেকো, সর্ব্বনেশে দিন,  
ও দিন—কুদিন তুই—খোর মন্দ দিন,  
কালামুখো হেন দিন কখনো দেখিনি ।  
হার হার, কি হুংধের—কি হুংধের দিন !

(রোমিওমানা কপলত-জননীকে লইয়া নিকৃান্ত)

## ৪র্থ অঙ্ক । — ৬ষ্ঠ দৃশ্য ।

কপলতের বাটীর সদর মহল ।

কপলত ও গোসায়ের প্রবেশ ।

( পারশের বাটী হইতে দ্রব্যাদি লইয়া কতিপয়  
লোকের প্রবেশ । )

আগন্তক । ( জনৈক ভৃত্যের প্রতি ) বাড়ীতে কারা গোল এত  
কিসের ?—কি হয়েছে গা ?

ভৃত্য । হবে আর কি—এতো জাঁক্, এতো ধুম্, এতো  
বাজনা, এতো বাজী এতো রোস্নাই—সব্ মাটী হলো হার,—  
কনেটী মারা গেছে ।

আগঃ । কি বল্লে, কি বল্লে—কি সৰ্কনাশ ! মারা গেছে ?  
কি ব্যামো হয়েছিল ?

( কপলতের নিকটবর্তী হইয়া )

হজুর, এই সব দ্রব্যাদি আপনকার আমাতার বাটী থেকে  
উপঢোকন এসেছে ।

ক । আর কেন ? আর কেন ? কি অন্যে এ সব ?

কিরে নিরে যাও ঘরে ; হুহিতাকে মম  
সঁপিরা দিয়াছি তুলে কুতাস্তের কোলে ;  
বম তারে নিরে গেছে স্নাপন আলয়ে ।

আগঃ । হজুর, কিসে এমন্ হবো ? হঠাৎ এমন্ কিসে হলে

ক। মাধামুগ্ধ জিজ্ঞাস কি ?—বিষণন ক'রে  
প্রাণ-ত্যাগ করেছে সে আপনা আপনি ।  
কোথা বিব গেল, তারে কেই বা দিলে এনে ?  
অদৃষ্টের কেন্দ্র সব । কি হ'বে ভাবিলে ।  
এ সব এখানে আর কেন ? নিরে বাও  
নিরে বাও—শীঘ্র কর দৃষ্টির বাহির ।  
নিরে বাও—নিরে বাও—এখনি তফাৎ  
করো সব ।

( আগন্তক ভৃত্যেরা প্রবাহিত লইয়া নিষ্কান্ত । )

গৌ। হি হি এতো অধীরতা কেন ? স্থির হও ;  
এই কত্যাগীতে দ্যাখো, ঈশ্বর—তোমার  
হৃৎকেন্দ্রেরই অংশ ছিল ; এখন ঈশ্বর  
একাই নিলেন তারে—সৌভাগ্য সে তার ।  
তোমার বা ছিল অংশ—না পারিতে তার  
রক্ষিতে কালের হস্ত হ'তে, এবে ভগবান  
রাধিবেন চিরকাল নিজধামে তারে ।  
তোমার আকাজক্ষা সীমা পার্শ্ববৈভবে  
বিভূষিত করিবারে দুহিতারে তব,—  
সেই স্বর্গ তোমার—না জানো অস্ত আর ।  
কি হেতু জন্মন তবে, গিয়াছে সে যবে  
বে স্বর্গ আকাশ-উর্ধ্বে সেই স্বর্গবাসে ?  
এ যদি হে স্নেহ তব তনয়ার প্রতি,  
অস্নেহ তবে কি আর ? সুহৃৎ হেরি তারে  
ছুটেতেছ জানশূন্য উদ্গাদের প্রায় ।

বিবাহিতা নারী বেবা জীয়ে বহুদিন  
বিবাহে অসুখী সেই ; সুখী মানি তারে  
যৌবনে বিবাহ ক'রে অল্প দিনে মরে !  
মোহ অক্ষ, মৃত্যুলাভ করহ স্থাপন  
মৃত্যুর হৃদয়োগরে ; বধা—কুল প্রধা,  
সুসজ্জিত করি শবে সজ্জা আভরণে,  
মঠ অভ্যন্তরে ল'য়ে, মঠের প্রাঙ্গণে  
রাখি সান্নিহীনমান, শুদ্ধি কামনার ;  
পরে তার ( আত্মঘাতী দেহীর সংকার  
নিষিদ্ধ শাস্ত্রের মতে ) ল'য়ে শবদেহ  
প্রোতভূমে করিহ বর্জন । সত্য বটে  
স্বজন মৃত্যুতে রীতি, স্বভাবের (ও) গতি,  
ক্রন্দন বিলাপ করা, কিন্তু কেনো সার  
স্বভাবের অলংকারা জানীহাতকর ।

পারশের প্রবেশ ।

পার । নিদারুণ, নিদারুণ, নিদারুণ কাল,  
ঈর্ষা ছল শঠতা—এতই আশা প্রতি,  
একেবারে আমারে করিলি ধরাশায়ী !  
হা গিরে ! হা প্রাণধন ! হা জীবন যম  
মৃত্যুই কামনা মোর প্রের ।

গৌ । আপনি অন্তরে বা'ন, শান্ত হোন্ গিয়া ;  
সান্ত্বনা বাক্যেতে তবে দিন্ গে প্রবোধ ।  
পারশ, আমার সঙ্গে তুমি এসো বটে ।



মৃতের মঙ্গল কার্য সাধ্য বত দূর  
সকলে প্রস্তুত হও সমাধা করিতে ।  
নারায়ণ তোমাদের দিলেন এ দুখ  
অবশ্য পাপেতে কোন, ক'রো না বিষুখ  
আরো তাঁর ।—জয়ান্ত ;—এখন আমি আসি ।  
( সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান । )

## ৫ম অঙ্ক ।—১ম দৃশ্য ।

মাঞ্চুয়া নগর ।—রাজ পথ ।

রোমিওর প্রবেশ ।

রো । স্বপ্ন যদি সত্য হয়, এ শুভ স্বপ্নে,  
মনে হেন হয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম ;  
অতি শীঘ্র পা'ব এবে হর্বের সংবাদ ।  
স্বচ্ছন্দ পরাণ আজ, হৃদি সিংহাসনে  
হৃদয়ের অধিপতি হইয়া বসেছে ;  
হৃদয় আনন্দে চিত্ত হেন প্রক্লিষ্ট  
ক্ষুধিতে শরীর যেন শূন্যে ভাসিতেছে ।  
স্বপ্ন দেখিছ যেন প্রিয়তমা মম  
কাছে আসি বেরিল আমার মৃতবৎ,  
( আশ্চর্য্য স্বপ্ন, মৃতে (ও) ভাবিতে পারে )  
দেখিরা, চুখিরা ওঠ, নিশ্বাস-প্রবাহে

প্রাণবায়ু দিয়া দেহে, দিল প্রাণ দান ।  
 বেঁচে উঠে দেখি, যেন হয়েছি সন্নাট ।  
 আহা কি মধুর প্রেম—প্রকৃত হইলে,—  
 ছায়াতে যখন তার এ সুখ আশ্বাদ !

বল্লভের প্রবেশ ।

কি বলভ, সংবাদ কি, বরণা হ'তে এলে ?  
 ভালো তো সব ? চিটিপত্র আছে কিছু  
 দিয়াছেন গৌসাই ? মা আছেন কুশলে ?  
 বাবা ভাল ? প্রিয়তমা আছেন কেমন ?  
 আবার জিজ্ঞাসি, জুলিয়ে ত ভাল আছে ?  
 সে ভাল থাকিলে ভাল সকলি আমার ।  
 তবে আর ভাল বই কি মন্দ হ'তে পারে,  
 ভালই আছে সে তবে ; দেহ খানি তাঁর  
 ঘুমারে রয়েছে মঠে, আত্মা গেছে চলে  
 স্বর্গধামে পুণ্যাশ্রা সাধুর নিকেতনে ।  
 কুলপ্রথা মতে তাঁকে মঠে নিয়ে গেলে  
 পরে আমি এসেছি এ কুসংবাদ লয়ে ।  
 এ মন্দ বারতা দিই কন্য প্রভু, মোরে  
 কুসংবাদ আনিবার হেতুই ত পাসে  
 কেলে এসেছিলে সেখানি

রো । সত্য কি, বলভ, প্রিয়ে প্রাণে বেঁচে নাই ?  
 তবে রে গগনচারী এই তাঁরা বত  
 অতি তুচ্ছ হের, আমি, ভাবি তো সবায়

আর ভয় করি না তোদের । বন্দভ শোন,  
প্রবাস-আবাস মোর আনিন্ তুই,  
আন শীঘ্র কাগজ কলম কালী হেখা,  
আজি রাজে রওনা হইব আমি ডাকে ।  
বন্দবস্ত করে আর ডাকের ঘোটক,  
সকলি প্রস্তুত বেন থাকে ।—ছাড়িবই  
এ মাধুরী আজি নিশাতাগে স্থনিশ্চিত ।

বন্দভ । আমার ব্যাগ্গতা, আপ্নি একটু স্থির হও ।  
সুখ চোখ কঁাকাসে হয়েছে বেন খড়ি,  
চেহারা দেখিলে হয় ভয় ।—কি আনি কি  
কাণ্ড একটা হয়ে পড়ে শেষ ।—

রো । আরে না না ;  
তোর ভয় হয়েছে, বা, কাছ থেকে সরে ।  
বা বলেছি কর্গে বা তাই, চিঠি পত্র কিছু  
গোঁসাইজী কি দেছে তোকে ?

ব । আজ্ঞে না ।

রো । ভাল নাই দিন্ কিছু, দরকার নেই, বা ।  
দেখিস্ বেন ডাকের ঘোড়া রাখিস্ ঠিক করে ।  
এলুম্ বলে, বা ।

( বন্দভ নিদ্রান্ত )

আজ নিশি, প্রিয়তমে,  
মিলাব আমার তহু তহুতে তোমার ।  
দেখি কি উপায় তার ; অহো, কু-কল্পনে  
কত দ্রুতগামী তুই পশিতে হতাপ-

চিন্তমাঝে । মনে হয় যেন এইখানে,  
ইহারি নিকটে কোথা ঔষধ বিক্রেতা—  
ছিল এক—

ইঠাৎ এক বেদিনীর প্রবেশ ।

বেদিনী । ( উঠেঃযরে )

বাৎ ভালো কোরি—দাঁতের পোকা বেরু কোরি—  
কাণকুট্রে ভালো কোরি ।—হেঁটে বাৎ—গেটে  
বাৎ—কুম্বে বাৎ—ভালো কোরি ।—সোঁৎ ভালো  
কোরি—বা ভালো কোরি—আতুলহাড়া—চোরালু  
ধরা—হাড়্ ফোঁড়া—হাড়্ বোড়া—কোন্তে পারি  
গো ।—বাৎ, হেঁটে—বাৎ গেটে—বাৎ—মিস্তি  
মুছো ভালো কোরি গো—বাৎ ভালো কোরি ।

রো । এতো দেখি আরো ভাল, দিকি যুটে গেছে,  
দোকানদানে কেনা বেচা—বহ বিষ তার,  
এদের কাছে না পাওয়া যায়, হেন জিনিস্ নাই  
হয় ত, খুঁজ্চি আমি বা তা এখনি পাইব ।

ওগো বাছা তোমার কাছে কি কি জিনিস্ আছে ?

বেদিনী । আমার কাছে নাই আবাব্ কি ? গাছগাছড়া  
বলো,—লতাপাতা—শেকোড় বাকোড়—আকোর আঙ্গুরা—  
পাখোরকুঁচি—বাঘের দাঁত্—প্যাচার পালক্—ছুঁচোর নাক্—  
বাদরের নোখ্—সব্ই আছে ।—চাও কি তুমি ?

রো । ওগো, আমি ও-সব কিছুই চাই না,

পারো দিতে কাঁচাটাক্ হেন দ্রব্য কিছু .

ধাইলে, তখনি রস তীব্রতর বার  
 ছড়াইয়া পড়ে সৰ্ক শিরায় শিরায়  
 অগ্নিবৎ ;—জীবনের ভারগ্রস্ত প্রাণী  
 মুক্তি পায় সংসার কারার ক্ষেত্র হ'তে—  
 একটা নিশ্বাসে আয়ু মিশায় আকাশে ;  
 বাক্রমে অনল ফিন্‌কি পরশিলে যথা  
 কামান অঁঠর হ'তে শূন্তে উড়ে বার ;  
 পারো দিতে হেন কিছু ? এই ধরো লও—  
 সুবর্ণের দশ মুদ্রা দিতেছি তোমায় ।

বেদিনী । “সুবর্ণের দশমুদ্রা” !—কেনো তা পারবো না ;

এই ঝুলিটিতে রকম্ রকম্ আছে কত—  
 ভ্রাণ মাত্র জীবনের প্রদীপ নিবায় ।  
 কি করে বা রাজারাজ্জ্ঞা কঠোর শাসনে,  
 আইনের কড়াকড় বিষ বেচা কেনা,  
 কোন কালে আমাদের ছুঁতেও পারে না ।  
 বেদের বেটীয়ে ধরে, সে বড় ছতুর  
 মানি মনে ।—বলো—তা কি চাও তুমি,—কেটো  
 না পাখুরে—না অহরে বিষ—বলো কি তা চাও,  
 আরোক—আরোক—না কি নিরেট কঠিন ?

রো । বাই হোক, চাই শুধু ক্ষণিকে বাহার  
 জীবন-বন্ধন খুচে বার,—দেও শীঘ্র ।

বেদিনী ।

এই ধর ।

( ওষধি ঘান ও ঝুলি কাখে তুলিয়া নিয়া )

রাত্‌ ভালো করি—বাৎ গেঁটে—বাৎ কুম্‌রে—বাৎ

কণ্ঠে—বাৎ ভালো কোরি—দাঁতের পোকা বার  
কোরি গো। (নিকটান্ত)

রো।

বিষ বেচে গেলো মোরে, ভাব্চে মনে মনে,  
পেয়ে সোণার চাকুতি কটি!—হার বিষ বাহা  
উহাকে দিলাম আমি ইহার বদলে  
তার তুলা হলাহল আছে কি অগতে?  
কত হত্যা মহাপাপ উহার প্রলোভে  
কতই ভীষণ কাণ্ড ঘটে তুমিওনে,  
ভুলনার তার এ গরল তুচ্ছ অতি।  
হে ওষধি, জীবনদায়ক তুমি মম,  
নহ হলাহল বিষ। চলো সঙ্গে মোর  
সেখানে, যেখান মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে।  
(নিকটান্ত।)

৫ম অঙ্ক । ২য় দৃশ্য ।

মঠ । মথুরানন্দের কুটার ।

মথু।

জানানন্দের গলা না ও—কে ওখানে?  
আরে এসো এসো এসো। তবে, কখন এসেছ  
মথুরা নগরীতে? কি বলে রোমিও?  
চিঠি পত্র থাকে কিছু দেও।—

গুহাবাসী ।

সঙ্গে করে

কাহাকেও বাবো ভেবে মনে, গেলাম খুঁজিতে  
আমাদের দলভুক্ত লোক কোন ( ও ) জন ;  
তার সঙ্গে এক ঘর পীড়িত গৃহীকে—  
( জানেন সহরে মহামারী উপস্থিত )—  
দেখিতে গেলাম দৌছে বার্তা জানিবারে ।  
ঘরের বাহিরে তার আসিয়াছি বেই  
অমনি কজন বাস্তবকে রোধিল ।  
ভাবিল আমরা বুঝি কোনো সংক্রামিত  
নগরবাসীর গৃহে করেছি প্রবেশ ।  
আট্‌কাইল আমাদের ; দরজার দিল  
সীল মোহরের চিহ্ন ।—গতিকে আমরা  
নারি যেতে মাঝুরাতে ।

গোঁ ।

কার হাতে তবে

আমার সে পত্রখানা পাঠাইয়া দিলে ?

গুহা-বা ।

কারো হাতে পাঠাইতে পারি নাই তার,  
না পারি পাঠাতে ফিরে প্রভুর ( ও ) নিকটে,  
সংক্রামণ ভয়ে সবে ভীত অতিশয়,  
নারাজ্ গৃহের বার হ'তে ।—

( চিঠি ফিরাইয়া দেওয়া )

এই নিন্ !—

মধু ।

কি ছুঁড়াগ্যা ! পত্রখানা গেলো না হে,  
জরুরী সংবাদ ছিল ।—ভাল করো নাই,  
পাঠাতে ভাচ্ছিল্য করে ।—অশেষ অনিষ্ট  
শেষে পারে সংঘটিতে ।—এসো গে এখন ।

গুহা-বা ।

নমস্কার । ( নিঃশব্দ )

মধু । একাই আমাকে এবে সেখা বেতে হ'লো ।

তিন ঘণ্টা পরে আর উঠিবে আগিরা

সেই বালা । ভয়ঙ্কর কথা—একাকী সে

অশান ভিতরে নিশিষোরে । রোমিওকে

আবার লিখিবো ।

( নিঃশব্দ )

## মে । অন্ধ । ওয় দৃশ্য ।

### মঠ । গুহাবাসী ও রোমিও ।

রো । মহান্ত গেলেন কোথা, দেখাটা হ'লো না,  
কোন পথে গেলেন, ছাই তাই নয় বলো ?

গুহা-বা । ওহে একে রাত্রিকাল, তাতে যেঠো পথ,  
ঠিক্-বলা সে কথা কঠিন, তবে বোধ হয়  
যেন অই হুড়ী পথে যান নদীতীরে ।

অশানের পথ ওঠা, ভয় হয়, পাছে  
ভূতেতুতে ছোঁয় রেতে ; তবে কিনা তিনি  
তুচ্ছাচারী সাধু ব্যক্তি ; রাম-রাম-রাম !

রো । ভালো, এ নগরে কোনো প্রধান ঘরানা  
মরিলে কখনো কেহ, সংকার্য্যে তাঁহার  
যোগ দিতে যেতেন কখন কি ?

আছে কি ভেমন কোনো যোগাযোগ আর ?



শুধা-বা । বটে বটে, কললত হুহিতার শব্দ  
 প্রেরিত হয়েছে বটে মঠ হ'তে আজ  
 সন্ধ্যার কিকিংপূর্বে শ্রাশান ক্ষেত্রেতে,  
 সুমার্জিত সুভূষিত সজ্জা অলঙ্কারে,  
 চির-কুল-প্রথা বধা তার।—

রো । ( স্বগত । ) আর ঘেরি করা নয়, প্রিয়ে মম গেছে  
 প্রেতভূমে, সম্বর চলো রে পদ সেথা ।  
 পাবো না দেখিতে আর সেই নিরুপমা  
 এ ধরণী মাঝে কভু । ( প্রকাশে )  
 মহাস্তম্ভ তবে  
 সেই সঙ্গে গিয়াছেন শ্রাশানে নিশ্চয় ;—  
 আমি তবে বাবাণী এখন, পাও লাগে ।  
 ( বাইতে উদ্যত )

শুধা-বা । আরে করো কিহে ? কোথা বাবে এত রেতে  
 আরে না—না নানা তা কখনো হবে না,  
 প্রাণটা শেষে পেঁচো দক্ষির হাতে কি ধোয়াবে !  
 প্রাতঃকালে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রো কাল,  
 আজ রাত্‌টা মঠেই কাটাও, আহাঙ্গাদি করো  
 তার স্নেহগাড় করে দেই ।

রো । না, বাবাণী দেখা কন্তে হবেই এখনি,  
 তিলেক সহসা কাল বিলম্ব হবে না  
 এতই অনুরূপ কাজ,—দোহাই বাবাণী !  
 ( হাত ছাড়াইরা লরে । )  
 পাও লাগে পারি।—ওরে গেলি কোথা,  
 আর সঙ্গে পিছু পিছু ।

বল্লভ । উনি কি মন্দই বলছেন, রাত্টিে আজ হেথা  
খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকলেই তো হ'তো,  
সকালেই গৌসায়ের সঙ্গে হ'তো দেখা ।  
সন্দের পর মড়া প্রশান মাড়িয়ে যেতে হবে—  
ও বাবা ! তা আমার কৰ্ম নয়, আমি পারবো না ।

রো । কেনো, কি হয়েছে সন্দের পর ?

বল্লভ । সে হ'লো পবিত্রির ঠাই উপদেষ্টার বাস—  
সেখানে সন্দের পর কাউকে যেতে নাই ।  
পেরেত্ বোনী—হৃত বোনি—বোনি বেন্দোদত্তি—  
শাঁকচিন্নি কঙ্ককাটা কতো কি সেখানে—  
রেতের বেলা—বাপ্রে বাপ্ সেখানে কেউ যায় ?  
দিনের বেলা যেতেই যায় পেরাণ বেরিয়ে যায় ।  
না মশাই—আমি পারবো না ।

রো । তবে তোর, মস্ত মস্ত হুটো পা—মস্ত হুটো হাত  
খড়্ টা বেন গাছের গুঁড়ি—বুকখানা আগোড়,  
কি জন্তে এ সব তোর ! থাকেন্ তাঁরা থাকলেন্ বা  
ভয় কি তাতে এতো । তাদের হাত্ পাও নেই,  
খড়্ টাও নেই ; হুয়ের মত গা, চখেও দেখা যায় না  
তাদের—কিসের তবে ভয় ?

বল্লভ । ঐ তো মোশর, ঐ তো আরো বেশী ভয়ের কথা,  
দেখতে যদি পেতুম্ স্মার চলতো হড়োহড়ি  
তা হলেও বা কথা ছিল । তাতো নয় কো, কোথাও নেই  
ঝড়ের মোড়োআপ্টা মেয়ে, ষাড়ের ওগন্ প'ড়ে  
সামনের মুখ ঝুরিয়ে এনে, একটা মোচড় দিলে

অগ্নি কাজ করসা হ'লো। না মশাই, আমার সাথি নয়।  
যেতে হয় তো যাও গে তুমি। একেই আর কি বলে  
স্বখে থাকতে ভূতে কিলোনো !

রো।

বস্—আর কথা না।

দ্যাখ্ তোকে বল্চি আমি, বাচ্-ই আর মন্  
তোকে সেখা যেতেই হবে, ভাল চাস্ তো চল্।  
না বাস্ তো—( অগ্নি নিষ্কাশন )

আধখানা তোর বুক পুরে দিবে  
এ কোঁড় ও কোঁড় করে তোকে সেইখানে পাঠাবো  
চল্ বল্চি আগে আগে।—

পাওঁ লাগে বাবাবী !

শুধা-বা।

আমি ভালোর লত্রে বল্ছিলুম তা শুনবে কেনো,  
নেহাত্ মতিছন্ন কিনা ?

রো।

( বন্নভের প্রতি )

চল্ এগো।

বন্নভ।

যেতে হয়তো পেছ পেছ বাবো, এগুতে পারবোনা।

( রোমিওর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ান )

রো।

ভাল, পেছ পেছই আর।

( উভয়ে নিষ্কান্ত । )

শ্মশান ও তৎসংলগ্ন রাজার মৃগয়াটবী

রোমিও ও বন্নভ।

বন্নভ।

( অটবীর বাহির হইয়াই । )

আমি আর এগুছি নি, এই খানেই দাঁড়াব।

তর কি মশাই, মশাই, এগুয়া। কাছে ত আছি।

আমি চাঙ্গিকে তাকাবো, বেই দেখবো তামিন্ কিছু

অগ্নি জানান দেবো, ভয় কি এগুননা ।

ভালো, তুই এইখানেই থাক্, আর এগুতে হবে না,

আর অস্ত্র খপরোধপর কিছুই দিতে হবে না ।

কেবল, দেখবি বধন মাহুব আস্চে কেউ

অগ্নি এই বাণীটার সিস্ দিবি কসে ।

( অগ্রসর হইল )

( স্বগত ) এ ক্রি এ বিষম স্থান—নিরুদ্ চারি দিক্

সাঁ—সাঁ করিছে শুধু দিগন্ত আকাশ ;

আকাশ উপরে—শূন্য—বিশাল বিস্তার

বিশাল বিস্তার নিরে ঘোর মরু দেশ ।

ভয়কৃত্ত খর্বর মিশ্রিত বালুরাশি

তরু তৃণ-হীন দেশ চণ্ড বিভীষণ ;

ঘোর ভয়ঙ্কর দৃষ্ট চৌদিকে কেবল

বিকট ধবল আভ নরশি কঙ্কাল

শমনের উপযুক্ত সাত্ত্বাভ্য এ বটে ।

( একা শ্মশানে প্রবেশ । )

প্রবেশ করিবা মাত্র রোমান শরীর,

কুৎপিণ্ড ঘন ঘন সহসা কল্পিত,

কি বিচিত্র, বদন্ত চকিতপ্রাণ ভীত

পশিতে এহেন স্থানে, আমিই বধন

সশঙ্কিত মাঝে মাঝে ভ্রমবৃত্ত ঘন ।

কখনো পবনধন্থ প্রথর উচ্ছ্বাসে

নাড়িয়া কঙ্কাল রাশি, কাষ্ঠ অর্জাকার

ঘুরিছে অশানময় নানা শব্দ করি,  
হয় ভ্রম মনে তার, কণে কণে কভু  
যেন কথা কহে কত অমানুষী স্বরে  
অশরীরী প্রাণিগণ দূরে কি নিকটে ।

কখনো বা পত্রহীন পাদপের ছায়া  
মাটিতে পড়িয়া হালে, হেরে মনে হয় :  
বাহ হলাইছে যেন ছায়াক্রপী কত,  
কখনো বা শূন্য কুন্ত, ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকা,  
ভিতরে প্রবেশে বায়ু বিকট চীৎকারি,  
তুনিয়া শিহরে প্রাণ,—সম্মুখে নেহারি  
যেন কোনো মানুষী বিস্তৃত শীর্ণ কায়  
উপুড় হইয়া শুয়ে চিতার উপরে

ক্রন্দন করিছে খেদ স্বরে ভয়ঙ্কর ।

কখনো বা ঘূর্ণ বায়ু, ঘুরায়ে ঘুরায়ে  
তুলিছে চিতার ভয় ধূলি শূন্য পরে,  
ভ্রমে তার হেরি যেন কত মূর্তিধারী  
বায়ুর-শরীর প্রাণী নৃত্য করি করি

নিকটে আসিয়া চক্ষে মারিয়া চপেট

বলে, “হ্যাঁয়ে প্রেতযোনি তবে যেন নাই ?

বলি’, হাসি খিলি খিলি পলাইয়া যায় ।—

ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর স্থান এ অশান !

পারশ ।

কৃত সাধে কুহুমে সাদ্ভাস কতো ক’রে

তোমার বিবাহ-নিশি-পালঙ্ক-শয্যার

তার চন্দ্রাতপ আভি এ শূন্য আকাশ !

হার, বিধি নিদাক্ষণ, কি বাতনা দিলে !

অশ্রুজলে প্রতিনিশি এখন ভিজাবো

সাজাইব গুল্মহারে তব চিতাহান !

এখন নিশিতে খালি শোক অশ্রুজল

সমাধি মন্দিরে তব কাঁদিয়ে ছড়াবো !

মুন্ড ।

ঐ তো মানুষের গলা, বাঁশীতে এখন

আওয়াজ্ তো দিতে হয়, তাঁর কথা মত ।

( বাঁশীতে সিস্ দেওন । )

রো ।

ঐ বল্লভের বাঁশী নয় ! দেখতে হগো

কে আস্চে ।

( কিকিত ফিরিয়া আসিয়া । )

রো ।

কে হে হোথা ?—কে এখানে,—নিশীতে একপ

ভ্রমে এখানান ভূমে, যেখানে শরান

আমার হৃদয়-মণি—অতুলা জুলিয়ে ?

পা ।

রোমিওর গলা না এ—হুয়ায়া দান্তিক

বধে সেই প্রেমসৌর পিতৃহা-তনয়

তৈবল্ সুবীরবরে, লোকে বলে, শোকে বার,

এ দুর্দশা আজ প্রেমসৌর ! হা নিরুজ্জ !

লজিয়া রাজার শব অনিষ্ট সাধিতে

বুঝিবা এসেছে দেশে ফিরে,—এতো স্পর্ধা !

এখনি উহাকে আমি করিব গ্রেফতার ।

( অগ্রসর হইয়া । )

হুয়ায়া এখানে কেনো—তুই ?—এত হিংসা

সেধে, সাধ্ তবু কি মেটেনা অন্ত্যজ্ পামন্ ।

রো। এসেছি তো সেই হেতু—মতোই এসেছি।  
 মরিয়া এখন আমি ।—তাই বলি শোনো,  
 কিশোর বালক ওহে, হির হও কিছু,  
 মরিয়া জনেরে কিণ্ড করিও না আর ,  
 পালাও এমন হ’তে, ঘাটাইও না মোরে।  
 পালাও জালিত প্রাণে, ভাবিয়া তাদের  
 বার। মোরে প’ড়ে হেথা । পালাও এখনো  
 কাছ থেকে ; আর পাপ চাপাইও না শিরে  
 মিনতি আমার এই—বাও—সরে বাও ।  
 আমারি বিপক্ষ সেজে আসিয়াছি আমি,—  
 ভাল চাও—পালাও—পালাও ।

পা। অরে পাজি,  
 তোকে ভয় ?—এই দ্যাখ্ করিহু গ্রেফতার ।

রো। তবুও রাগাবি ?—তবে বাঁচা আপনাকে ।

( ছদ্মনের অন্ত্রচালন । )

পাঃ ভৃত্য । কি সৰ্কনাশ !—হেতের চালায় যে !

পারশ । উ ;—মলুম ( ভূপতিত । )—হা ঈশ্বর !

রো। অদৃষ্টের ফের !—কের হত্যা পাপ-ভার  
 পড়িল মস্তকে আর একটা ! না জানি  
 দুর্গতি কতই মম আছে ভাগ্যে মম !  
 কিন্তু হেথা কই সেই প্রিয়তমা মম,  
 পূর্ণচন্দ্র-রূপিনী সে লাবণ্য-প্রতিমা !  
 খুঁজিলাম কতো—কই পাই না ত তারে,  
 কিবা মহাস্তর (ও) কোনো চিহ্ন বা উদ্দেশ

হলিল তবে কি মোরে সে তও চেনাটা ?  
 তাই বুঝি নিবেধিলা এতো সে আমার  
 আসিবারে এইখানে ;—সর্ব মিথ্যা তার,  
 তও প্রতারক সেটা—বলিল সে কিনা  
 সুসজ্জিত শবদেহ পালক-শাস্তিত  
 বিবাহ-বাসরে বধা-কুমারী সজ্জিত।  
 কোথা খট্টা—কোথা সজ্জা—কোথা শবদেহ  
 না—না সকলি মিথ্যা ! সকলি অলীক !  
 অথবা সে কোনো জন্ত, মাংসানী নির্ভর,  
 শৃগাল, কুকুর, কিবা শ্মশান-বিহারী  
 জঘন্ত শকুনিকুল, পেয়ে একা তার  
 প্রহরা রক্ষকশূন্য এ ভীষণ স্থানে,  
 করাল কবলগ্রস্ত করেছে বুঝিবা ।  
 কিবা নখে, ক্ষুরধার, খণ্ড খণ্ড করি  
 কমলীয় কোমল স্তন্যর দেহখানি,  
 করেছে উদরসাৎ ! হায় ! প্রিয়ে, হায়  
 সেই কমলীয় মূর্তি—সে কান্তি উজ্জল,  
 এই পরিণাম তার !—না পাই দেখিতে,  
 আইলাম এতো যে দ্রুত মাঝুরা হইতে  
 মিশাতে শরীরে তব এ মম শরীর—  
 চক্ষেও বারেক তার না পাই দেখিতে !

( কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এবং ইতঃস্তত ঘুরিয়া )

এই যে আমার সেই মূর্তি অভূতনা !  
 অরি প্রাণাধিকে প্রিয়ে ! অরি কান্তা মম !



শমন হরেছে তব নিখাস-পীযুষ  
 হরিতে তো পারে নাই সে শোভা তোমার !  
 কৃতান্ত তোমাতে প্রিয়ে নারে পরাজিতে ।  
 এখন (ও) উড়িছে সেই সৌন্দর্য্য-পতাকা,  
 তব গণ্ড ওষ্ঠাধরে—প্রবাল-রক্তমা,  
 কালের নীলিমা-ধ্বজা নাহি উঠে সেথা ।  
 হা জুলিয়ে, এতো রূপ কেনো হলো তোর,  
 অতনু মৃত্যুও কিরে ইন্দ্রিয়ের বশ— ?  
 সেই শীর্ণ রাক্ষস (ও) কি লাষণ্যে ভুলিয়া  
 স্পর্শ করে নাই তোরে সন্তোষ লাগসে !  
 একা তোরে রাখি হেথা—জীবিতে কখনো—  
 বাবো না কোথাও আর—বাবো না বাবোনা ।  
 থাকিবো শ্মশানে এই—এই প্রেতভূমে  
 ( যেখানে আজিবে তোর প্রেতিনী সঙ্গিনী )  
 চিরন্তন থাকিবো এ ভূমে তোর সহ  
 অনন্ত নিদ্রার তরে ধরা-ক্লান্ত আমি !  
 এ দেহের গলভাগ হ'তে খুলে ফেলি  
 অশ্রুস্রব প্রহ-রজ্জু-কাঁস ।—দেখে নেরে  
 শেব দেখা, অরে রে নয়ন ! যে যুগল  
 বাহু-দ্বিগে নে রে শেব আলিঙ্গন তোর !  
 ওরে ও অধর ওঠ, নিখাস-হ্রদার,  
 পঙ্খি চুষনে তৃপ্ত হও চিরতরে ।  
 এসো, তিক্ত বিষাদ শরণী প্রদর্শক  
 এসো, হৃৎক সাগরের নিরাশ কাণ্ডারী,

চালায়ে এ পরিশ্রান্ত তম্বর তরণী  
একেবারে ফেলো তারে পাহাড়ে আছাড়ি !  
প্রিয়ে, তোমার উদ্দেশে করি পান ।—

( পান করণ । )

ঠিক

এ কৃত্রিম নহে,—খর জলন্ত ঔষধি ।  
মৃত্যু কালে অধর-অমৃত পিরে মরি ।  
( চুম্বন ও মৃত্যু । )

( গৌসায়ের প্রবেশ । )

গৌ। ঐ যে কাণ্ডার সেই ঐ দেখা যায় ;  
এতক্ষণ পরে, হার, পাইলাম কুল ।  
অকূলে ভাসিতেছিহু ।—একে বন  
তার রাত্রি, তাতেও আবার, দেখি কম ;  
এতক্ষণ কতই ঘুরিহু !—ও কান্দ গলা ?  
রোমিওর মত যেন—সেই বৃষ্টি হবে ।  
আর ঐ বা কে, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে ?  
কে র্যা, তুই ?

বলন্ত । রাম—রাম—রাম !

দানী দক্ষি নর তো ?—রাম-রাম রাম-রাম—এ যে গৌসায়ের  
মত দেখছি ।—গৌসাইকে আমি তো বেশ চিনি ।—গৌসাই  
তো ।—না বেশ ধরে এসেছে ? রাম রাম রাম রাম রাম !

গৌ। কল্যাণ হোক—কল্যাণ হোক—তবে বাণু তুহি  
এখানে যে ? এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

ব। আর মোশাই, সে কথা বল্চ কেনো ? একটা শূণ্য  
 হাতের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো । এই দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে  
 দাঁড়িয়ে যেমে তিখুতি হয়েছি—তা পেটের দ্বারে সবই কত্তে হয় ।

গোঁ। কার সঙ্গে এখানে এসেছ, তিনি কোথায় ?

ব। তিনি আমার মুনিব্। এতো দেশ থাকতে, এই  
 রাত্তির কালে এই মড়াশয়ানের ভেতোর সঁধিরেচে । মাথামুণ্ড  
 ওখানে তার কি যে কাজ, তা তিনিই জানেন ।

গোঁ। তোমার মনিবের নাম কি ?

ব। রোমিও ।

গোঁ। রোমিও ? অ্যা ! রোমিও ? তিনি এখানে ? তিনি  
 কতক্ষণ এসেছেন ?

ব। অনেকক্ষণ—একঘণ্টার ওপর হবে, তবু কম নয় ।

গোঁ। এসো, তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো ।

ব। এঁজো, সেটা আমি পারবো নাকো । আমার মুনিব  
 বড় বদরাগী ; আমাকে বলে গেছে, এক পা সর্ষিনি, ঠিক  
 এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি । এক পা সরেই, আমার ঘাড় খেয়ে  
 ফেলবে । নইলে আমি তো তাঁর সঙ্গেই যেতে চেয়েছিলুম্ ।

গোঁ। আচ্ছা বাপু, তবে তুমি এখানেই থাকো, আমিই  
 না হয় একটু আগিরে দেখ্চি । (স্বগত) ঐ যে সেই কাণ্ডারটী ;  
 উহারই ভিতর খটার শায়িত জুলিয়ের শব-দেহ ।—একটা সাড়া  
 শব্দ ও নাই, এখনো দেখ্চি যুসুচ্ছে, এখনো মূর্ছা ভাঙ্গে নে— ।  
 ( আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া ) ভাল ভাল ভাল, এখনো পোরা  
 ঘণ্টা সময় আছে ।

( খানিক অগ্রসর হইয়া, কাণ্ডারের পর্দা উত্তোলন । )

এ আবার কি ? এ কার দেহ ? এ কোথেকে ? এ বে  
মুখের দেহ । কি আশ্চর্য্য !—এ কি ! এ কি ! এ বে রোমিওর  
মুখের চেহারা !

( হেঁট্ হইয়া আলোতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া )

সর্বনাশ ! হার হার ! বেভর করিছি, অহো, তাহাই ঘটেছে !  
( দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ । )

হে ভবকাণ্ডারী প্রভু, যা ইচ্ছা তোমার !

কে নিবारे ইচ্ছা তব ব্রহ্মাণ্ড তিতরে ?

মহুঘোর সতর্কতা, মহুঘা-কোশল

সকলি নিষ্ফল ব্যর্থ তোমার ইচ্ছায় !

এ দেহ থাকিলে হেথা, আরো সে বিপদ,

মুচ্ছাভঙ্গে জুলিয়ের ক্ষণ দৃষ্টি যদি

হয় এ শবের পরে—অচিরাত্

সেই ক্ষণে জীবন ত্যজিবে সে নিশ্চিত !

দুর্বল শরীর মম, জীর্ণ শীর্ণ দেহ

কেমনে একাকী এরে করি স্থানান্তর ;

কিরূপে বাঁচাই মেয়েটারে ?—অগদাশ,

কি তুচ্ছ সামান্য কৌট আমি, কেনো গিয়াছিহু

ঝাঁপ্ দিতে তোমার অনন্ত কার্য্য মাঝে !

নারায়ণ, অগদাশ, ক্ষম অপরাধ ।

( কাণ্ডারের বাহিরে কিছু দূরে আসিয়া )

বলব, একবার আর হেথা, আর শীঘ্র আর ।

বলত ।

কেনো ঠাকুর কি হয়েছে ?

( স্বগত । )

বুড়ো ভয় পেয়েছে দেখ্‌চি, নিজস্ব ভয় পেয়েছে ।

গৌ। বাপু, একটীবার এসো। আমার কথা রাখো বাপু।

ব। কে ডাক্চে ? আগ্নি না মূনিব ?

গৌ। ওহে, আমিই ডাক্চি, কি ডাকাচেন তোমার মনিব। এসো, বাপু শীঘ্র এসো, বিলম্ব ক'রো না। আর এক লহমাকাল বিলম্ব হলে বিপদে পড়তে হবে।

ব। বেতে হলো, কপাল ফুকে। মূনিবুটা বড় গৌরার রাগী। ওরা হুজন্ আছে, ভয় কি ?—রাম রাম—রাম রাম !

( নিকটে আসিয়া )

কি হয়েছে, মোশাই, এত ডাকের ওপর ডাক কেনো ?

গৌ। আর কি হয়েছে ? বিপদ বা হবার, তা হয়েছে। এই দেখো তোমার মনিবের মৃতদেহ, উনি—

( বরতের পালাবার চেষ্টা এবং গৌসাইয়ের তাহাকে ধরিয়া রাখা )

আরে দাঁড়াও, যাও কোথা ?

ব। আগেই তো মানা করেছ্যাহু ওখানে যেও না মোশর, ঠাকুর দেবতার আরগা, রাত্তির কালে ওখানে যেতে নেই। যেমন গৌরাত্মি, তেমনি হয়েছে। এখন আপনাকে রক্ষে কত্তে পারেন্ না। ক্যামোন্ যাড্ডী মুচ্ড়ে দেচে !

গৌ। ওহে বাপু, যাড্ড মচুকানো টচুকানো কিছু নয়। উনি ও'র পত্নীকে এই অবস্থায় দেখে মুচ্ছা গেছেন। দেখো, আমার কথা শোনো ; আমি বৃদ্ধ, দুর্বল, আমাকে একলা কেনে যেও না। বোধ করি, চেষ্টা কলে এখনো বাঁচতে পারেন। শুকে ঐ কাণ্ডার থেকে অতি সাবধানে চুপেং বার করে, এই খানে নিয়ে এসো। আমার কাছে এক রকম আরকের শিশি

কাছে, নাকের কাছে ধলে, মুছা ভাজতে পারে। চলো,  
সই চেষ্টা করা যাক্গে; শীঘ্র কাণ্ডার থেকে বার করে  
জানো।

ব। অতো শতো কে করে, মোশয়। এইখানে, এই  
শান্তির কালে, শিশিরে খানিকক্ষণ পড়ে থাকলে, আপনা  
রাপনি মুছো ভাজবে এখন।—আমি চলুয়া।

গোঁ। আচ্ছা, যাও। কিন্তু দেখো, এর ফল-শেষ হবে।  
আমি মহারাজার নিকট জানাবো, যে তুমি তোমার অনিষ্টকে  
খুন্ করেছ।

ব। সে কি মোশাই, আমি খুন্ করেচি? ঠাকুর, এ দিকে  
ধন্যো ধন্যো করে বেড়াও, লোককে মিথ্যে কইতে মানা করো,  
আরো কতো কি ছবুড় ধন্যোপদেশ দেও; আর আপনি নিজের  
গিরে রাজার কাছে আমার মিথ্যে অপবাদটা করবে, যে আমি  
মুনিবকে খুন্ করেছি?

গোঁ। তোমার খুন্ করাই তো হবে; এখনো চেষ্টা কলে  
উনি বাচতে পারেন, আর তুমি যদি সে সব কিছু না ক'রে চলে  
যাও, আর তাঁর প্রাণত্যাগ হয়, সেতো তোমারই খুন্ করা  
হ'লো।—এই বুড়ো বয়েসে একলা আমি কত পারবো।

বলভ। তবে চলো ঠাকুর।

(বলভ কর্তৃক রোমিওর দেহ কোলে তুলিয়া কাণ্ডারের  
বাহিরে আনয়ন।—সঙ্গে সঙ্গে গোসাই।)

আহা, মুখ দেখলে চখে জল আসে; কেনো আমার কথা  
জন্মে না।

(নামাইবার উপক্রম)

গৌ। ওখানে না, ওখানে না! আরো কিছু দূরে। এ স্থানটা কি ভাল ?

বল্লভ। আর ঠাকুর; এখন আর এ খান্টা ও খান্টা ভাল মন্দ কি ? মনেই চোক্ষো পো। এখানটাও যেমন, ওখানটাও তেমন।

( মাটিতে দেহ স্থাপন । )

গৌ। আলোটা কাছে নিয়ে এসতো, দেখি ভাল করে, ব্যাপারটা কি ?

( আলো নিকটে আনয়ন । )

[ দীর্ঘ নিশ্বাস । ]

বৃথা আকিঞ্চন ! এ মহা-নিদ্রা-ঘোর,

মূর্ছা-মোহ নহে ইহা । অগদীশ বিনা

এ নিদ্রা বিমুক্ত করা কারো সাধ্য নয় ।

দণ্ড দুই চার আরো আগে হেথা এলে

ঘটিত না এ ঘটনা । তব ইচ্ছা, প্রভু !

এ শিশিটা কি ? ( হাতে লইয়া )

এই তবে অনিষ্টের মূল,

হার, এতেই হয়েছে সর্বনাশ ! এ যে মহাবিষ !

বল্লভ। তবে ঠাকুর, আর সন্দ টক নাই ;—মরাই তবে ঠিক ।

( জুলিয়েতের মূর্ছাভঙ্গ । )

জু। ( কাণ্ডারের ভিতর হইতে )

কে ওখানে—কর ? গৌসাই প্রভু কি ?

হে চির আশ্বাসদাতা, বলুন আমার

প্রাণপতি প্রাণেশ্বর কোথায় আমার ।  
 থাকিবার কথা বেথা, আমি সেথা আছি,—  
 সে কথা স্মরণ আছে বেশ—কিন্তু তিনি  
 কোথা, শীঘ্র বলুন আমার ; কোথা নাথ,  
 কোথা হৃদয়ের দেব মম !

II

[ কাণ্ডারের ভিতর গিয়া ]

ওমা, শীঘ্র চলো বাই এস্থান ছাড়িয়া,  
 এ অতি কদর্যস্থান—দারুণ শাসন ।  
 দৈববল কাছে কোথা মানবের বল !  
 নিষ্ফল যদিও এবে সকল কৌশল,  
 চলো মা আশ্রমে বাই ; অবশ্য উপার  
 হইবে এখনো কিছু, চলো শীঘ্র বাই ।  
 চিরকুমারীর মত থাকিবে সেখানে  
 কিছুকাল । চলো মা, আর হেথা থাকা নয় ।

III

কোথা তিনি, হে গোসাই তিনি কোথা বলো ?

II

বে উপার ভেবেছিহু, দৈববিড়ম্বনে  
 সফলিত নহে তাহা—তঁারে সমাচার  
 দিতে পাঠালাম যার মাঝে নগরে,  
 পারে নাই বাইতে সে সেথা অতি দূরা ।  
 লোক পাঠাই পুনঃ আনিতে তাঁহারে ।  
 এখন চলো মা মঠে বাই ।

( সকলে গমনোদ্ভূত । )

ব ।

ও ঠাকুর, তবে তাঁর কি হবে ? মুছোই হোক  
 বাই হোক, সে কি সেই খানেই পড়ে থাকবে ।



গো। [ অবনত মস্তকে গাঢ় চিন্তা। ]

তাইত, উত্তর শব্দট বে।

জু। ঠাকুর ভাব্‌চেন ক্যান, কি হয়েছে ?

[ কোন উত্তর না দিপেয়ে । ]

ভাল, তুইই বল্‌ কি বল্‌ছিলি। কি, মূচ্ছা না মরা  
কাকে কেলৈ যেতে হবে ?

বল্ল। ওগো আমার মনিবকে। আমার কথা কেটে, <sup>১</sup>  
জুরিতে এখানে যেমন এসেছিলেন, তেমনি তার কল হয়েছে  
হাতে হাতে। তা উনি বল্‌চে মূচ্ছা, আমি বল্‌চি কাঠমড়া  
তার আর কি পরমাই আছে ? খাঁটি মড়া—কাঠমড়া—তা  
ব্যস্তর নাই ; প্যাস্তর করো, আর নাই করো।

জু। কে তোমার মনিব, তাঁর নান কি ? তাঁর অস্ত্রে উ  
অতো ভাব্‌চেন কেনো ?

বল্ল। ঠাকুর, আমার মনিবের নাম রোমিও।

জু। কি ব'লে, রোমিও হেথা ? রোমিও বেঁচে নাই ?

কোথার রোমিও, চলো, আমি বাবো সেথা।—

কোথা পতি, কোথা মম হৃদয়-দেবতা ?

একা বাবো কাছে তাঁর, থাকিবো একাকী,

কারেও না চাই আর—থাকিতে হবে না

কাহাকেও আর—এসো এসো এসো।

( বল্লভের বাহ ধরিয়া টানিয়া লইয়া, কাণ্ডার

হইতে বাহির হওন। )

বল্ল। ঐ বে, ওখানে প'ড়ে।

জু। হা নাথ ! হা প্রাণনাথ ! হা প্রাণবল্লভ !

একাকী এখানে তুমি শ্মশান-শয্যায় !  
 হা প্রিয় ! হা প্রেমময় ! হা স্বপ্ন ! ওহু !  
 আমার জন্তই হেন দশা তব এবে—  
 আমি মরিয়াছি ভেবে ! পাবে না আমার  
 আর কভু ছেড়ে যেতে, স্মৃতির সঙ্গিনী আমি তব !  
 ( যতদেহের উপর পড়িয়া ক্রন্দন । )

গোঁ । দ্যাখ্ দেখি, কি সর্বনাশ করি ? কেনো তুই—  
 ও কথা শুনাতে গেলি ওঁকে ? কেন  
 না বলিলি গোপনে আমার ; কেনই বা  
 বল, দেখাইলি ওরে এ যত শরীর ?

বল । তুমি কেনো ওর কথায় উত্তর দিলে না, তাইতো  
 আমাকে বিজ্ঞাসা কলে, আর আমি জবাব দিগেছি, তা এতো  
 শতো কে জানে মোশাই ?

গোঁ । হে ব্রহ্মণ, তোমার এ কি যে লীলা খেলা  
 কে পারে বুঝিতে দেব, কেই বা বুঝিল  
 ব্রহ্মাও-স্বজনাধি ! কেই বা বুঝিবে  
 কবে আর ! কি হবে কাঁদিলে, হে কল্যাণী ?  
 অদৃষ্ট-লিখন ধণ্ডে তোর, হেন শক্তি  
 কিবা মানবের ! ওঠো যা এখন, এসো  
 মম কুটীর-আলয়ে, চলো স্বরা বাই ।  
 দিবো স্মৃতিধি, দেখো চেষ্টা করি যদি  
 পারো বাচাইতে ওরে আত্মাণে তাহার ।  
 ক্রন্দন বিফল, দেখো—দেখো চেষ্টা করি ।  
 হা নাথ, জীবিতেশ্বর, প্রেমময় দেব !

এই শেষ অভাগী  
 পিতা, মাতা, গৃহ, পদ  
 তোমার কারণে হারিয়ে গেল। দেখিতে কি  
 তোমার এ মশা ? হা অদৃষ্ট ! আমি কি  
 এরি ভয়ে ? প্রেম, তোর এই কি অমৃত ?  
 দেখি দেখি হাতে কিও ? আমাকে দিবে কি  
 বলে এনেছিল কিছু, দীর্ঘ প্রবাসের  
 পরে—একি—শিশি ?—এবে এতে বিব ছিল।  
 হার নাথ, সকলই করেছে শেষ; কিছু—  
 শেষ রাখো নাই, রাখে তোমারাই কিছু  
 ভক্ততার অমুরোধে, তাও কি এড়ালে  
 ওষ্ঠাধরে আছে কিছু স্পর্শ-শেষ তার,—  
 রে গরল ! আয়ু সমীবনী হও মোর !—  
 ( অধরাবাদন )

এখন(ও) উত্তর দে :

গোঁ। জুলিয়ে, এসো মা, শুন্টো না কি ?  
 জু। বাও, গৌসাই, তুমি যাও, আমি যাবো কোথা ?  
 এই তো আমার স্থান। হে পিতঃ, তুমি গো,  
 পিতারো অধিক মম, কত কষ্ট, হার,  
 দিয়াছি তোমার দেব, কন্যা অপরোধ।  
 এই মম স্থান পিতঃ, কোথা য় আমি  
 যেখানে রোমিও, সেথা জুলিয়ে সজিনী।  
 (নাথ), নারিলে তোক রিতে আমার একাকিনী।  
 ( রোমিওর দেহের উপর ঢুলিয়া পতন ও মৃত্যু । )

